رياض الصالحين

রিয়াদুস সালেহীন

(প্রথম খণ্ড)

মূল

আল্লামা ইমাম নববী (র.)

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

পরিবেশনায়

ইসলামিয়া কুরআন মহল

২০ নং আদর্শ পুস্তক বিপনী * ৬৬, প্যারিদাস রোড
বায়তুল মোকাররম * বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ঢাকা - ১০০০ * ফোন ঃ ৭১১১৫৫৭

অনুবাদকের আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين الذى بعث نبيه محمداً ﷺ الرؤف الرحيم وهادى إلى صراط المستقيم والداعى إلى دين الإسلام القويم - صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه وسائر علماء الدين الصالحين.

হাদীস মানব জাতির অমূল্য সম্পদ। বিশেষতঃ মুসলিম উম্মাহর জন্য আলোক-বর্তীকা, ইহকাল ও পরকালের মুক্তি ও নাজাতের উসিলা। মহানবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপম জীবন আদর্শ জানতে হলে এবং এবং জীবনের সকল স্তরে তা বাস্তবায়ন করতে হলে হাদীস অধ্যয়ন অপরিহার্য। কেননা, মহান আল্লাহ্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন মাঝেই আমাদের জন্য উন্নতর ও সুন্দরতম আদর্শ রেখেছেন। এ আদর্শকে জানতে হলে হাদীস গ্রন্থ পড়তে হবে ও বুঝতে হবে।

হাদীসের জ্ঞান ভাণ্ডার বিশাল। বছরের পর বছর অধ্যয়ন করেও এ বিরাট ও বিশাল ভাণ্ডার থেকে নিজের প্রয়োজনীয় জ্ঞান চয়ন করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরবর্তী উম্মাতের জন্য বিষয়ভিত্তিক হাদীস বিন্যাস করে উম্মাতের জন্য বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁদেরকে উত্তম জাযা দান করুন।

আল্লামা ইমাম নববী (র.)-এর বিশ্বখ্যাত ও অমূল্য "রিয়াদুস্ সালিহীন" গ্রন্থখানা উম্মাতে মুসলিমার জন্য অনন্য উপহার। দীর্ঘদিন পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে তিনি বিষয়ভিত্তিক এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন।পবিত্র কুরআনের সাথে হাদীসের যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান তা বুঝানোর জন্য তিনি অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের প্রথমেই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত সংযুক্ত করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণও প্রদান করেছেন। সারা বিশ্বময় এ গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পঠিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর বহু ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে।

বাংলা পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ ভাষা। বাংলাভাষী মুসলমানদের প্রয়োজন অনুভব করে "রিয়াদুস্ সালেহীন" -এর মত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি বাংলায় ভাষান্তর করা। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের এ শ্রম ও প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন !

আহ্কার
মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

গ্রাম ও ডাকঘর ঃ উয়ারুক
থানা ঃ শাহরাস্তি
জেলা ঃ চাঁদপুর।

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লামা ইমাম নববী (র.)-এর জীবনী

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

বিশ্বখ্যাত হাদীস গ্রন্থ 'রিয়াদুস্ সালেহীন' (رياض الصالحين)-এর রচয়িতা হলেন, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, বহু গ্রন্থের লেখক, জগৎ বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ইমাম নববী (র.)। তাঁর নাম হলো, শেয়খ মুহীউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শারফ আল-নাবাবী আল-দামেশ্কী (র.)। তাঁর ডাকনাম আবু যাকারিয়া, মূলনাম ইয়াহইয়া এবং লক্ব-উপাধি মুহীউদ্দীন।

৬৩১ হিজরীর ৫ই মুহাররামে তিনি সিরিয়ার রাজধানী দামেশ্কের নিকটবর্তী নাব্বী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৭৬ হিজরীর রজবে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তিনি মাত্র ৪৫ বছর জীবিত ছিলেন। এ মহান ব্যক্তি শৈশব থেকেই অত্যন্ত ভদ্র, শান্তশিষ্ট ছিলেন। কৈশোরেই পবিত্র কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তি, প্রতিভা ও জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁর শিক্ষকগণকে আকৃষ্ট করেছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পবিত্র কুরআন, হাদীস, নাহু, সারফ, মানতিক, ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। হাদীস ও ফিকহে তিনি আত্মার খোরাক বেশী পেতেন। তাঁর সৌভাগ্য তিনি সে কালের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আলেম ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। এবং জ্ঞান আহরণের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। তিনি উন্নত চরিত্র, তাক্ওয়া ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবন আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে অত্যন্ত সাধারণ আহার করতেন, মোটা কাপড় পরতেন এবং সারা জীবন কৃচ্ছ্র সাধনায় কাটান। তিনি সকলের নিকট ছিলেন গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। জীবনে কখনো অর্থ, সম্মান, পদ ও ক্ষমতার পেছনে ছোটেন নি। কারো থেকে দান গ্রহণ করেন নি। সারা জীবন ইল্মের প্রচার ও প্রসারে এবং ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতেন। তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল অসংখ্য।

সূচিপত্র

		বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ	ঃ	বিশুদ্ধ নিয়্যত করা, সব কথায় ও কাজে এবং প্রকাশ্য গোপনীয় অবস্থায়	১
অনুচ্ছেদ	ঃ	তাওবা	৯
অনুচ্ছেদ	ঃ	ধৈর্য	২৭
অনুচ্ছেদ	ঃ	সত্যনিষ্ঠা বা সত্যবাদিতা	৪৬
অনুচ্ছেদ	ঃ	মুরাকাবা বা আত্মপর্যবেক্ষণ	৪৯
অনুচ্ছেদ	ঃ	তাক্ওয়া-আল্লাহ্ভীতি ও পরহেযগারী	৫৫
অনুচ্ছেদ	ঃ	ইয়াকীন ও তাওয়াক্কুল-দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভরতা	৫৭
অনুচ্ছেদ	ঃ	ইস্তিকামাত-অবিচল নিষ্ঠা	৬৫
অনুচ্ছেদ	ঃ	আল্লাহর মহান সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা এবং দুনিয়ার ধ্বংস ও আখিরাতের অবস্থা, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমানো এবং জীবনকে সুন্দর করার জন্য দৃঢ়তা অবলম্বন করা	৬৬
অনুচ্ছেদ	ঃ	কল্যাণমূলক কাজে প্রতিযোগিতা ও তাৎক্ষণিক তৎপরতা এবং সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান	৬৭
অনুচ্ছেদ	ঃ	মুজাহিদা – সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা সাধনা করা	৭০
অনুচ্ছেদ	ঃ	জীবনের শেষ অধ্যায় বেশী বেশী দীনী কাজের করার প্রতি উৎসাহ দান	৭৯
অনুচ্ছেদ	ঃ	বিভিন্ন প্রকার ভাল কাজের বিবরণ	৮২
অনুচ্ছেদ	ঃ	ইবাদত বন্দেগীতে ভারসাম্য ও নিয়মানুবর্তিতা	৯১
অনুচ্ছেদ	ঃ	দীনী কাজে নিয়মানুবর্তিতা ও সক্রিয়তা	১০০
অনুচ্ছেদ	ঃ	সুন্নাতের হিফাযত ও তার আনুসংগিক বিধি বিধান পালন	১০২
অনুচ্ছেদ	ঃ	আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা ওয়াজিব	১০৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	বিদ্'আত ও দীনের মধ্যে নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন ও প্রচলন নিষিদ্ধ	১১০
অনুচ্ছেদ	ঃ	ভাল কিংবা মন্দ পন্থা উদ্ভাবন	১১২
অনুচ্ছেদ	ঃ	কল্যাণের পথ দেখান এবং সঠিক অথবা ভ্রান্ত পথের দিকে ডাক দেয়া	১১৪
অনুচ্ছেদ	ঃ	নেকী ও আল্লাহ ভীতিমূলক কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা	১১৭
অনুচ্ছেদ	ঃ	নসীহত (উপদেশ ও কল্যাণ কামনা) সম্পর্কে	১১৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	ন্যায়কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ	১১৯
অনুচ্ছেদ	ঃ	যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে, কিন্তু সে তদানুযায়ী কাজ করে না, তার শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন	১২৭
অনুচ্ছেদ	ঃ	আমানত আদায় করার নির্দেশ	১২৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	যুলুম করা হারাম এবং যুলুমের প্রতিরোধ করার নির্দেশ	১৩৫
অনুচ্ছেদ	ঃ	মুসলমানদের মান-ইজ্জতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, তাদের অধিকারসমূহ এবং তাদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ ও ভালোবাসা পোষণ করা	১৪৪
অনুচ্ছেদ	ঃ	মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা এবং একান্ত প্রয়োজন না হয়ে পড়লে তা প্রকাশ করা নিষেধ	১৫১

বিষয়			পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ	ঃ	মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করা	১৫২
অনুচ্ছেদ	ঃ	শাফাআ'ত বা সুপারিশ সম্পর্কে	১৫৪
অনুচ্ছেদ	ঃ	লোকদের পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করে দেয়া	১৫৪
অনুচ্ছেদ	ঃ	দুর্বল ও নিঃস্ব-গরীব মুসলমানদের ফযীলত	১৫৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	ইয়াতীম, কন্যা সন্তান এবং দুর্বল ও নিঃস্ব লোকদের সাথে ভদ্র ও সদয় ব্যবহার করা, আদর-স্নেহ করা, অনুগ্রহ করা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করা	১৬৩
অনুচ্ছেদ	ঃ	মহিলাদের সথে সদ্ব্যবহার করা	১৬৯
অনুচ্ছেদ	ঃ	স্ত্রীর উপর স্বামীর হক- অধিকার	১৭২
অনুচ্ছেদ	ঃ	পরিবার-পরিজনের প্রতি ভালবাসা	১৭৫
অনুচ্ছেদ	ঃ	উত্তম ও পসন্দনীয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করা	১৭৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	নিজের পরিবারবর্গ, সন্তান এবং অধীনস্থ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া, এর বিরুদ্ধাচরণ করতে নিষেধ করা, এবং তাদেরকে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত রাখা	১৭৯
অনুচ্ছেদ	ঃ	প্রতিবেশীর অধিকার এবং তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা	১৮১
অনুচ্ছেদ	ঃ	পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা	১৮৪
অনুচ্ছেদ	ঃ	পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া, তাদের অবাধ্য হওয়া এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম	১৯৫
অনুচ্ছেদ	ঃ	পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী ও অন্যান্য লোক যাদেরকে সম্মান করা মুস্তাহাব, তাদের সাথে সদাচারণ করার ফযীলত	১৯৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের মর্যাদা	২০১
অনুচ্ছেদ	ঃ	আলেম, বয়স্ক ও সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, অন্যান্যদের উপর তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া, তাঁদের মজলিস ও বৈঠকাদির গুরুত্ব এবং তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি বর্ণনা করা	২০৩
অনুচ্ছেদ	ঃ	নেক্‌কার লোকদের সাথে দেখা করা, তাদের বৈঠকসমূহে বসা, তাঁদের সংস্পর্শে থাকা, তাদেরকে ভালবাসা। তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাওয়া, তাঁদেরকে দিয়ে দু'আ করানো এবং বরকতময় ও মর্যাদা সম্পন্ন স্থানসমূহ দর্শন করা	২০৯
অনুচ্ছেদ	ঃ	আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসার ফযীলত ও এ কাজে প্রেরণা দান এবং কেউ কাউকে ভালোবাসলে তাকে তা জানানোর জন্য কি বলতে হবে	২১৭
অনুচ্ছেদ	ঃ	আল্লাহ তা'আলার নিজের বান্দাদের ভালোবাসার নিদর্শন এবং এগুলো সৃষ্টি করায় উৎসাহ দান ও অর্জন করার সাধনা	২২২
অনুচ্ছেদ	ঃ	সৎলোক, দুর্বল ও মিস্‌কীনদের কষ্ট দেয়ার বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ	২২৪
অনুচ্ছেদ	ঃ	মানুষের বাহ্যিক কাজের ওপর ধর্মীয় নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে' আর তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা মহান আল্লাহর উপর সমর্পিত	২২৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بَابُ الْإِخْلَاصِ وَإِحْضَارِ النِّيَّةِ فِيْ جَمِيْعِ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ وَالْأَحْوَالِ الْبَارِزَةِ الْخَفِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিশুদ্ধ নিয়্যত করা, সব কথায় ও কাজে এবং প্রকাশ্য গোপনীয় অবস্থায়।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"وَمَآ أُمِرُوْٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ -

"আর তাদেরকে হুকুম করা হয়েছে যে তারা যেন একনিষ্ঠ হয়ে আন্তরিকভাবে আল্লাহর দীন পালনের মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে। আর তারা যেন সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে। এটাই হচ্ছে সরল ও মজবুত জীবন ব্যবস্থা। (সূরা বাইয়্যেনা ঃ ৫)

"لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ" -

"তোমাদের কুরবানীর পশুর গোশ্‌ত ও রক্ত আল্লাহর নিকট কখনও পৌছে না। বরং তোমাদের তাক্‌ওয়া -আল্লাহ ভীতি তাঁর নিকট পৌঁছে।" (সূরা হজ্জ ঃ ৩৭)

"قُلْ إِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ أَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ -

"আপনি বলে দিন, তোমরা তোমাদের মনের কথা গোপন রাখ অথবা প্রকাশ কর তা আল্লাহ জানেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ২৯)

١- عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَبِيْ حَفْصٍ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنِ رِيَاحِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ الْقُرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১. আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সকল কাজের ফলাফল নিয়্যত অনুযায়ী হবে। প্রত্যেকেই যে নিয়্যতে কাজ করবে সে তাই পাবে। কাজেই যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সন্তুষ্টির) জন্য হয়েছে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সন্তুষ্টির) জন্য হয়েছে আর যার হিযরত দুনিয়া প্রাপ্তির জন্য সে তাই পাবে অথবা কোন নারীকে বিবাহের জন্য তার হিজরত তাই হবে যে জন্য সে হিজরত করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢- عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ عَبْدِ اللّٰهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْ جَيْشُ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ " قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيْهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একটি সৈন্য দল কা'বা শরীফের উপর হামলা করতে যাবে। যখন তারা সমতল ভূমিতে পৌঁছবে তখন তাদের পূর্বের ও পরের লোকজন সব সহ ভূমিকে ধসিয়ে দেয়া হবে। হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি করে তাদের পূর্বের ও পরের সব লোক সহ ধসিয়ে দেয়া হবে ? অথচ তাদের মধ্যে বহু নগরবাসী ও এমন লোক থাকবে যারা হামলাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তিনি বললেন ঃ তাদের পূর্বের ও পরের লোক সহ ধসিয়ে দেয়া হবে। তারপর তাদের নিয়্যত অনুযায়ী তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও নিয়্যত রয়েছে। যখনই তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাক দেয়া হবে তখনই তোমরা বের হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤- عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزَاةٍ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانُوْا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ وَفِيْ رِوَايَةٍ : إِلاَّ شَرِكُوْكُمْ فِيْ الْأَجْرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

وَرَوَاهُ الْبُخَارِىُّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ أَقْوَامًا خَلَفْنَا بِالْمَدِيْنَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ -

৪. হযরত আবু আবদুল্লাহ জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ "মদীনায় এমন কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে, তোমরা যে সমস্ত স্থানে সফর কর এবং যে ময়দান অতিক্রম কর সেখানে তারা তোমাদের সাথেই থাকে। তাদেরকে রোগে আটকে রেখেছে। (মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় আছে, তাঁরা সাওয়াবে তোমাদের সাথে শরীক হবে।

ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা তাবুকের জিহাদ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ফিরে আসার পর তিনি বললেন ঃ মদীনায় এমন একদল লোক রয়ে গেছে যারা আমাদের সাথেই আসেনি এবং কোন ময়দানও অতিক্রম করেনি, কিন্তু তবুও তারা আমাদের সাথেই আছে তাদেরকে বিশেষ ওজর আটকে রেখেছে।

٥- عَنْ أَبِىْ يَزِيْدَ مَعْنِ بْنِ الْأَخْنَسِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُم وَهُوَ وَأَبُوْهُ وَجَدُّهُ صَحَابِيُّوْنَ قَالَ كَانَ أَبِىْ يَزِيْدُ أَخْرَجَ دَنَانِيْرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِى الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ : وَاللّٰهِ مَا اِيَّاكَ أَرَدْتُّ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : لَكَ نَوَيْتَ يَايَزِيْدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৫. হযরত আবু ইয়াযীদ মান ইব্‌ন আখ্‌নাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি, তার পিতা এবং দাদা সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, আমার পিতা ইয়াযীদ (রা) কিছু দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) সাদাকার জন্য বের করলেন, তিনি মসজিদে কোন একটি লোকের কাছে তা রেখে দিলেন। আমি গিয়ে তা নিয়ে এলাম। এতে আমার পিতা বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে দেবার ইচ্ছা করিনি। আমি তখন বিষয়টা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পেশ করলাম। তিসি বললেনঃ হে ইয়াযীদ! তুমি যা নিয়্যত করেছো তার (সাওয়াব) তোমার। আর হে মান! তুমি যা নিয়েছ তাও তোমার। (বুখারী)

٦- عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ سَعْدِبْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ مَالِك بْنِ أُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ ابْنِ زُهْرَةَ بْنِ كَلاَبِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَىٍّ الْقُرَشِىِّ الزُّهْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَحَدَ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُوْدِلَهُمْ بِالْجَنَّةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ : جَاءَنِىْ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِىْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّبِىْ فَقُلْتُ " : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّى قَدْ بَلَغَ بِىْ مِنَ الْوَجَعِ مَاتَرَى وَأَنَا ذُوْمَالٍ وَلاَ يَرِثُنِىْ إِلاَّ أَبْنَةٌ لِى أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَى مَالِىْ قَالَ لاَ، قُلْتُ فَالشَّطْرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ لاَ، قُلْتُ فَالثُّلُثُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ أَوْ كَبِيْرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ إِلاَّ أجِرتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى فِىْ إِمْرَأَتِكَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِىْ ؟ قَالَ : إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِىْ بِه وَجْهَ اللّٰهِ إِلاَّ ازْدَدْتَ بِه دَرَجَةً وَرِفْعَةً : وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّبِكَ اٰخَرُوْنَ ، اَللّٰهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِىْ هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، لٰكِنِ الْبَآئِسُ سَعْدُبْنُ خَوْلَةَ يَرْثِىْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬. হযরত আবূ ইসহাক সাদ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি হুজ্জাতুল বিদার– বিদায় হজ্জের বছরে খুব রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার রোগের অবস্থা তো আপনি দেখছেন। আর আমি একজন ধনী লোক। আমার ওয়ারিস একমাত্র আমার কন্যাই হবে। তাহলে আমি কি আমার সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ সাদাকা করে দেব ? তিনি বললেন (না) আমি আবার বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! অর্ধেকটা? তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে তিন ভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন ঃ তিন ভাগের এক ভাগই দান কর। আর এটাই অনেক বেশী অথবা (বলেন) অনেক বড়। তোমার ওয়ারিসগণকে একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় না রেখে তাদেরকে ধনবান করে রেখে যাওয়াই উত্তম। যেন তাদেরকে মনুষের নিকট হাত পাততে না হয়। তুমি আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য যাই ব্যয় কর না কেন, এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দেবে তারও প্রতিদান তোমাকে নিশ্চয়ই দেয়া হবে। আব্ ইসহাক (র) বলেন ঃ আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি কি আমার সঙ্গীগণের (হিজরতের) পর (মক্কায়) রয়ে যাব ? তিনি বললেনঃ তুমি থেকে গিয়ে আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য যে কাজই কর না কেন, তাতে তোমার মর্যাদাও সম্মান অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। খুব সম্ভব তুমি থেকে যাবে। তখন অনেকে তোমার দ্বারা উপকৃত হবে আবার অনেকে তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। হে আল্লাহ্ ! আমার সাথীদের হিজরত সম্পন্ন কর এবং তাদেরকে পিছনে ফিরিয়ে দিও না। তবে সা'দ ইব্ন খাওলা (রা) কিন্তু সত্যিই কৃপার পাত্র। মক্কায় তাঁর মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমবেদনা প্রকাশ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٧- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لاَيَنْظُرُ إِلى أَجْسَامِكُمْ وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মহান আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহারার প্রতি তাকাবেন না, বরং তোমাদের মনের ও কর্মের প্রতি তাকাবে"। (মুসলিম)

٨- عَنْ أَبِىْ مُوْسى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلَ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً اَىُّ ذَلِكَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮. হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন ব্যক্তি বীরত্ব দেখানোর জন্য লড়াই করে, আর কেউ আত্মসম্মান ও বংশগত মর্যাদার জন্য লড়াই করে, আবার কেউ বা লোক দেখানোর জন্য লড়াই করে– এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে লড়াই করে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য লড়াই করে সেই আল্লাহর পথে।" (বুখারী ও মুসলিম)

٩- عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ الثَّقَفِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ؟ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِه - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯. আবু বাক্‌রা নুফাই ইব্‌ন হারিস সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন দু'জন মুসলিম তাদের তরবারী নিয়ে পরস্পর মারামারি করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই দোযখবাসী হয়। হযরত আবু বাকারা (রা) জিজ্ঞেস করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! হত্যাকারীর দেযখবাসী হওয়াটা তো বুঝলাম, কিন্তু নিহত ব্যক্তির দোযখবাসী হওয়ার কারণ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এর কারণ হচ্ছে এই যে সে তার প্রতিপক্ষকে হত্যার আকাঙ্ক্ষা করেছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ الرَّجُلِ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِىْ سُوْقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً

وَذَلِكَ أَنَّ اَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَيُرِيْدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ لاَيَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةَ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَاذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِى الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ هِىَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلَى اَحَدِكُمْ مَادَامَ فِى مَجْلِسِهِ الَّذِىْ صَلَّى فِيْهِ يَقُوْلُوْنَ : اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ ، اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَالَمْ يُؤْذِ فِيْهِ مَالَمْ يُحَدِّثْ فِيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"পুরুষের জামায়াতে নামায পড়ার সাওয়াব তার বাজারে ও ঘরের নামায অপেক্ষা ২৫/২৭ গুণ বেশী। কারণ কোন ব্যক্তি যখন ভালভাবে অযূ করে শুধু নামাযের নিয়্যতে মসজিদে আসে এবং নামায ছাড়া অন্য কিছু তাকে উদ্বুদ্ধ করে না, সে মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত তার প্রতি পদক্ষেপে মর্যাদা বাড়তে থাকে এবং তার একটি করে গোনাহ মাফ হয়ে যায়। সে যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত নামায তাকে আটকে রাখে ততক্ষণই সে নামাযের মধ্যে থাকে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযী কাউকে কোন কষ্ট না দিয়ে নিজেকে নামাযের স্থানে অযূ সহ বসে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তার জন্য দু'আ করতে থাকে এবং বলতে থাকে, হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম কর, হে আল্লাহ! তার গুনাহ ক্ষমা কর, হে আল্লাহ্! তার তাওবা কবুল কর।' (বুখারী ও মুসলিম)

١١- وَعَنْ أَبِىْ الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَه حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَانْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَ هُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَانْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মহান ও পরাক্রমশালী প্রতিপালকের নিকট থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ "আল্লাহ সৎকাজ ও অসৎ কাজ লিখে দিয়েছেন। তারপর তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের সংকল্প করে তার করে না,তাকে আল্লাহ তা'য়ালা একটি পূর্ণ নেকীর সাওয়াব দান করেন। আর যদি সংকল্পের পর উক্ত কাজ করে ফেলে, তবে আল্লাহ ১০টি থেকে ৭০০ পর্যন্ত এমনকি তার চেয়েও বেশী সাওয়াব দান করেন।

আর যদি কোন অসৎকাজের সংকল্প করে তা না করে, তবে আল্লাহ তার বিনিময়ে একটি পূর্ণ সাওয়াব দান করেন। আর যদি সংকল্প করার পর সেই অসৎ কাজটি করে ফেলে, তবে আল্লাহ একটি মাত্র গুনাহ লেখেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢- وَعَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمنِ عَبْدِ اللّٰهِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : انْطَلَقَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى اَوَاهُمُ الْمَبِيْتُ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوْهُ ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ فَقَالُوْا : إِنَّه لاَيُنْجِيْكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا اللّٰهَ بِصَالِحِ اَعْمَالِكُمْ ، قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : اَللّٰهُمَّ كَانَ لِىْ أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَكُنْتُ لاَ أَغْبُقُ قَبْلَهُمَا اَهْلاً وَلاَ مَالاً فَنَأَى بِىْ طَلَبُ الشَّجَرِ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْتُّهُمَا نَائِمِيْنَ ، فَكَرِهْتُ أَوْ أُوْقِظَهُمَا وَأَنْ أَغْبُقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً ، فَلَبِثْتُ وَالْقَدْحُ عَلَى يَدِىَ أَنْتَظِرُ إِسْتِيْقَا ظَهُمَا حَتَّى بَرَقُ الْفَجْرُ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَىَّ فَاسْتَقَظَا فَشَرِبَا غَبُوْقَهُمَا ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةَ فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ مِنْهُ قَالَ الآخَرُ: اَللّٰهُمَّ كَانَتْ لِىْ إِبْنَةُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلىَّ ، وَفِى رِوَايَةٍ كُنْتُ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَايُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَأَرَدْتُّهَا عَلَى نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّى حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ فَجَاءَتْنِىْ فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارٍ عَلى أَنْ تُخَلِّىْ بَيْنِى وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا - وَفِى رِوَايَةٍ فَلَمَّا قَعَدْتُّ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَتَفُضَّ الْخَاتَمَ اِلاَّ بِحَقِّهِ فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِىَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِىْ أَعْطَيْتُهَا اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةَ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ مِنْهَا وَقَالَ الثَّالِثُ : اَللّٰهُمَّ اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ وَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِىْ لَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُ أُجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالِ فَجَاءَنِىْ بَعْدَ حِيْنٍ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ أَدِّ إِلَىَّ

أَجْرِىْ فَقُلْتُ كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيْقِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لاَ تَسْتَهْزِىُ فَقُلْتُ لاَ أَسْتَهْزِىُ بِكَ فَأَخَذَه كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوْا يَمْشُوْنَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ পূর্বকালের তিনজন লোক কোথাও চলার পথে বৃষ্টি এসে তাদেরকে এক পর্বত গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তারা সেখানে প্রবেশ করার পর একখানা পাথর খসে পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। তারা পরস্পর বলতে লাগল–"তোমরা একমাত্র আল্লাহর কাছে তোমাদের খাঁটি আমলকে অসিলা বানিয়ে দু'আ করলে এই পাথরের বিপদ থেকে মুক্তি পাবে।" তাদের একজন বলল ঃ হে আল্লাহ্! আমার পিতামাতা ছিলেন খুব বৃদ্ধ। আর আমি তাঁদেরকে আমার পরিবার ও সন্তান-সন্ততির পূর্বেই দুধ পান করিয়ে দিতাম। একদিন জ্বালানী কাঠের সন্ধানে আমাকে বহুদূর যেতে হল এবং যথাসময়ে বাড়ী ফিরে আসতে পারলাম না, এমনকি তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি তাঁদের রাতে খাওয়ার জন্য দুধ দোহন করে এনে দেখি তাঁরা ঘুমিয়ে আছেন। তখন তাঁদেরকে জাগিয়ে তোলা আমি পছন্দ করলাম না। আবার তাঁদের পূর্বে পরিবারবর্গকে দুধ খাওয়াতেও ভাল লাগছিল না। কাজেই আমি দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে তাঁদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষায় রইলাম। এদিকে সন্তানগুলো আমার পায়ের কাছে ক্ষুধায় কান্নাকাটি করছিল। এ অবস্থায় ভোর হয়ে গেল। তারপর তাঁরা জেগে উঠে দুধ খেয়ে নিলেন। হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজটি তোমারই সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি তাহলে এ পাথরের দরুন যে বিপদে পড়েছি তা দূর করে দাও। এতে পাথরখানা কিছুটা সরে গেল বটে, কিন্তু এর ফাঁক দিয়ে তারা বের হতে পারল না। অন্য একজন বলল ঃ হে আল্লাহ্! আমার এক চাচাত বোন ছিল। আমি তাকে সবচেয়ে বেশি ভাল বাসতাম। অন্য এক বর্ণনায় আছে, পুরুষ নারীকে যত বেশী ভালবাসতে পারে আমি তাকে তত বেশী ভালবাসতাম। আমি তার সংগে মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলাম। কিন্তু সে রাযী হল না। শেষে ১২০টি স্বর্ণমুদ্রা দিলাম। এতে সে রাযী হয়ে গেল। আমি যখন তাকে পেলাম, অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ যখন আমি তার দুই পায়ের মাঝখানে বসলাম, তখন সে বলল ঃ "আল্লাহকে ভয় কর এবং অবৈধভাবে আমার কুমারীত্ব নষ্ট করো না।" তখনই আমি তাকে ছেড়ে চলে গেলাম। অথচ মানুষের মধ্যে সে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আমি তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম তাও ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ্! আমি যাদি এ কাজ তোমারই সন্তোষ লাভের জন্য করে থাকি, তা হলে আমাদের এই বিপদ দূর করে দাও। এতে পাথরখানা আরও কিছুটা সরে গেল। কিন্তু তাতেও তারা বের হতে পারল না। তৃতীয় ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহ্! আমি কয়েকজন শ্রমিক রেখেছিলাম। তাদের সবাইকে পারিশ্রমিক দিলাম। কিন্তু একজন তার পারিশ্রমিক ছেড়ে চলে গেল। আমি তার মজুরীটা ব্যবসায়ে খাটালাম। তাতে ধন দৌলত অনেক বেড়ে গেল। কিছুকাল পর সে ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলল ঃ হে আল্লাহর বান্দা! আমার পারিশ্রমিক দাও। আমি

বললাম ঃ যত উট, গরু, ছাগল, চাকর দেখছ এসবই তোমার মজুরী। সে বলল ঃ 'হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করো না।' আমি তাকে বললাম, 'আমি তোমাকে ঠাট্টা করছি না।' তারপর সে সব কিছু নিয়ে চলে গেল এবং কিছুই রেখে গেল না। হে আল্লাহ্! আমি যদি তোমারই সন্তোষ লাভের জন্য এ কাজ করে থাকি, তবে আমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তি দাও। তারপর পাথরখানা সরে গেল এবং তারা সকলেই বের হয়ে চলে গেল। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ التَّوْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাওবা।

قَالَ الْعُلَمَاءُ : رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى التَّوْبَةُ وَاجِبَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَإِنْ كَانَتْ الْمَعْصِيَةِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى لاَتَتَعَلَّقِ بِحَقِّ ادَمِىٍّ فَلَهَا ثَلاَثَةُ شُرُوْطٍ : أَحَدَهَا أَنْ يُقْلِعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَالثَّانِىْ أَنْ يَنْدَمُ عَلَى فِعْلِهَا وَالثَّالِثُ أَنْ يَعْزِمَ أَنْ لاَيَعُوْدَ إِلَيْهَا أَبَدًا فَإِنْ فَعَلَ اَحَدُ الثَّلاَثَةُ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتَهُ وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةِ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِىٍّ فَشُرُوْطُهَا أَرْبَعَةٌ : هَذِهِ الثَّلاَثَةُ وَأَنْ يَبْرأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا وَإِنْ كَانَتْ مَالاً أَوْ نَحْوِهِ رَدَّه إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ حَدَّ قَذْفٍ وَنَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ غِيْبَةً اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا وَيَجِبُ أَنْ يَتُوْبَ مِنْ جَمِيْعِ الذُّنُوْبِ ، فَإِنْ تَابَ مِنْ بَعْضِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ مِنْ ذَلِكَ الذُّنْبِ وَبَقِىَ عَلَيْهِ الْبَاقِىْ وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلاَئِلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى وُجُوْبِ التَّوْبَةِ -

আল্লামা নববী (র) বলেন, উলামায়ে কিরামের মতে, ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক গুনাহ থেকে তাওবা করা ওয়াজিব। যদি গোনাহ্ আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে হয় এবং তার সাথে কোন মানুষের হক জড়িত না থাকে, তবে তা থেকে তাওবা করার তিনটি শর্ত রয়েছে। প্রথম শর্তটি হচ্ছে ঃ তাওবাকারীকে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত ঃ সে তার কৃত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হবে। তৃতীয়ত ঃ তাকে পুনরায় গুনাহ্ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আর যদি অন্য কোন ব্যক্তি সাথে গুনাহর কাজটি সংশ্লিষ্ট থাকে তাহলে ইসলামের নীতি অনুযায়ী তা থেকে তাওবা করার জন্য উপরোক্ত তিনটি শর্ত ছাড়া আরও একটি শর্ত আছে। এই চতুর্থ শর্তটি হচ্ছে ঃ তাওবাকারীকে হক্দার ব্যক্তির হক আদায় করতে হবে। যদি কারও ধন-সম্পত্তির হক থাকে অথবা এরূপ অন্য কিছু থাকে, তবে তা তাকে ফেরত দিতে হবে। কোন অন্যায় দোষারোপ এবং এরূপ অন্য কোন বিষয় থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে অথবা তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। গীবত বা পরনিন্দার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

সকল গুনাহ থেকে তাওবা করা ওয়াজিব। কতক গুনাহ থেকে তাওবা করলে তাওবা বিশুদ্ধ হবে। তবে তা শুধু সেই বিশেষ গুনাহসমূহ থেকে তাওবা করা হয়েছে বলে গরিগণিত হবে এবং অন্যান্য গুনাহসমূহ থেকে তাওবা বাকী রয়ে যাবে। প্রবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও ইজ্‌মার মাধ্যমে তাওবা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

وَتُوْبُوْٓا إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর। তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।"(সূরা নূর ঃ ৩১)

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا إِلَيْهِ -(هود : ٣١)

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট গুনাহ মাফ চাও। তারপর তাঁর নিকট তাওবা কর।"(সূরা হূদ ঃ ৩১)

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا

"হে মু'মিনগণ ! তোমরা আল্লাহর নিকট খাঁটি তাওবা কর।" (সূরা তাহ্‌রীম ঃ ৮)

١٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ إِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً ـ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ ـ

১৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহর কসম ! আমি প্রতিদিন ৭০ বারেরও অধিক তাওবা করি এবং আল্লাহ্‌র নিকট গুনাহ মাফ চাই। (বুখারী)

١٤- عَنِ الْأَغْرِبْنِ يَسَارِ الْمُزَنِّى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ فَإِنِّىْ أَتُوْبُ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

১৪. হযরত আগার ইব্‌ন ইয়াসার মুযানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর এবং গুনাহ মাফ চাও। আমি প্রতিদিন ১০০ বার তাওবা করি। (মুসলিম)

١٥- عَنْ أَبِىْ حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِىِّ خَادِمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيْرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِىْ أَرْضٍ فَلَاةٍ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "اَللّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِىْ ظِلِّهَا وَقَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَبْدِىْ وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ -

১৫. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশী আনন্দিত হন যার উট মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর সে তা ফিরে পেল। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশী আনন্দিত হন যার খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য নিয়ে তার উট মরুভূমিতে হারিয়ে গেল। সে নিরাশ হয়ে কোন এক গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। এহেন নিরাশ অবস্থায় হঠাৎ তার নিকট সেই উটটিকে দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে সে তার লাগাম ধরে ফেলল এবং আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠল,হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রতিপালক! সে অতি আনন্দেই এ ধরনের ভুল করে ফেলল।

١٦- عَنْ أَبِىْ مُوْسَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِالَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِىءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِىءُ الَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৬. হযরত আবু মূসা আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়েস আশ'আরী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত (কিয়ামত পর্যন্ত) প্রতি রাতে তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে করে দিনের গুনাহগার তাওবা করে। আর তিনি দিনে তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে করে রাতের গুনাহগার তাওবা করে। (মুসলিম)

١٧- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে (তার গুনাহ থেকে) তাওবা করবে তার তাওবা আল্লাহ কবুল করবেন।" (মুসলিম)

١٨- عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ গরগর-মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করেন। (তিরমিযী)

١٩- عَنْ زِرِّبْنِ حُبَيْشٍ قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَسَالُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُّ؟ فَقُلْتُ : ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ فَقَالَ : إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًابِمَا يَطْلُبُ فَقُلْتُ : إِنَّهُ قَدْ حَكَّ فِيْ صَدْرِيْ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، وَكُنْتَ أَمْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَه يَذْكُرُ فِيْ ذَلِكَ شَيْئًا ؟ قَالَ نَعَمْ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا اَوْ مُسَافِرِيْنَ أَنْ لاَنَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ فَقُلْتُ : هَلْ سَمِعْتَه يَذْكُرُ فِي الْهَوٰى شَيْئًا ؟ قَالَ نَعَمْ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٍّ : يَا مُحَمَّدُ ،فَأَجَابَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْوًا مِنْ صَوْتِه"هَاؤُمُ" فَقُلْتُ لَهُ مِنْحَكَ ! اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ نُهِيْتَ عَنْ هَذَا فَقَالَ : وَاللّٰهِ لاَ أَغْضُضُ قَالَ الأَعْرَابِيُّ الْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فَمَازَالَ يُحَدِّثُنَا حَتّٰى ذَكَرَ بَابًا مِنَ الْمَغْرِبِ مَسِيْرَةُ عَرْضِهِ أَوْ يَسِيْرُ الرَّاكِبَ فِيْ عَرْضِهِ أَرْبَعِيْنَ أَوْ سَبْعِيْنَ عَامًا (قَالَ سُفْيَانُ أَحَدَ الرُّوَاةِ قِبَلَ الشَّامِ) خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ مَفْتُوْحًا لِلتَّوْبَةِ لاَ يُغْلَقُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ -

১৯. হযরত ইব্‌ন হুবাইশ (র) বলেন ঃ আমি সাফওয়ান ইব্‌ন আস্‌সাল (রা) নিকট মোজার উপর মাসেহ্ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে এসেছিলাম। তিনি আমার আসার

উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলে, আমি বললাম, জ্ঞান লাভের জন্য এসেছি। তিনি বললেন, ফেরেশতাগণ জ্ঞান অন্বেষণকারীর জ্ঞানচর্চায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের ডানা তার জন্য বিছিয়ে দেয়। আমি বললাম, মলমূত্র ত্যাগের পর মোজার উপর মাসেহ্ করার ব্যাপারে আমার মনে সন্দেহ হয়েছে। আর আপনি হচ্ছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী। তাই আমি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতে এসেছি, আপনি এ বিষয়ে তাঁর কোন বাণী শুনেছেন কিনা? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ যখন আমরা সফরে থাকতাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের তিন দিন দিন রাত পর্যন্ত জানাবাত (গোসল ফরয হয় যে অবস্থায়) ছাড়া (অযূর সময় পা ধোয়ার জন্য) পা থেকে মোজা না খুলতে আদেশ করেছেন। তবে মলমূত্র ত্যাগ ও নিদ্রার পর অযূ করতে গিয়ে মোজা খুলতে হবে না। আমি বললাম ঃ ভালবাসা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু বলতে শুনেছেন কি ? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। আমরা তাঁর নিকট থাকাকলীন হঠাৎ একজন গ্রাম্য লোক এসে উচ্চস্বরে হে মুহাম্মদ! বলে তাঁকে ডাক দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর মত জোরে আওয়াজ দিয়ে বললেন ঃ বস। আমি তাকে বললাম, আহ! তোমার আওয়াজ ছোট কর। কারণ তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে রয়েছ এবং তোমাকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। লোকটি বলল, আমি আমার আওয়াজ ছোট করব না। তারপর সে জিজ্ঞেস করল, কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে, অথচ সে এখনও তাদের সাথে মিলেনি। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "যে যাকে ভালবাসে সে তারই সাথে কিয়ামাতের দিনে থাকবে।" এভাবে তিনি কথা বলতে বলতে শেষে পশ্চিম দিকের একটি দরজার কথা বললেন, যার প্রস্থের দূরত্ব পায়ে হেঁটে গেলে অথবা কোন যানবাহনে গেলে চল্লিশ অথবা সত্তর বছর।

সুফিয়ান নামে একজন হাদীস বর্ণনাকারী বলেন ঃ "যে দিন আল্লাহ তা'য়ালা আকাশ ও পৃথিবী তৈরী করেছেন, সেই থেকে (সিরিয়ার দিকে) এই দরজা তাওবার জন্য খোলা রেখেছেন। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত এ দরজা বন্ধ করা হবে না।" (ইমাম তিরমিযী ও অন্যরা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

٢٠– وعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ سَعْدِبْنِ مَالِك بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِىَّ اللّٰه ﷺ قَالَ : كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ لاَ ، فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ تَعَالَى فَاعْبُدِ اللّٰهَ مَعَهُمْ ، وَلاَ

تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيْقَ أَتَاهُ الْمَوْتَ : فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ : جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى: وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ" إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِيْ صُوْرَةِ آدَمِّي فَجَعَلُوْهُ بَيْنَهُمْ أَيْ حُكْمًا فَقَالَ قِيْسُوْا مَا بَيْنَ الْأَرْضِيْنَ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَلَهُ ، فَقَاسُوْا فَوَجَدُوْهُ أَدْنَى الْأَرْضَ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২০. আবু সাঈদ সা'দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সিনান খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তীকালে একটি লোক ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমের সন্ধান করল। তাকে একজন সংসারত্যাগী খ্রিস্টান দরবেশের কথা বলে দেয়া হল। সে তার নিকট গিয়ে বলল, সে ৯৯ জন লোককে হত্যা করেছে, এখন তার জন্য তাওবার কোন সুযোগ আছে কি? দরবেশ বলল, নেই। এতে লোকটি দরবেশকে হত্যা করে ১০০ সংখ্যা পূর্ণ করল। তারপর আবার সে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমের সন্ধান করায় তাকে এক আলেমের কথা বলে দেয়া হল। সে তার নিকট গিয়ে বলল, সে ১০০ লোককে হত্যা করেছে, এখন তার জন্য তাওবার কোন সুযোগ আছে কি না? আলিম বললেন, হাঁ তাওবার সুযোগ আছে। আর তাওবার অন্তরায় কে হতে পারে? তুমি অমুক জায়গায় চলে যাও। সেখানে কিছুসংখ্যক লোক আল্লাহর ইবাদত করছে। তুমিও তাঁদের সাথে ইবাদত কর। আর তোমার দেশে ফিরে যেও না। এটা খারাপ জায়গা। লোকটি নির্দেশিত জায়গার দিকে চলতে থাকল। অর্ধেক পথ গেলে তার মৃত্যুর সময় এসে পড়ল। তখন রহমতের ফিরিশতাগণ বলতে লাগলেন, এ লোকটি তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে। কিন্তু আযাবের ফিরেশতাগণ বলতে লাগলেন, লোকটি কখনও কোনো ভাল কাজ করেনি। এমন সময় আর এক ফিরিশ্‌তা মানুষের রূপ ধরে তাদের নিকট এল। তখন তারা তাকেই এ বিষয়ের শালিস মেনে নিল। শালিসকারী বললঃ তোমরা উভয় দিকের জায়গার দূরত্ব মেপে দেখ। যে দিকটি নিকটতর হবে সেটিরই সে অন্তর্ভুক্ত। কাজেই জায়গা পরিমাপের পর যে দিকের উদ্দেশ্যে সে আসছিল তাকে সে দিকটির নিকটবর্তী পাওয়া গেল। ফলে রহমতের ফিরিশ্‌তাগণ লোকটির প্রাণ করয করে নিল। (বুখারী ও মুসলিম)

٢١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِحَدِيْثِهِ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ قَالَ كَعْبٌ : لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ إِلاَّ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ غَيْرَ

أَنِّى قَدْ تَخَلَّفْتُ فِىْ غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهُ إِنَّمَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ يُرِيْدُوْنَ عِيْرَ قُرَيْشٍ حَتّٰى جَمَعَ اللّٰهُ تَعَالٰى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلٰى غَيْرِ مِيْعَادٍ ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِىْ بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِى النَّاسِ مِنْهَا وَكَانَ مِنْ خَبَرِىْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ أَنِّىْ لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوٰى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّى حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِىْ تِلْكَ الْغَزْوَةَ وَاللّٰهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتّٰى جَمَعْتُهُمَا فِىْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرّٰى بِغَيْرِهَا حَتّٰى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةَ فَغَزَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَرٍّ شَدِيْدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا وَّمَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ عَدَدًا كَثِيْرًا فَجَلّٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ أَمْرَهُمْ لِيَتَاهَبُوْا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِىْ يُرِيْدُ وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَثِيْرٌ وَلَايَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ (يُرِيْدُ بِذٰلِكَ الدِّيْوَانَ) قَالَ كَعْبٌ فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنَّ ذٰلِكَ سَيَخْفٰى بِهِ مَالَمْ يَنْزِلْ فِيْهِ وَحْىٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَغَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِيْنَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ فَتَجَهَّزَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ وَطَفِقْتُ أَغْدُوْ لِكَىْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ فَأَرْجَعَ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا وَأَقُوْلُ فِىْ نَفْسِىْ أَنَا قَادِرٌ عَلٰى ذٰلِكَ إِذَا أَرَدْتُ فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ يَتَمَادٰى بِىْ حَتّٰى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ فَأَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَادِيًا وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَازِىْ شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ يَتَمَادٰى بِىْ حَتّٰى اسْمَرَّعُوْا وَتَفَارَطَ الْغَزْوَ فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ فَيَالَيْتَنِىْ فَعَلْتَ ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذٰلِكَ لِىْ فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِى النَّاسِ بَعْدَ خُرُوْجِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَحْزُنُنِىْ أَنِّىْ لَا أَرٰى لِىْ أُسْوَةً إِلَّارَجُلًا مَغْمُوْصًا عَلَيْهِ فِى النِّفَاقِ أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى

مِنَ الضُّعَفَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوْكَ فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِى الْقَوْمِ بِتَبُوْكَ مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَلِمَةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ حَسَبَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِى عِطْفَيْهِ فَقَالَ لَه مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِئْسَ مَا قُلْتُ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبَيْنَاهُوَ عَلَى ذَلِكَ رَأَى رَجُلاً مُبَيْضًا يَزُوْلُ بِهِ السَّرَابُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ فَإِذَا هُوَ أَبُوْ خَيْثَمَةَ الْأَنْصَارِىُّ وَهُوَالَّذِىْ تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِيْنَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُوْنَ قَالَ كَعْبُ فَلَمَّا بَلَغَنِىْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلاً مِنْ تَبُوْكَ حَضَرَنِىْ بَثِّىْ فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُوْلُ بِمَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِه غَدًا وَأَسْتَعِيْنُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِىْ رَأْىٍ مِّنْ أَهْلِىْ فَلَمَّا قِيْلَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّىْ الْبَاطِلُ حَتّى عَرَفْتُ أَنِّى لَمْ أَنْجُ مِنْهُ بِشَىْءٍ اَبَدًا فَأَجْتَعْتُ صِدْقَهُ وَأَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمْ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُوْنَ يَعْتَذِرُوْنَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُوْنَ لَه كَانُوْا بِضْعًا وَثَمَانِيْنَ رَجُلاً فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلاَنِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ ووَكَلَ سَوَائِرَهُمْ إِلَى اللّٰهِ حَتّى جِئْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِئْتُ أَمْشِىْ حَتّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِىْ مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّى وَاللّٰهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ إِنِّى سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِه بِعُذْرٍ لَقَدْ أُعْطِيْتُ جَدَلاً وَلَكِنِّىْ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتَ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدَيْثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِه عَنِّىْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهَ يُسْخِطُكَ عَلَىَّ وَإِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيْثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَىَّ فِيْهِ إِنِّى لاَ رَجُوْ فِيْهِ عُقْبَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللّٰهِ مَا كَانَ لِىْ مِنْ عُذْرٍ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ قَطٌّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّىْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْك ، قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ

فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللّٰهُ فِيكَ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوْا لِيْ ؛ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْنَاكَ اذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هٰذَا لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ لَاتَكُوْنَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ بِهِ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُوْنَ فَقَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَكَ قَالَ : فَوَاللّٰهِ مَّازَلُوْا يُؤَنِّبُوْنَنِي حَتَّى أَرَدَتُّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأُكَذِّبَ نَفْسِيْ ثُمَّ قُلْتُ وَقِيلَ لَهُمْ هَلْ لَقِيَ هٰذَا مَعِيَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوْا : نَعَمْ لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلَانِ قَالاَ مِثْلَ مَاقُلْتُ وَ قِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمَا ؟ قَالُوْا : مُرَارَةُ بْنُ الرُّبَيْعِ الْعَمْرِيُّ وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ ، قَالَ فَذَكَرُوْا لِيْ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسْوَةٌ ، قَالَ فَمَضَيْتُ حِيْنَ ذَكَرُوْهُمَا لِيْ وَنَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مِنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، قَالَ فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ، أَوْ قَالَ تَغَيَّرُوْا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ لِيْ فِي نَفْسِيْ الْأَرْضُ فَمَا هِيَ بِالْأَرْضِ الَّتِيْ أَعْرَفَ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذٰلِكَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا لِيْ بُيُوْتِهِمَا يَبْكِيَانِ ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتَ أَشَبَّ الْقَوْمَ وَاَجْلَدَهُمْ فَكُنْتَ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَطُوفَ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِيْ أَحَدٌ وَآتِي رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِيْ مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَقُوْلُ فِيْ نَفْسِيْ هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا؟ ثُمَّ أُصَلِّيْ قَرِيْبًا مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ فَإِذَا اَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِيْ نَظَرَ إِلَيَّ وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّيْ ، حَتّى إِذَا طَالَ ذٰلِكَ عَلَى مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِيْنَ مَشَيْتُ حَتّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِيْ قَتَادَةَ ، وَهُوَابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ فَوَاللّٰهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُنِيْ أُحَبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَ ﷺ؟ فَسَكَتَ فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَتَ ، فَعُدْتُّ فَنَاشَدْتُهُ فَقَالَ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتَ حَتّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ. فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِيْ فِيْ سُوْقِ الْمَدِيْنَةِ إِذَا

نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيْعُهُ بِالْمَدِيْنَةِ يَقُوْلُ : مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيْرُوْنَ لَهُ إِلَيَّ حَتَّى جَاءَنِيْ فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ وَكُنْتُ كَاتِبًا ، فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيْهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّه قَدْ بَلَغَنَا أَنْ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللّٰهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلاَ مَضْيَعَةٍ فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ فَقُلْتُ حِيْنَ قَرَأْتُهَا : وَهَذِهِ أَيْضًا مِنَ الْبَلاَءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّوْرَ فَسَجَرْتُهَا ، حَتّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُوْنَ مِنَ الْخَمْسِيْنَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ إِذَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِيْنِيْ فَقَالَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ إِمْرَأَتَكَ فَقُلْتُ : اَطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ فَقَالَ : لاَ بَلْ اعْتَزِلْهَا فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا ، وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لِإِمْرَأَتِيْ : الْحَقِيْ بِأَهْلِكِ فَكُوْنِيْ عِنْدَهُمْ حَتّى يَقْضِيَ اللّٰهُ فِيْ هَذَا الْأَمْرِ ، فَجَاءَتْ إِمْرَأَةُ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ لَه : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ : لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ : لاَ وَلَكِنْ لاَ يَقْرَبَنَّكِ فَقَالَتْ إِنَّهُ وَاللّٰهِ مَابِهِ مِنْ حَرَكَةٍ إِلَى شَيْءٍ وَوَاللّٰهِ مَازَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا فَقَالَ لِيْ بَعْضُ أَهْلِيْ : لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ إِمْرَأَتِكَ فَقَدْ أَذِنَ لِإِمْرَأَةِ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ؟ فَقُلْتُ لاَ أَسْتَأْذِنُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا يُدْرِيْنِيْ مَاذَا يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيْهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَبِثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ ، فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُوْنَ لَيْلَةً مِنْ حِيْنَ نُهِيَ عَنْ كَلاَمِنَا ، ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ بُيُوْتِنَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالَى مِنَّا قَدْ ضَاقَتْ عَلَى نَفْسِيْ وَضَاقَتْ عَلَى الْأَرْضِ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى عَلَى سَلْعٍ يَقُوْلُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ ، يَاكَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَبْشِرْ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ ، فَآذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلَّى

صَلاَةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُوْنَنَا ، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُوْنَ ، وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَسًا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِيْ وَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ فَكَانَ الصَّوْتَ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَنِيْ الَّذِيْ سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِيْ نَزَعْتُ لَه ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِشَارَتِه وَاللّٰه مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا وَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّمُ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ يَتَلَقَّانِيْ النَّاسُ فَوْجًا يُهَنِّئُوْنِيْ بِالتَّوْبَةِ وَيَقُوْلُوْنَ لِيْ لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللّٰه عَلَيْكَ حَتّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰه رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُهَرْوِلُ حَتّى صَافَحَنِيْ وَهَنَّأَنِيْ، وَاللّٰهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ غَيْرَهُ فَكَانَ كَعْبٌ لاَ يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَعْبٌ : فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ قَالَ وَهُوَيَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُوْرِ : أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُذْ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ ! فَقُلْتُ أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه أَمْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ؟ قَالَ : لاَ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللّٰه عَزَّ وَجَلَّ "وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتّى كَانَ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰه مِنْ تَوْبَتِيْ أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِيْ صَدَقَةً إِلىَ اللّٰهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ " فَقُلْتُ إِنِّيْ أَمْسِكُ سَهْمِيْ الَّذِيْ بِخَيْبَرَ، وَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰه إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَنْجَانِيْ بِالصِّدْقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ أَنْ لاَ أُحَدِّثَ إِلاَّ صِدْقًا مَا بَقِيْتَ ، فَوَاللّٰه مَا عَلِمْتَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَبْلاَهُ اللّٰهُ تَعَالَى فِيْ صِدْقِ الْحَدِيْثِ مُنْذُ ذَكَرْتَ ذَلِكَ لِرَسُوْلَ اللّٰه ﷺ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَنِيَ اللّٰهَ تَعَالَى وَاللّٰه مَا تَعَمَّدتُّ كَذِبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى يَوْمِيْ هَذَا وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِيَ اللّٰهُ تَعَالَى فِيْمَا بَقِيَ ، قَالَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى :" لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيَّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ حَتّى بَلَغَ "إِنَّهُ

بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ" وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ حَتّى بَلَغَ وَاتَّقُوْا اللّهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ "قَالَ كَعْبٌ : وَاللّهِ مَا أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِيَ اللّهُ لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِيْ نَفْسِيْ مِنْ صِدْقِيْ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ أَنْ لاَ أَكُوْنَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا : إِنَّ اللّهَ تَعَالَى قَالَ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا حِيْنَ أَنْزَلَ الْوَحِيْ شَرَّ مَا قَالَ لِأَحَدٍ ، فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى : سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوْا عَنْهُمْ : إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ، فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لَايَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ " قَالَ كَعْبٌ : كُنَّا خُلِّفْنَا أَيُّهَاالثَّلَاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ حِيْنَ حَلَفُوْا لَه فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَلَهُمْ ، وَأَرجَأَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتّى قَضَى اللّهُ تَعَالَى فِيْهِ بِذَلِكَ ، قَالَ اللّهُ تَعَالَى : وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا" وَلَيْسَ الَّذِيْ ذَكَرَ مِمَّا خُلِّفْنَا تَخَلُّفَنَا عَنِ الْغَزْوِ. وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيْفُه إِيَّانَا، وَإِرْجَاؤُه أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَه وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২১। হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিকের (রা)–এর পুত্র আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পরিচালক ছিলেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ আমি তাবুকের জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে না গিয়ে পিছনে রয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর বক্তব্য শুনেছি। কা'ব (রা) বলেছেন ঃ তাবুকের জিহাদ ছাড়া আমি কোন জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আলাদা ছিলাম না। তবে বদরের জিহাদ থেকেও আমি দূরে রয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই জিহাদের যাঁরা শরীক হননি তাঁদের কাউকে শাস্তি দেয়া হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমগণ কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলার ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা (বাহ্যতঃ) অসময়ে মুসলিমদেরকে তাদের দুশমনদের সাথে সংঘর্ষের সম্মুখীন করে দিলেন। আমরা আকাবার রাতে যখন ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার বায়'আত করেছিলাম, তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম, যদিও বদরের জিহাদ মানুষের মধ্যে বেশী স্মরণীয়, তবুও আমি আকাবায় উপস্থিতির বদলে বদরের উপস্থিতিকে গ্রহণ করা পছন্দ করি না।

তাবূকের জিহাদে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে না যাওয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, এই জিহাদের সময় আমি যতটা শক্তিশালী ও ধনবান ছিলাম এতটা আর কোন সময় ছিলাম না। আল্লাহর কসম, এ জিহাদের সময় আমার দু'টি উট ছিল। কিন্তু এর পূর্বে আমার দু'টি উট ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করলে অন্য স্থানের কথা বলে গন্তব্য স্থানের কথা গোপন করে রাখতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলৃহি ওয়া সাল্লাম অত্যধিক গরমের সময় তাবুকের জিহাদে যান। সফর ছিল অনেক দূরের। অঞ্চল ছিল খাদ্য ও পানিহীন। আর শত্রুসৈন্যের সংখ্যাও ছিল বেশী। তাই তিনি মুসলমানদের কাছে এই জিহাদের কথা খুলে বলে দিলেন। যাতে করে সবাই জিহাদের জন্য ঠিকমত প্রস্তুত হতে পারেন। তিনি তাদেরকে তাঁর ইচ্ছা জানিয়ে দিলেন। বহু মুসলিম মুজাহিদ এ জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। সে সময় তাঁদের নাম তালিকাভূক্ত করার জন্য রেজেষ্ট্রি বই ছিল না। হযরত কা'ব (রা) বলেন ঃ যে লোক জিহাদে যোগদান না করে আত্মগোপন করতে চাইত সে অবশ্যই মনে করত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার সম্পর্কে অহী নাযিল না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ভূমিকা গোপন থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ জিহাদে যান তখন গাছের ফল পেকে গিয়েছিল এবং গাছপালার ছায়াও আরামদায়ক হয়ে উঠেছিল। আমি এসবের দিকে আকৃষ্ট ছিলাম। যাহোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথে মুসলিমগণ যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করলেন। আমিও তাঁর সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি করার উদ্দেশ্যে সকাল বেলা যেতাম বটে, কিন্তু কোন কিছু না করেই ফিরে আসতাম। আর মনে মনে ভাবতাম যে, আমি ইচ্ছা করলেই এ কাজ করতে পারব। এভাবে গড়িমসি করতে করতে অনেক দিন চলে গেল। এমনকি লোকেরা সফরের জোর প্রস্তুতি করে ফেলল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম মুজাহিদদের নিয়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। কিন্তু আমি তো কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি। আমি আবার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে গেলাম। কিন্তু কিছুই করলাম না। কিছু কাল আমার এই গড়িমসি চলতে লাগল। ওদিকে মুজাহিদগণ দ্রুত অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন এবং জিহাদও সন্নিকটে! আমি তখন মনে করলাম যে, রওয়ানা হয়ে গিয়ে ওদের সাথে মিলে যাব। আহা! আমি যদি তা করতাম। তারপর আর তা আমার ভাগ্যেই হল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর আমি যখন লোকদের মধ্যে চলাফেরা করতাম, তখন যাদেরকে মুনাফিক বলা হত এবং যাদেরকে আল্লাহ্ অক্ষম ও দুর্বল বলে গণ্য করেছিলেন সেই রকমের লোক ছাড়া আর কাউকে আমার মত ভূমিকায় দেখতে পেতাম না। এ অবস্থা আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিত। তাবুক পৌছা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কথা স্মরণ করেননি। তাবূকে তিনি লোকজনের মধ্যে বসা অবস্থায় জিজ্ঞেস করলেন, কা'ব ইব্‌ন মালিক কি করল? বনী সালিমের একজন লোক বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে তার চাদর ও শরীরের দুই পার্শ্বদেশ দর্শন আটকে রেখেছে। (অর্থাৎ সে পোষাক-পরিচ্ছদ শরীর গঠন ও সৌন্দর্য চর্চায় লিপ্ত থাকায় জিহাদে আসেনি।) মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) তাকে বললেন, তুমি যা বললে তা খারাপ কথা। আল্লাহর কসম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো তার ব্যাপারে ভাল ছাড়া আর কিছু জানি না। রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম চুপ রইলেন। এমন অবস্থায় তিনি সাদা পোষাক পরিহিত একজন লোককে মরুভূমির মরিচীকার ভেতর দিয়ে আসতে দেখে বললেন- তুমি আবু খায়সামা? দেখা গেল তিনি সত্যিই আবু খায়সামা আনসারী। আর আবূ খায়সামা (রা) হচ্ছেন সেই ব্যক্তি মুনাফিকরা যাঁকে টিট্‌কারী দিয়েছিল এক সা' খেজুর সাদাকা হিসেবে দান করেছিলেন বলে। হযরত কা'ব (রা) বলেন ঃ যখন তাবুক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফিরে আসার খবর পেলাম তখন আমার খুব দুশ্চিন্তা হল। তাই মিথ্যা ওযর ভাবতে লাগলাম। (মনে মনে) বলতে লাগলাম, কিভাবে তাঁর অসন্তোষ থেকে বাঁচতে পারি। আমার পরিবারবর্গের বুদ্ধিমান লোকদের নিকট সাহায্য চাইলাম। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসছেন বলে খবর পাওয়া গেল, তখন মিথ্যা বলার ইচ্ছা দূর হয়ে গেল। এমনকি কোন কিছু দ্বারা মুক্তি পাব না বলে বুঝতে পারলাম, তাই সত্য কথা বলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে এলেন। আর তিনি সফর থেকে ফিরে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকা'আত নামায আদায় করতেন। তারপর লোকজনের সামনে বসতেন। এ নিয়ম অনুযায়ী তিনি যখন বসলেন, তখন যারা এ জিহাদের যোগদান করেনি, তারা কসম করে ওযর পেশ করতে লাগল। এরূপ লোক ৮০ জনের বেশী ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রকাশ্য বক্তব্য গ্রহণ করলেন। তাদের বায়'আত গ্রহণ করলেন এবং তাদের গোনাহ্‌র জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের গোপন অবস্থা আল্লাহর নিকট সোপর্দ করলেন। অবশেষে আমি হাযির হয়ে যখন সালাম দিলাম, তিনি রাগের হাসি হাসলেন। তারপর কাছে ডাকলেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে বসে পড়লাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি জন্য পিছনে রয়ে গেলে? তুমি তোমার যানবাহন কিনেছিলে না? কা'ব (রা) বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি যদি আপনি ছাড়া অন্য কোন দুনিয়াদার লেকের কাছে বসতাম, তাহলে কোন ওযর দ্বারা তার অসন্তোষ থেকে বাঁচবার পথ দেখতে পেতাম। যুক্তিপ্রদর্শনের যোগ্যতা আমার আছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি যদিও আজ আমি আপনার নিকট মিথ্যা কথা বললে তাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু মহান আল্লাহ আপনাকে আমার প্রতি অতি শীঘ্রই অসন্তুষ্ট করে দেবেন। আর সত্য কথা বলায় আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেও আমি আল্লাহর নিকট শুভ পরিণতির আশা রাখি। আল্লাহর কসম! আমার কোন ওযর ছিল না। আল্লাহর কসম! এ জিহাদে আপনার সাথে না গিয়ে পিছনে রয়ে যাওয়ার সময় আমি যতটা শক্তিমান ও অর্থশালী ছিলাম অতটা অন্য কোন সময় ছিলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ সে সত্য কথাই বলেছে। আচ্ছা উঠে যাও। তোমার ব্যাপারে আল্লাহ কোন ফায়সালা করা পর্যন্ত দেখা যাক। বনী সালিমের কয়েকজন লোক আমার পিছনে পিছনে এসে আমাকে বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! ইতিপূর্বে তুমি কোন অপরাধ করেছ বলে আমরা জানি না। তুমি অন্যান্য লোকদের মত রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ওযর পেশ করতে পারলে না? তোমার গুনাহর জন্য আল্লাহর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষমা প্রার্থনাই তো যথেষ্ট হয়ে যেত। এরা আমাকে এত তিরস্কার করতে লাগল যে, আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে গিয়ে নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার ইচ্ছা হল। তারপর আমি

তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মত এরূপ ব্যাপার আর কারও ঘটেছে কি? তারা বলল, হাঁ, আরও দু'জনের ব্যাপারও তোমার মতই ঘটেছে। তুমি যা বলেছ, তারাও সেই রকমই বলেছে। আর তোমাকে যা বলা হয়েছে, তাদেরকেও তাই বলা হয়েছে। হযরত কা'ব (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ সে দু'জন কে কে? লোকেরা বলল, তারা হচ্ছে মুরারা ইব্‌ন রাবী'আ আমিরী ও হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া ওয়াকিফী (রা)।

হযরত কা'ব (রা) বলেন ঃ লোকেরা আমাকে যে দু'জন লোকের নাম বলল, তারা ছিলেন খুবই সৎ ও আদর্শ পুরুষ এবং বদরের জিহাদে তাঁরা যোগদান করেছিলেন। হযরত কা'ব (রা) বলেন, লোকেরা উক্ত দু'জনের খবর দিলে আমি আমার পূর্বের নীতির ওপর অবিচল রইলাম। যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্য থেকে আমাদের তিনজনের সাথে কথা বলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করে দিলেন। কাজেই সব লোক আমাদের নিকট থেকে দূরে থাকতে লাগল। এমনকি আমার জন্য দুনিয়া একেবারে অপরিচিত হয়ে গেল। পরিচিত দেশ আমার জন্য অপরিচিত হয়ে গেল। এভাবে আমরা পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত থাকলাম। আমার দু'জন সাথী ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন এবং তারা ঘরে বসে বসে কাঁদতে লাগলেন। (কারণ তাঁরা বয়োবৃদ্ধ ছিলেন,) আমি কিন্তু নওজোয়ান ও শক্তিশালী ছিলাম। তাই আমি বাইরে বের হয়ে মুসলমানদের সাথে নামায পড়তাম এবং বাজারে চলাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না। নামাযের পর রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্থানে বসলে আমি তাঁকে সালাম দিতাম এবং মনে মনে ভাবতাম দেখি তিনি সালামের জওয়াব দিতে ঠোঁট মুবারক নাড়েন কি না? তারপর আমি তাঁর নিকটবর্তী স্থানে নামায পড়তাম এবং চুপে চুপে দেখতাম তিনি আমার দিকে তাকান কি না। আমি যখন নামাযে মশগুল হতাম তখন তিনি আমার দিকে তাকাতেন। আবার আমি যখন নামাযে ফারেগ হতাম তখন তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে যখন মুসলিম সমাজের অসহযোগিতার দরুন আমার এ অবস্থা দীর্ঘায়িত হল, তখন আমি (একদিন) আবু কাতাদার বাগানের দেওয়াল টপকে তাঁকে সালাম দিলাম। আল্লাহর কসম! সে আমার সালামের জওয়াব দিল না। অথচ সে ছিল আমার চাচাত ভাই ও প্রিয়তম বন্ধু। আমি তাঁকে বললাম, আবু কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জান না যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি ? সে চুপ রইল। আমি আবার তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। সে চুপ করে থাকল। আমি আবার চোখ ফেটে পানি বের হয়ে এলো। আমি দেওয়াল পার হয়ে ফিরে এলাম। এরপর আমি একদিন মদীনার বাজারে ঘুরছিলাম, এমন সময় মদীনায় খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করার জন্য আগত এক সিরিয়াবাসী কৃষক আমাকে খুঁজতে লাগলো। লোকেরা তাকে আমার দিকে ইঙ্গিত করতে লাগলো। সে আমার কাছে এসে আমাকে গাস্‌সান বাদশাহের একখানা পত্র দিল। আমি লেখা পড়া জানতাম। সুতরাং আমি পত্রখানা পড়লাম। তাতে লেখা ছিল– 'আমরা জানতে পারলাম, তোমার সাথী (রাসূলুল্লাহ সা.) তোমার উপর যুলুম করেছে। আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার স্থানে থাকবার জন্য সৃষ্টি করেননি। তুমি আমাদের সাথে মিলে যাও, আমরা তোমাকে সাহায্য করব। পত্রখানা পড়ে বললাম, এটাও আমার জন্য পরীক্ষা। আমি পত্রখানা চুলোয় পুড়িয়ে ফেললাম।"

এভাবে ৫০ দিনের ৪০ দিন চলে গেল। আর কোন অহী ও নাযিল হল না। হঠাৎ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আমার স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি বললাম, আমি কি তাকে তালাক দেব অথবা অন্য কিছু করব ? সংবাদদাতা বলল, না তুমি তার থেকে পৃথক থাকবে, তার নিকটে থাকবে না। (অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে মিলন করবে না।) আমার অন্য দু'জন সাথীকেও উক্তরূপ খবর দেয়া হয়েছে। আমি স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও এবং আল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন ফায়সালা না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাদের কাছেই থাক। হেলাল ইব্ন উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হেলাল ইব্ন উমাইয়া খুবই বুড়ো মানুষ। তার কোন খাদেম নেই। আমি তার খেদমত করলে আপনি কি অপসন্দ করবেন? তিনি বললেন, "না, তবে সে যেন তোমার সাথে সহবাস না করে।" উমাইয়ার স্ত্রী বললেন, আল্লাহর কসম! এ ব্যাপারে তার কোন শক্তিই নেই। আল্লাহর কসম! এই দিন পর্যন্ত তার ব্যাপারে যা কিছু হচ্ছে তাতে সে সর্বদা কাঁদছে। (কা'ব বলেন) আমার পরিবারের কেউ আমাকে বলল, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে তোমার স্ত্রীর (খেদমত নেয়ার) ব্যাপারে অনুমতি নিতে পারতে। তিনি তো হেলাল ইব্ন উমাইয়ার খেদ্মত করার জন্য তার স্ত্রীকে অনুমতি দিয়েছেন। আমি বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে অনুমতি চাইব না। না জানি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলে তিনি কি বলেন। আর আমি হচ্ছি একজন নওজোয়ান। এভাবে (আরও) ১০ দিন কাটালাম। আমাদের সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ ঘোষণার পর থেকে পূর্ণ ৫০ দিন গত হল। তারপর আমি আমার এক ঘরের ছাদে ৫০তম দিনের ভোরে ফজরের নামায আদায় করে, এমন অবস্থায় বসে ছিলাম যে অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ কুরআনে আমাদের সম্পর্কে বলেছেন, আমার মন ছোট হয়ে গেছে এবং পৃথিবী প্রশস্থ হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এ অবস্থায় বসে আছি, এমন সময় সাল্'আ পাহাড়ের ওপর থেকে একজন লোককে (আবু বকর সিদ্দীক) চীৎকার করতে শুনলাম। তিনি উচ্চস্বরে বলছিলেন, "হে কা'ব! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি এ কথা শুনে আমি সিজ্দায় পড়ে গেলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, মুক্তি এসেছে। মহান আল্লাহ যে আমাদের তাওবা কবুল করেছেন, এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযান্তে সমস্ত লোককে জানিয়ে দিলেন। এতে লোকেরা আমাদের সুখবর দিতে এলে। কতিপয় লোক আমার দু'জন সাথীকে সুখবর দিতে গেল। আর একজন লোক (যুবাইর ইব্ন আওয়াম) আমার দিকে ঘোড়া নিয়ে ছুটে এল। আসলাম গোত্রের একজন (হামযা ইব্ন উমর আল আসলামী) দৌড়ে গিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠল। ঘোড়ার চেয়ে আওয়ায ছিল বেশী দ্রুতগামী। যে আমাকে সুখবর দিচ্ছিল তার আওয়াজ আমি যখন শুনতে পেলাম, তখন আমি তার সুখবর দেয়ার জন্য (আনন্দের আতিশয্যে) নিজের কাপড় দু'খানা খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহর কসম! সেদিন ঐ দু'খানা কাপড় ছাড়া আর কোন ক.পড় আমার ছিল না। আমি অপর দু'খানা কাপড় ধার করে নিলাম এবং তা পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। লোকেরা দলে দলে আমার সাথে দেখা করে আমার তাওবা কবুলের জন্য আমাকে

অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে লাগল। তারা আমাকে বলতে লাগল ঃ মহান আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করায় তোমার প্রতি অভিনন্দন। অবশেষে আমি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসেছিলেন, আর লোকেরা তাঁর চারপাশে ছিল। তাল্‌হা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা) দ্রুতবেগে উঠে এসে সাদরে আমার সাথে মোসাফাহা করে আমাকে অভিনন্দন জানালেন। আল্লাহর কসম! তাল্‌হা ছাড়া আর কোন মুহাজির উঠেননি। (বর্ণনাকারী বলেন) এ জন্য কা'ব (রা) তাল্‌হার (রা) এই ব্যবহার ভুলেননি। কা'ব (রা) বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দিলাম, তখন তাঁর চেহারা মুবারক আনন্দে জ্যোতির্ময় হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন ঃ তোমার জন্মদিন থেকে এ পর্যন্ত সবচেয়ে উত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর।" আমি বললাম, এ খবর কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তিনি বললেন, "না বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে।" আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আনন্দিত হতেন। তাঁর মুবারক চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যেত এবং মনে হত যেন এক টুক্‌রা চাঁদ। আমরা তা বুঝতে পারতাম। তারপর আমি যখন তাঁর সামনে বসলাম, তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তাওবা কবুল হওয়ায় আমার ধন-সম্পদ মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য সাদাকা করে দিতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, " কতক মাল রেখে দাও, সেটাই তোমার পক্ষে ভাল।" আমি বললাম, আচ্ছা তাহলে আমার খায়বারের মালের অংশটা রেখে দিলাম। আমি আরও বললাম ঃ মহান আল্লাহ আমাকে সত্য কথা বলার জন্য মুক্তি দিয়েছেন। কাজেই আমার তাওবার এটাও দাবী যে, আমি বাকী জীবনে সত্য কথাই বলে যাব। আল্লাহর কসম! আমি যখন এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বলেছিলাম তখন থেকে সত্যের ব্যাপারে মহান আল্লাহ অন্য কোন মুসলিমকে আমার মত এমন উত্তম পরীক্ষা করেছেন বলে আমি জানি না। আল্লাহর কসম! ঐ সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমি কোন মিথ্যা বলার ইচ্ছা করিনি। বাকী জীবনেও আল্লাহ আমাকে মিথ্যা থেকে রক্ষা করবেন বলে আশা রাখি। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ আয়াত নাযিল করেছেন ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ নবী, মুহাজির ও আনসারদের তাওবা কবুল করেছেন ------ তিনি তাদের প্রতি মেহেরবান ও সদয়। আর সেই তিনজনের তাওবা ও কবুল করেছেন যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত এ দুনিয়া প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছি ------। আল্লাহকে ভয় করে চল এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকা।"(সূরা তাওবা ঃ ১১৭ -১১৯)

হযরত কা'বা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! যখন থেকে আল্লাহ আমাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়েছেন তখন থেকে এ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সত্য কথা বলাই আমার জন্য আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিয়ামত। আমি যেন মিথ্যা বলে ধ্বংস না হই, যেমন করে অন্যান্য মিথ্যাবাদীরা মিথ্যা বলে ধ্বংস হয়েছে। মহান আল্লাহ অহী নাযিল হওয়ার যুগে মিথ্যাবাদীদের সবচেয়ে বেশী নিন্দা করেছেন। সূরা তাওবায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ "তোমরা যখন তাদের নিকট ফিরে যাবে, তখন তারা তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম করে ওযর পেশ করবে, যাতে করে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না কর। যাক,

তাদেরকে ছেড়েই দাও। তারা অপবিত্র, আর তাদের স্থান হবে জাহান্নাম। এটা হচ্ছে তদের কৃতকর্মের ফল। তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের নিকট কসম করে মিথ্যা ওযর পেশ করবে। তোমরা তাতে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ্ কিছুতেই এরূপ ফাসিক লোকদের প্রতি সন্তষ্ট হন না। (সুরা তাওবা ঃ ৯৫-৯৬)

হযরত কা'ব (রা) বলেন ঃ যারা রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কসম করে মিথ্যা ওজর পেশ করেছিল, তিনি তাদের ওযর কবুল করে তাদের বায়'আত নিয়েছিলেন এবং তাদের গুনাহ্ ক্ষমার দো'আও করেছিলেন। আর আমাদের তিনজনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পিছিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ এ ব্যাপারে মীমাংসা করে দিলেন। আল্লাহ যে বলেছেন ঃ "আর যে তিনজন পিছনে রয়ে গিয়েছিল" তার অর্থ জিহাদ থেকে আমাদের পিছনে থাকা নয়। বরং তার অর্থ আমাদের ব্যাপারটা ঐসব লোকের পরে রাখা হয়েছিল যারা মিথ্যা ওযর পেশ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কবুল করেছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢- وَعَنْ أَبِىْ نُجَيْدٍ "عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ اَلْخُزَاعِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ إِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ حُبْلٰى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَصَبْتَ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَىَّ فَدَاعَا نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ : أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِى بِهَا فَفَعَلَ ، فَأَمَرَبِهَا نَبِىُّ ﷺ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَبِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَه عُمَرُ : تُصَلِّى عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ قَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَ سِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدتَّ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

২২. হযরত ইমরান ইব্ন হুসাইন আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। জোহায়ানা গেত্রের একজন মহিলা যিনার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'আমি যিনার অপরাধ করেছি, আমাকে এর শাস্তি দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অভিভাবককে ডেকে বলে দিলেন ঃ "এর সাথে সদ্ব্যবহার করবে এ সন্তান প্রসব করলে আমার নিকট নিয়ে আসবে।" এ লোকটি তাই করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যিনার শাস্তির হুকুম দিলেন। তারপর তার শরীরের কাপড় ভাল করে বেঁধে দেয়া হল এবং হুকুম অনুযায়ী তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযার নামায পড়লেন। হযরত উমর (রা) তাঁকে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো যিনা করেছে। তবুও আপনি এর জানাযার নামায পড়ছেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "সে এমন তাওবা করেছে যে, তা ৭০জন মদীনাবাসীর মধ্যে ভাগ করে দিলেও তা সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। যে মহিলা তার নিজের প্রাণকে আল্লাহর জন্য স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করে দেয় তার এরূপ তাওবার চেয়ে ভাল কোনো কাজ তোমার কাছে আছে কি?"(মুসলিম)

٢٣- وَعَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ لِإِبْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِّنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَادِيَانِ ، وَلَنْ يَّمْلَأَفَاهُ إِلاَّ التُّرَابَ ، وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلى مَنْ تَابَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৩. হযরত ইব্ন আব্বাস ও আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যদি কোন মানুষের এক উপত্যকা ভরা সোনা থাকে, তবে সে তার দু'টি উপত্যকা (ভর্তি সোনা) হওয়ার আকাংক্ষা করে। তার মুখ মাটি ছাড়া আর কিছুতেই ভরে না। আর যে ব্যক্তি তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

٢٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أن رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَضْحَكُ اللّٰهُ سُبْحَانَه وَتَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الاٰخَرَ يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ : يُقَاتِلُ هذَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُسْتَشْهَدُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৪. হযরত হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহ এমন দু'জন লেকের প্রতি হাসবেন যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করবে এবং উভয়ই জান্নাতে যাবে। একজন আল্লাহর রাস্তায় লাড়াই করে শহীদ হবে। তারপর আল্লাহ হত্যাকারীর তাওবা কবূল করবেন এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে (জিহাদে) শহীদ হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الصَّبْرُ

অনুচ্ছেদ ঃ ধৈর্য

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا (سورة ال عمران : ٢٠٠)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবর কর এবং সবরের প্রতিযোগিতা কর।"(সূরা আলে ইমরান ঃ ২০০)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ -(سورة البقرة : ١٠٠)

"আর আমি অবশ্যই তোমাদের ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে পরীক্ষা করব। আর তোমাদের জান, মাল ও শষ্যের ক্ষতি সাধন করেও পরীক্ষা করব। আর ধৈর্যশীলদেরকে সুখবর দাও।" (সূরা বাকারা ঃ ১৫৫)

"إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّبِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ" -(سورة الزمر : ١٠)

"ধৈর্যশীলদেরকে অগণিত পুরস্কার পূর্ণভাবে দেয়া হবে।"(সূরা যুমার ঃ ১০)

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ - (الشورى : ٤٣)

"যে ব্যক্তিই ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, সেটা তার দৃঢ় মনোভাবেরই পরিচায়ক।"(সূরা শুরা ঃ ৪৩)

اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّبِرِيْنَ" -(البقرة : ١٥٣)

"ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। আল্লাহ নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"(সূরা বাকারা ঃ ১৫৩)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّبِرِيْنَ" -(محمد : ٣١)

"আমি তোমাদের পরীক্ষা করব, যাতে করে তোমাদের মধ্যবার মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদেরকে চিনে নিতে পারি।"(সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩১)

٢٥- وَعَنْ أَبِيْ مَالِكِ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৫. হযরত হযরত আবু মালিক আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। আর 'আলহামদুলিল্লাহ' (আমল পরিমাপের) পাল্লা পরিপূর্ণ করে দেয়। 'আল-হামদুল্লিাহ' একত্রে অথবা একাকী আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের সব কিছুকে পরিপূর্ণ করে দেয়। নামায হচ্ছে নূর আলোক এবং সাদাকা (ঈমানের) প্রমাণ। সবর বা ধৈর্য হচ্ছে আলো এবং কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে একটি দলিল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি সকালে উঠে নিজেকে বিক্রি করে দেয়, তারপর সে নিজেকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে। (মুসলিম)

٢٦- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ سَعْدِبْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتّٰى نَفِدَ مَاعِنْدَهُ فَقَالَ لَهُمْ حِيْنَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ مَا يَكُنْ عِنْدِيْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اَللّٰهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৬. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। আনসারদের কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সাহায্য চাইল। তিনি তাদেরকে দান করলেন। আবার তারা চাইল। তিনি আবার দান করলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা কিছু ছিল তা সবই শেষ হয়ে গেল। তাঁর হাতের সব কিছু দান করার পর তিনি তাদেরকে বললেন ঃ "যা মাল আসে তা আমি তোমাদেরকে না দিয়ে জমা করে রাখি না। যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন। যে ব্যক্তি কারও মুখাপেক্ষী হতে চায় না, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত আর কোন কিছু কাউকে দেয়া হয়নি" (বুখারী ও মুসলিম)

٢٧- وَعَنْ أَبِىْ يَحْيٰى صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ! إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৭. হযরত আবূ ইয়াহইয়া সুহায়েব ইব্‌ন সিনান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মু'মিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর। মু'মিন ছাড়া অন্যের ব্যাপারে এরূপ নয়। তার জন্য আনন্দের কোন কিছু হলে সে আল্লাহর শোকর করে, তাতে তার মংগল হয়। আবার ক্ষতিকর কোন কিছু হলে সে ধৈর্যধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।" (মুসলিম)

٢٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِىُّ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَاكَرْبَ أَبَتَاهُ ! فَقَالَ لَيْسَ عَلٰى أَبِيْكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمَ " فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ : يَا أَبَتَاهُ ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ يَا أَبَتَاهُ ، جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلٰى جِبْرِيْلَ نَنْعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ التُّرَابَ ؟ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

২৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুব বেশী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন তখন রোগ যাতনা তাঁকে অজ্ঞান করতে লাগল। এতে হযরত ফাতিমা (রা) বললেন ঃ আহ, আমার আব্বার কি কষ্ট হচ্ছে! রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আজকের দিনের পরে তোমার আব্বার আর কষ্ট হবে না। যখন তিনি ইন্তিকাল করলেন তখন হযরত ফাতিমা (রা) বললেন ঃ "হায়, আব্বা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন ! হে আব্বা! জান্নাতুল ফেরদৌস আপনার বাসস্থান ! হায়! জিব্রিলকে আপনার ইন্তিকালের খবর দিচ্ছি। তাঁর দাফন শেষ হলে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মাটি নিক্ষেপ করতে তোমাদের মন চাইল"? (বুখারী)

٢٩- وَعَنْ أَبِىْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُوْلِ للهِ ﷺ وَحِبِّهِ وَابْنِ حِبِّهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِىِّ ﷺ إِنَّ إِبْنِىْ قَدِ احْتُضِرَ فَاشْهَدْنَا فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ : إِنَّ اللّٰهَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ فَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُبْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُبْنُ جَبَلٍ وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ ، فَرُفِعَ إِلى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصَّبِىُّ فَأَقْعَدَه فِىْ حِجْرِهُ وَنَفْسُه تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذَا؟ فَقَالَ : هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهُ اللّٰهُ تَعَالَى فِى قُلُوْبِ عِبَادِهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ : فِىْ قُلُوْبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৯. রাসূলুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম হযরত যায়িদ ইব্ন হারিসার পুত্র উসামা (রা) বলেছেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক কন্যা তাঁর ছেলের মৃত্যুর সময় এসেছে বলে খবর পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেখানে আসতে বললেন। রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর বাহকের নিকট তাকে সালাম দিয়ে বললেন ঃ "আল্লাহ যা নিয়ে গেছেন তা তাঁরই। আর যা কিছু দিয়েছেন তাও তাঁরই। তাঁর নিকট প্রত্যেক বস্তুর একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কাজেই তোমার ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর নিকট পুরস্কারের আশা করা উচিত।" এতে তিনি (কন্যা) তাঁকে কসম দিয়ে তার নিকট আসতে বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দ ইব্ন উবাদা, মু'আয ইব্ন জাবাল, উবাই ইবন কা'ব যায়িদ ইবন সাবিত ও আরও কয়েকজন সহ উঠে গেলেন। তারপর বাচ্চাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দেয়া হল। তিনি তাকে নিজের কোলে বসালেন। এ সময় বাচ্চার প্রাণ অস্থির হয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'চোখ থেকে পানি ঝরতে লাগল। এতে হযরত সা'দ (রা) জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কি? তিনি বললেন ঃ "এটা রহমত, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে দিয়েছেন। অন্য একটি বর্ণনায় আছে ঃ "এটা রহমত, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে দিয়েছেন।" অন্য একটি বর্ণনায় আছে ঃ" আল্লাহ তাঁর যে বান্দার হৃদয়ে চান (উক্ত রহমত দেন) আর আল্লাহ তাঁর দয়ালু বান্দাদেরকে রহমত দান করেন।"(বুখারী ও মুসলিম)

٣٠- وَعَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ مَلِكٌ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ إِنِّى قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَىَّ غُلاَمًا أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلاَمًا يُعَلِّمُهُ ، وَكَانَ فِىْ طَرِيْقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلاَمَهُ فَأَعْجَبَهُ وَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبُ فَقَالَ : إِذَا خَشِيْتَ السَّاحِرَ فَقُلْ حَبَسَنِىْ أَهْلِىْ وَإِذَا خَشِيْتَ أَهْلَكَ فَقَلَ حَبَسَنِىَ السَّاحِرُ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَتَىَ عَلَىَ دَابَّةٍ عَظِيْمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ ، فَقَالَ الْيَوْمَ أَعْلَمُ السَّاحِرُ أَفْضَلُ اَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذَا الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبَ : أَىْ بُنَىَّ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلَ مِنِّىْ قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَاَرٰى ! وَإِنَّكَ سَتُبْتَلِىَ فَإِنَّ ابْتُلِيْتَ فَلاَ تَدُلَّ عَلَىَّ وَكَانَ الْغُلاَمُ يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِى النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ فَسَمِعَ جَلِيْسُ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِىَ فَأَتَاهُ بِهَدَيَا كَثِيْرَةٍ فَقَالَ مَاهَا هُنَالَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِىْ فَقَالَ إِنِّىْ لاَ اَشْفِىْ أَحَدًا اِنَّمَا يَشْفِىَ اللّٰهُ تَعَالَى فَإِنْ امَنْتَ بِاللّٰهِ دَعَوْتُ اللّٰهِ فَشَفَاكَ فَامَنَ بِاللّٰهِ فَشَفَاهُ اللّٰهُ فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكَ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ ؟ قَالَ رَبِّىْ قَالَ : أَوَلَكَ رَبُّ غَيْرِىْ؟ قَالَ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ فَأَخَذَه فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتّٰى دَلَ عَلَى الْغُلاَمِ فَجِىَ بِالْغُلاَمِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : اَىْ بُنَىَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ ! فَقَالَ : إِنِّى لاَ أَشْفِىْ أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِىْ اللّٰهُ تَعَالَى فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتّٰى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِىَ بِالرَّاهِبِ فَقِيْلَ لَهُ إِرْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ فَأَبَى فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِىْ مَفْرَقِ رَأْسِه فَشَقَّهُ حَتّٰى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِئَ بِجَلِيْسِ الْمَلِكِ فَقِيْلَ لَهُ إِرْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ

فَأَبَى فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِيْ مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ بِهِ حَتّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِئَ بِالْغُلَامِ فَقِيْلَ لَهُ إِرْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ فَأَبَى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : اذْهَبُوْا إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوْا بِهِ الْجَبَلَ فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ وَإِلاَّ فَاطْرَحُوْهُ فَذَهَبُوْبِهِ فَصَعِدُوابِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ فَرَجَفَبِهِمُ الْجَبَلَ فَسَقَطُوْا وَجَاءَ يَمْشِيْ إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : مَا فُعِلَ بِأَصْحَابِكَ؟ فَقَالَ كَفَانِيْهِمُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : إِذْهَبُوْا بِهِ فَاحْمِلُوْهُ قُرْقُوْرٍ وَتَوَسَّطُوْابِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ وَإِلاَّ فَاقْذِفُوْهُ فَذَهَبُوْا بِهِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِيْنَةُ فَغَرِقُوْا وَجَاءَ يَمْشِيْ إِلَى الْمَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : مَا فُعِلَ بِأَصْحَابِكَ؟ فَقَالَ : كَفَانِيْهِمُ اللّٰهُ تَعَالَى فَقَالَ لِلْمَلِكِ : إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِيْ حَتّى تَفْعَلَ مَا أَمُرُكَ بِهِ : قَالَ "مَا هُوَ؟ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِيْ عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ خَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِيْ ثُمَّ ضَعَ السَّهْمَ فِيْ كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ ارْمِنِيْ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِيْ فَجَمَعَ النَّاسَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَه عَلٰى جِذْعٍ ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِيْ كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَامِ ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمَ فِيْ صُدْغِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِيْ صُدْغِهِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ : اٰمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيْلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللّٰهِ نَزَلَ بِكَ حَذْرُكَ : قَدْ اٰمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ فَأَمَرَبِالأُخْدُوْدِ بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأُضْرِمَ فِيْهَا النِّيْرَانُ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِيْنِهِ فَأَقْحِمُوْهُ فِيْهَا أَوْ قِيْلَ لَهُ اقْتَحِمْ فَفَعَلُوْا حَتَّى جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيْهَا فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ : يَا أُمَّهُ اصْبِرِيْ فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ - رَوَاهُ مُسْلِمُ -

৩০. হযরত সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের পূর্ববতী লোকদের মধ্যে এক বাদশাহ্ ছিল। আর তার ছিল একজন

যাদুকর। সে যখন বৃদ্ধ হয়ে গেল, তখন বাদশাহ্‌কে বলল ঃ আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, কাজেই একটি বালককে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি তাকে যাদু শিক্ষা দেব। বাদশাহ্ একটি বালককে যাদু শিক্ষা দেয়ার জন্য তার কাছে পাঠালো। তার যাতায়াতের রাস্তায় ছিল এক খ্রিস্টান দরবেশ। সে তাঁর কাছে বসে তাঁর কথাবার্তা শুনে মুগ্ধ হল। এভাবে সে যাদুকরের কাছে আসার সময় পথে দরবেশের কাছে বসতে লাগল। যাদুকরের কাছে গেলে সে তাকে মারপিট করল। এতে সে দরবেশের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করল। সে বলল, যখন তোমার যাদুকরের জিজ্ঞাসাবাদের ভয় হবে তখন তাকে বলবে ঃ আমার পরিবারবর্গ আমাকে আটকে রেখেছিল। আর যখন তোমার পরিবারবর্গের ভয় হবে তখন তদেরকে বলবে ঃ যাদুকর আমাকে আটকে রেখেছিল। এমতাবস্থায় একদিন একটা বিরাট বন্য প্রাণী এসে লোকদের পথ আটকে দিল। বালকটি তখন (মনে মনে) বলল ঃ "আজ আমি জেনে নেব যে, দরবেশ শ্রেষ্ঠ না যাদুকর শ্রেষ্ঠ ? তাই সে একটি পাথর খন্ড নিয়ে বলল ঃ হে আল্লাহ! দরবেশের কাজ যাদুকরের কাজ থেকে তোমার নিকট যদি বেশী পসন্দনীয় হয়, তবে এই প্রাণীটাকে মেরে ফেল, যাতে করে লোকেরা পথ চলতে পারে। তারপর সে উক্ত পাথরখন্ড নিক্ষেপ করল এবং তাতে প্রাণীটা মারা গেল। আর লোকেরা চলে গেল। তারপর সে দরবেশের কাছে এসে তাঁকে এ খবর জানাল। দরবেশ তাঁকে বললঃ হে আমার প্রিয় ছেলে! আজ তুমি আমার চেয়ে উত্তম। তোমার ব্যাপারটা এখন আমার মতে, একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। তুমি শীঘ্রই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। যদি তুমি পরীক্ষায় পড়ে যাও, তবে আমার সন্ধান দেবে না। বালকটি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দিত এবং মানুষের সব রকম রোগের চিকিৎসা করত। বাদশাহের পারিষদবর্গের একজন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে এ খবর শুনে বালকটির কাছে অনেক হাদীয়া নিয়ে এসে বলল, তুমি আমাকে আরোগ্য দান করবে, এই জন্যই আমি তোমার জন্য এখানে এত হাদিয়া পেশ করছি। বালকটি বলল ঃ আমি কাউকে আরোগ্য দান করি না। মহান আল্লাহই আরোগ্য দান করেন। যদি তুমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আন তবে আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করব তাতে তোমাকে তিনি আরোগ্য দান করবেন। সে তখন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল। মহান আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করলেন। তারপর সে বাদশাহের নিকট পূর্ববৎ বসে গেল। বাদশাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করল, কে তোমাকে তোমার চোখ ফিরিয়ে দিল? সে উত্তর দিল আমার রব বা প্রতিপালক। বাদশাহ্ বলল ঃ আমি ছাড়াও তোমার প্রতিপালক আছে ? সে বলল ঃ আল্লাহই তোমার এবং আমার প্রতিপালক। এতে বাদশাহ্ তাকে ধরে শাস্তি দিতে লাগল। অবশেষে সে বালকটির কথা বলে দিল। তখন বালকটিকে আনা হল। বাদশাহ্ তাকে বলল, হে প্রিয় ছেলে! তোমার যাদুবিদ্যার খবর পৌঁছেছে যে, তুমি নাকি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করে থাক এবং এটা-সেটা আরও কত কি করে থাক। বালকটি বলল ঃ আমি কাউকে আরোগ্য দান করি না। আরোগ্য তো মহান আল্লাহই দান করেন। বাদশাহ্ তাকে ধরে শাস্তি দিতে লাগল। অবশেষে সে খ্রিস্টান দারবেশের কথা বলে দিল। তখন দরবেশকে আনা হল এবং তাকে তার দীন থেকে ফিরে আসতে বলা হল। কিন্তু সে অস্বীকার করল। তখন বাদশাহ্ করাত আনতে

বলল। তারপর করাতটি তার মাথার মাঝখানে রাখা হল এবং করাতটি তাকে চিরে ফেলল। এমনকি দু'টুকরো হয়ে পড়ে গেল। তারপর বাদশাহের সেই পারিষদকে আনা হল। তাকেও তার দীন থেকে ফিরে আসার জন্য বলা হল। কিন্তু সে অস্বীকার করায় তার মাথার মাঝখানে করাত দিয়ে চিরে ফেলল। এমনকি দু'টুকরো হয়ে পড়ে গেল। তারপর বালকটিকে আনা হল। তাকেও তার দীন থেকে ফিরে আসতে বলা হল। কিন্তু সে অস্বীকার করল। তখন তাকে বাদশাহ্ তার কতিপয় সংগীর নিকট দিয়ে বললঃ তোমরা তাকে অমুক পাহাড়ে নিয়ে উঠাও। যখন পাহাড়ের উচ্চ শিখরে তাঁকে নিয়ে পৌঁছবে তখন যদি সে তার দীন থেকে ফিরে আসে, তবে তো ঠিক। নতুবা তাকে সেখান থেকে ফেলে দাও। তারা তাকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ে উঠল। সে বলল ঃ হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে চাও এদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দান কর। তখন পাহাড়টি কেঁপে উঠল। এতে তারা পড়ে গেল। আর সে বাদশাহের কাছে চলে এল। বাদশাহ্ তাঁকে বলল ঃ তোমার সংগীদের কি হলো ? সে বলল, তাদের ব্যাপারে আমার জন্য মহান আল্লাহই যথেষ্ট। তখন বাদশাহ্ তাকে তার কতিপয় সংগীদের কাছে দিয়ে বললঃ তাঁকে তোমরা একটি ছোট্ট নৌকায় উঠিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে যাও। তারপর সে যদি তাঁর দীন থেকে ফিরে না আসে, তবে তাঁকে সেখানে ফেলে দাও। তারা তাঁকে নিয়ে চলল। ছেলেটি বলল, হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে চাও তাদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও। এতে নৌকা তাদেরকে নিয়ে ডুবে গেল এবং তারা সবাই ডুবে মরল। আর ছেলেটি বাদশাহের কাছে চলে এল। বাদশাহ্ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সংগীদের কি হলো? সে বললঃ মহান আল্লাহই আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে যথেষ্ট হয়েছেন। তারপর সে বাদশাহ্কে বলতে লাগল, তুমি আমার হুকুম অনুযায়ী কাজ করলেই আমাকে হত্যা করতে পারবে। বাদশাহ্ জিজ্ঞেস করল, সেটা কি কাজ ? সে বলল একটি মাঠে লোকদেরকে একত্রিত কর। তারপর আমাকে শূলের উপর উঠাও এবং আমার তীরদানি থেকে একটি তীর নিয়ে ধনুকের মাঝখানে রেখে বল, 'বিস্মিল্লাহে রাব্বিল গোলাম' (বালকটির প্রতিপালক সেই আল্লাহর নামে তীর মারছি।) এই বলে তীর মার। এরূপ করলে তুমি আমাকে মারতে পারবে। বাদশাহ্ তখন একমাঠে লোকদেরকে একত্রিত করে শূলের উপর উঠিয়ে তাঁর তীর দানি থেকে একটি তীর ধনুকের মাঝখানে রেখে বলল, 'বিসমিল্লাহে রাব্বিল গোলাম' এবং তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করল। তীরটি বালকটির কানের কাছে মাথায় লাগল এবং সেখানে তাঁর হাত রাখল। তারপর সে মারা গেল। এতে লোকেরা বলতে লাগল, আমরা বালকটির প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। এ খবর বাদশাহের নিকট গেলে তাকে বলা হল, যে আশংকা তোমার ছিল তাই তো হয়ে গেল যে, সব লোকেরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল। বাদশাহ্ তখন রাস্তার পার্শ্বে গর্ত করার হুকুম দিল। তারপর গর্ত খনন করে তাতে আগুন জ্বালান হল। বাদশাহ্ ঘোষণা দিল, যে ব্যক্তি তার দীন থেকে ফিরে আসবে না তাকে তোমরা এতে ফেলে দেবে। যারা তাদের দীন থেকে ফিরে এল না তাদেরকে আগুনে ফেলে দেয়া হল। অবশেষে একজন মহিলা তার শিশুসহ এল। সে আগুনের মধ্যে যেতে সংকোচ করায় শিশুটি বলল, "হে আম্মা! আপনি সবর করুন (আগুনের মধ্যে যেতে সংকোচ করবেন না)। কারণ আপনি তো সত্যের উপর আছেন। (মুসলিম)

٣١- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلى إِمْرَأَةٍ تَبْكِيْ عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ "اِتَّقِي اللّٰهَ وَاصْبِرِيْ" فَقَالَتْ : إِلَيْكَ عَنِّيْ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيْبَتِيْ وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيْلَ لَهَا إِنَّه النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِيْنَ فَقَالَتْ : لَمْ اَعْرِفْكَ ! فَقَالَ : اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُوْلَى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মহিলার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি বললেন ঃ "আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সবর কর।" সে বলল, আপনি আমাকে কিছু না বলে নিজের কাজ করুন। কারণ আপনি আমার মত মুসিবতে পড়েননি। সে তাঁকে আসলে চিনতে পারেনি। তখন তাকে বলা হল, ইনি হচ্ছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মহিলাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাড়ীর দরজার সামনে এল এবং সেখানে কোন দারোয়ান দেখতে পেল না। সে বলল, "আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।" তিনি বললেন ঃ "সবর তো প্রথম আঘাতের সময়ই হয়ে থাকে।"(বুখারী ও মুসলিম)

٣٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى مَالِعَبْدِيْ الْمُؤْمِنِ عِنْدِيْ جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتَ صَفِيَّةَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৩২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমার মু'মিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত ছাড়া আর কোন পুরস্কার নেই, যখন আমি দুনিয়া থেকে তার প্রিয়জনকে নিয়ে যাই আর এ সময় সে সবর করে।"(বুখারী)

٣٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُوْنِ؟ فَأَخْبَرَهَا أَنَّه كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَّشَاءُ فَجَعَلَهُ اللّٰهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُوْنِ فَيَمْكُثُ فِيْ بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّه لاَيُصِيْبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيْدِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৩৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি প্লেগ রোগ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ "এটা ছিল আল্লাহর একটা আযাব। মহান আল্লাহ যাকে চান তার ওপর একে পাঠান। কিন্তু তিনি মু'মিনের জন্য রহমত

বানিয়ে দিয়েছেন। যে কোন মু'মিন বান্দা প্লেগ রোগে আক্রান্ত হলে যদি সে তার এলাকায় সবর সহকারে সাওয়াবের নিয়্যতে এ কথা জেনে বুঝে অবস্থান করে যে, আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাতেই সে ভুগবে, তবে সে শহীদের সাওয়াবই পাবে।"(বুখারী)

٣٤– عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ : إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِىْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৩৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ আমি যখন আমার বান্দাকে তার দু'টি প্রিয় বস্তুর মাধ্যমে পরীক্ষা করি (তার দু'টি চোখের দৃষ্টি শক্তি নষ্ট করে দেই) আর সে তাতে সবর করে, তখন আমি তাকে তার বদলে জান্নাত দান করি। (বুখারী)

٣٥– وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِىَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا: أَلاَ أُرِيْكَ إِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ هٰذِهِ إِلْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ : إِنِّى أُصْرَعُ وَإِنِّى أَتَكَشَّتُ فَادْعُ اللّٰهَ تَعَالَى لِىْ قَالَ : إِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللّٰهَ تَعَالَى أَنْ يُعَافِيَكِ " فَقَالَتْ أَصْبِرُ . فَقَالَتْ : إِنِّى تَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ . فَدَعَالَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৫. হযরত আতা ইব্‌ন আবু রিবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, 'তোমাকে আমি একজন জান্নাতী মহিলা দেখিয়ে দিব না কি ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, এই কাল মহিলাটি (ইংগিত করে দেখালেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, আমি মৃগী রোগে ভুগছি এবং তাতে আমার শরীর উলংগ হয়ে যায়। আপনি আমার জন্য দু'আ করুন। তিনি বললেন ঃ "যদি তুমি চাও সবর করতে পার। তাতে তুমি জান্নাত লাভ করবে। আর যদি চাও তো আমি তোমার আরোগ্যের জন্য দু'আ করে দেই।" সে বলল, আমি সবর করব, কিন্তু আমার শরীর যে উলংগ হয়ে যায়, সেজন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, যাতে উলংগ না হয়। তিনি তার জন্য দু'আ করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٦– عَنْ أَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَأَنْ أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَحْكِىْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَإِنَّهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে দেখছিলাম। তিনি নবীগণের মধ্য থেকে কোন এক নবীর কাহিনী বলছিলেন যে, তাঁর জাতি তাঁকে মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল আর তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছিলেন এবং বলছিলেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, কারণ তারা জানে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

٣٧- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَحَزَنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৭. হযরত আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মুসলিম বান্দার যে কোন ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, কষ্ট ও অস্থিরতা হোক না কেন, এমন কি কোন কাঁটা ফুটলেও তার কারণে মহান আল্লাহ্ তার গোনাহ্ মাফ করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٨- عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ تُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا قَالَ : إِنِّى أُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ قُلْتُ : ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ : أَجَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُّصِيْبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৮. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গেলাম। সে সময় তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। আমি তাঁকে বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো ভীষণ জ্বরে ভুগছেন। তিনি বললেন ঃ "হাঁ, তোমাদের মতো দু'জনের সমান জ্বরে ভুগছি।" আমি বললাম, কারণ, আপনার জন্য কি দ্বিগুণ সাওয়াব সেজন্য? তিনি বললেন ঃ হাঁ, ঠিক তাই। যে কোন কষ্টদায়ক বস্তু দ্বারা, তা কাঁটা কিংবা অন্য কোন বেশী কষ্টদায়ক কিছু হোক না কেন, মুসলিম বান্দা কষ্ট পেলে মহান আল্লাহ অবশ্যই সে কারণে তার গোনাহ্ ক্ষমা করে দেন। আর তার ছোট গুনাহগুলো গাছের পাতার মত ঝড়ে পড়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُصَبْ مِنْهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৩৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মহান আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান তাকে বিপদে ফেলেন।"(বুখারী)

٤٠- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لاَبُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِىْ مَاكَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِىْ وَتَوَفَّنِىْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِىْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের কারো কোনো বিপদ বা কষ্ট হলে সে যেন মৃত্যুর কামনা না করে। যদি কেউ এরূপ করতেই চায়, তবে যেন বলে ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জীবিত রাখ যতক্ষণ পর্যন্ত জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর । আর যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর তখন আমাকে মৃত্যু দাও"। (বুখারী ও মুসলিম)

٤١- عَنْ أَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَّهُ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا : أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَدْعُوْلَنَا؟ فَقَالَ : قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُلَهُ فِى الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا ثُمَّ يُؤْتِى بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ مَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ! وَاللّٰهِ لَيُتِمَّنَّ اللّٰهُ هٰذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لاَيَخَافُ إِلاَّ اللّٰهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ، رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৪১. হযরত আবু আবদুল্লাহ খাব্বার ইব্‌ন আর্‌ত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মক্কার কাফিরদের বিরোধিতার ব্যাপারে অভিযোগ করলাম। তিনি তখন চাদর মাথার নিচে রেখে কা'বা শরীফের ছায়ায় শুয়েছিলেন। আমরা বললাম, 'আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য চান না? আর আমাদের জন্য দু'আও করেন না? তিনি বললেন ঃ "তোমাদের আগের যামানায় মানুষকে ধরে নিয়ে মাটিতে গর্ত করে তাতে দাঁড় করানো হত। তারপর করাত এনে তার মাথার উপর রাখা হত এবং তাকে দু'টুক্‌রো করে দেয়া হত। কাউকে লোহার চিরুনী দিয়ে শরীরের গোশ্‌ত ও হাড় আঁড়িয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হত। তবুও কোন কিছু তাকে তার দীন থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। আল্লাহর কসম! এ দীনকে পূর্ণভাবে তিনি কায়েম করেই দেবেন। এমনকি সে সময় একজন সাওয়ার সান্‌য়া থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত চলে যাবে, কিন্তু আল্লাহ আর নিজের মেষপালের জন্য নেকড়ে ছাড়া আর কিছুর ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছ।"(বুখারী)

٤٢- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ اثَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى نَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَاثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَاللّٰهِ اِنَّ هَذِهِ قِسْمَةٌ مَاعُدِلَ فِيْهَا وَمَا أُرِيْدَ فِيْهَا وَجْهُ اللّٰهِ فَقُلْتُ : وَاللّٰهِ لَأُخْبِرَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصِّرْفِ ثُمَّ قَالَ : فَمَنْ يَّعْدِلْ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ؟ ثُمَّ قَالَ ، يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسَى قَدْ أُوْذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ فَقُلْتُ لَاجَرَمَ أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيْثًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ হুনাইনের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু লোককে গনীমতের মালের অংশ বেশী দিয়েছিলেন। তিনি আকরা ইব্ন হাবেসকে ১০০ উট এবং উয়ায়না ইব্ন হেস্ন্কে উক্ত সংখ্যক (১০০) উট দান করেছিলেন। আর আরবের সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে বেশী দিয়েছিলেন। তখন একজন লোক বলে উঠল, আল্লাহর কসম! এই বন্টনে ইনসাফ করা হয়নি এবং এতে আল্লাহর সন্তোষের নিয়্যতে করা হয়নি। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি এ খবর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবশ্যই দিব। কাজেই আমি তাঁর নিকট এসে উক্ত ব্যক্তির মন্তব্য জানালাম। তাতে তাঁর পবিত্র চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে লাল বর্ণ ধারণ করল। তিনি বললেন ঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন ইনসাফ করে না, তখন আর কে ইনসাফ করবে ? তারপর বললেন ঃ "আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি রহম করুন। তাঁকে তো এর চেয়ে বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে। তিনি সবর করেছেন। আমি মনে মনে বললাম, এরপর আমি আর তাঁর নিকট এরূপ কোন কথা পৌঁছাব না। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوْبَةَ فِيْ الدُّنْيَا ، وَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ اَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহ যখন তাঁর কোন বান্দার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়াতে তার জন্য তাড়াতাড়ি বিপদ-আপদ নাযিল করে দেন। আর তিনি যখন তাঁর বান্দার

প্রতি অমঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে গোনাহের মধ্যে ছেড়ে দেন। অবশেষে কিয়ামতের দিনে তাকে ধরবেন।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেনঃ "কষ্ট বেশী হলে সাওয়াবও বেশী হয়। আর আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন, তখন তাকে পরীক্ষায় ফেলে দেন। যে ব্যক্তি এ পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (তিরমিযী)

٤٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ ابْنُ لأَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَشْتَكِيْ فَخَرَجَ أَبُوْ طَلْحَةَ فَقَبِضَ الصَبِيُّ فَلَمَّا رَجَعَ أَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ : مَا فَعَلَ ابْنِيْ؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَهِيَ أُمُّ الصَّبِيِّ : هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ فَقَرَّبَتْ لَهُ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ : وَارُوا الصَّبِيَّ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : أَعرَسْتُمْ الَّيْلَةَ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : اَللّٰهُمَّ بَارِكَ لَهُمَا " فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَ لِيْ أَبُوْ طَلْحَةَ : احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَبَعَثَ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَقَالَ أَمَعَهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ نَعَمْ تَمَرَاتُ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيْهِ فَجَعَلَهَا فِيْ فِي الصَّبِيِّ ثُمَّ حَنَّكَه وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِى فَرَأَيْتُ تِسْعَةَ أَوْلاَدٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَءُوا الْقُرْانَ (يَعْنِيْ مِنْ أَوْلاَدِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَوْلُوْدِ)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : مَاتَ ابْنُ لأَبِيْ طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ لأَهْلِهَا : لاَتُحَدِّثُوْا أَبَا طَلْحَةَ بِإِبْنِهِ حَتَّى أَكُوْنَ أَنَا أُحَدِّثُهُ فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَلِكَ فَوَقَعَ بِهَا فَلَمَّا أَنْ رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ :يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوْا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوْا عَارِيَتَهُمْ أَلَهُمْ أَنْ يَّمْنَعُوْهُمْ؟ قَالَ لاَ فَقَالَتْ فَاحْتَسِبْ ابْنَكَ قَالَ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ : تَرَكْتِنِيْ حَتَّى إِذَا تَلَطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرْتَنِيْ بِإِبْنِيْ! فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْ لَيْلَتِكُمَا " قَالَ فَحَمَلَتْ قَالَ

وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ وَهِىَ مَعَهُ ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَدِيْنَةَ مِنْ سَفَرٍ لاَيَطْرُقُهَا طُرُوْقًا فَدَنُوْا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَضَرَبَهَا الْمَخَاضَ فَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُوْ طَلْحَةَ وَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ أَبُوْ طَلْحَةَ : إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ أَنَّه يُعْجِبُنِىْ أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَدِ احْتُبِسْتُ بِمَا تَرَى تَقُوْلُ أُمُّ سُلَيْمٍ : يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا أَجِدَ الَّذِىْ كُنْتُ أَجِدُ ، اِنْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِيْنَ قَدِمَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَتْ لِىْ أُمِّىْ يَا أَنَسُ لاَ يُرْضِعْهُ اَحَدٌ حَتّٰى تَغْدُوْبِهِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ ـ

৪৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হযরত আবু তালহা (রা)-এর এক ছেলে রোগাক্রান্ত হয়েছিল। হযরত আবূ তাল্হা (রা) বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন। সে সময় ছেলেটি মারা গেল। হযরত আবু তাল্হা (রা) ফিরে এসে ছেলের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। ছেলের আম্মা উম্মে সুলাইম (রা) বললেন, “পূর্বের চেয়ে সে ভাল।” তারপর তিনি আবু তালহাকে রাতের খানা দিলেন। আবু তালহা (রা) খানা খেলেন। তারপর স্ত্রী মিলন করলেন। এ কাজ শেষে উম্মে সুলাইম বললেন, ছেলেকে দাফন করে দিন। (সে মারা গেছে) আবু তাল্হা (রা) সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে তাঁকে এ খবর দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি আজ রাতে স্ত্রী মিলন করেছ?” আবু তাল্হা (রা) বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, “হে আল্লাহ্! তাদের দু’জনকে তুমি বরকত দাও। তারপর উম্মে সুলাইমের একটি ছেলে জন্ম গ্রহণ করল।

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আনসারদের একজন লোক বললেন, (অর্থাৎ আবু তালহার পুত্র) উয়ায়না (রা) বলেন ঃ হযরত আবু তালহা (রা) আমাকে এ বাচ্চা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে যেতে বলল এবং তার সাথে কিছু খেজুরও পাঠিয়ে দিল। তিনি বললেনঃ “তোমাদের সাথে কোন কিছু আছে কি?” তিনি বললেন, হাঁ কিছু খেজুর আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে খেজুর নিয়ে চিবালেন। তারপর তাঁর মুখ থেকে বের করে বাচ্চার মুখে দিলেন। আর তার নাম রাখলেন ‘আবদুল্লাহ।’ (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইব্ন উয়ায়না (রা) বলেন ঃ আনসারদের একজন লোক বললেন, (আবু তাল্হার পুত্র) আবদুল্লাহর নয়টি সন্তান দেখেছি। তাঁরা প্রত্যেকেই কুরআন পড়েছে। মুসলিমের এক বর্ণনায় এরূপ আছে ঃ আবু তাল্হার ছেলে ইন্তিকাল করলে তার মাতা উম্মে সুলাইম (রা) বাড়ীর লোকদেরকে বললেন, তারা যেন আবূ তাল্হাকে ছেলে সম্পর্কে কিছু

না বলে। তিনি নিজেই তাঁকে যা বলার বলবেন। হযরত আবু তাল্‌হা (রা) বাড়ীতে এলে উম্মে সুলাইম তাঁকে রাতের খানা দিলেন। তিনি খাওয়া দাওয়া করলেন। তারপর উম্মে সুলাইম নিজেকে স্বামীর জন্য পূর্বের চেয়ে বেশী সুন্দর করে সাজালেন। আবু তাল্‌হা (রা) তাঁর সাথে মিলন করলেন। উম্মে সুলাইম (রা) যখন দেখলেন, হযরত আবূ তালহা তৃপ্তি লাভ করেছেন এবং তাঁর প্রয়োজন মিটে গেছে, তখন তাকে বললেন, আবু তাল্‌হা! দেখুন যদি কোন কাওম কোন পরিবারকে কিছু ধার দেয়, তারপর সেই ধার ফেরত চায় তবে কি সেই পরিবার তাদের ধার ফেরত না দেয়ার অধিকার রাখে ? আবু তাল্‌হা (রা) বললেন, না। উম্মে সূলাইম (রা) বললেন, তাহলে আপনার ছেলের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট সাওয়াব প্রার্থনা করুন। আবু তালহা (রা) এ কথা শুনে রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, তুমি আগে কিছু বললে না, এমনকি আমি মিলনের কাজও করে ফেললাম। আর তারপরে আমার ছেলে সম্পর্কে খবর দিলে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে সব খবর বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন, "আল্লাহ তোমাদের দু'জনের রাতে বরকত দিন। তারপর উম্মে সুলাইম (রা) গর্ভবতী হলেন। কোন এক সফরে তিনি (আবু তাল্‌হাসহ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর থেকে মদীনায় সাধারণত রাতে ফিরে আসতেন না। যা হোক, তাঁরা যখন মদীনার নিকটবর্তী হলেন, তখন উম্মে সুলাইমের প্রসব বেদনা শুরু হল। এজন্য আবু তাল্‌হা (রা) তাঁর নিকট রয়ে গেলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে গেলেন। বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আবু তাল্‌হা (রা) বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি জান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও যখন যান এবং কোথাও থেকে ফিরে আসেন তখন তাঁর সাথে সাথে থাকতে আমার ভাল লাগে। আর এখন তো আমি এখানে যে কারণে আটকে পড়লাম তা তুমি দেখছ। হযরত উম্মে সুলাইম (রা) বলতে লাগলেন, 'হে আবু তাল্‌হা! আমি যে বেদনা অনুভব করছিলাম, এখন আর তা বোধ করছি না, চলুন যাই। আমরা সেখান থেকে চলে এলাম। মদীনায় আসার পর তার প্রসব বেদনা শুরু হল এবং একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমার আম্মা আমাকে বললেন ঃ এ বাচ্চাকে সকালে দুধ পান করাবার আগে তুমি একে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যাও। সকাল বেলা আমি বাচ্চা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গেলাম। এভাবে তিনি হাদীসটির বাকী অংশ বর্ণনা করছেন।

٤٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি অন্যকে ধরে আছাড় দেয় সে শক্তিশালী নয়, বরং শক্তিশালী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখে।" (বুখারী ও মুসলিম)

٤٦- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرَجُلَانِ يَسْتَبَّانِ وَأَحَدُهُمَا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْقَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَايَجِدُ ، لَوْ قَالَ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ذَهَبَ عَنْهُ مَايَجِدُ ،فَقَالُوْا لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৬. হযরত সুলাইমান ইবন সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বসেছিলাম। এ সময় দু'জন লোক পরস্পর ঝগড়া ও গালমন্দ করছিল। একজনের চেহারা তো রাগে লাল হয়ে গিয়েছিল এবং তার ঘাড়ের শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি এমন একটি কথা জানি যা বললে তার এই অবস্থা দূর হয়ে যাবে। সে যদি 'আউযূবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম' –"আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি" বলে তবে তার এ ক্রোধের ভাব চলে যাবে। সাহাবীগণ তাকে বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত "আউযূবিল্লাহ ......' বলে তোমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

٤٧- عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُّنْفِذَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ عَلَى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ مَاشَاءَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৪৭. হযরত মু'আয ইব্ন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ প্রদর্শনের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা দমিয়ে রাখে তাকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সব মানুষের ওপর মর্যাদা দিয়ে ডাকবেন। এমনকি তাকে তার ইচ্ছামত বড় বড় চোখ বিশিষ্ট সুন্দরী মেয়েদের (হূর) মধ্য থেকে বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিবেন। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

٣٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِنِي قَالَ لَاتَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ "لَاتَغْضَبْ" - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৪৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, "আমাকে উপদেশ দিন।" তিনি বললেন ঃ "রাগ করো না"। সে ব্যক্তি বারবার উক্ত কথা বলতে লাগল, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে লাগলেন,

٤٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِىْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৪৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মু'মিন নর-নারীর জান, মাল ও সন্তানের উপর বিপদ আপদ আসতেই থাকে। অবশেষে আল্লাহ্‌র সাথে সে সাক্ষাত করে এমন অবস্থায় যে, তার আর কোন গুনাহ্ অবশিষ্ট থাকে না।" (তিরমিযী)

٥٠- عَنْ أَبِىْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيْهِ الْحُرِّبْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِيْنَ يُدْنِيْهِمْ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُوْلاً كَانُوْا أَوْ شُبَّانًا فَقَالَ عُيَيْنَةُ لاِبْنِ أَخِيْهِ : يَا ابْنَ أَخِىْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هٰذَا الْأَمِيْرِ فَاسْتَأْذِنْ لِىْ عَلَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ : هِىَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ! فَوَاللّٰهِ تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ ، وَلاَ تَحْكُمُ فِيْنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتّٰى هَمَّ أَنْ يُّوْقِعَ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ" وَإِنَّ هٰذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ وَاللّٰهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلاَهَا وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৫০। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন্ (রা) মদীনায় তাঁর ভাতিজা হুর ইব্‌ন কায়েসের নিকট এসে মেহমান হলেন। হযরত উমর (রা) যাদেরকে নিজের সান্নিধ্যে রাখতেন, হুর ইব্‌ন কায়েস (রা) তাঁদেরই একজন ছিলেন। আর হযরত উমর (রা)-এর পারিষদবর্গ ও তাঁর পরামর্শ সভার সদস্যবৃন্দ তাঁরা যুবক হোন বা বৃদ্ধ সবাই ছিলেন কুরআন বিশারদ। উয়ায়না তাঁর ভাতিজাকে বললেন, 'হে ভাতিজা! আমীরুল মু'মিনীনের কাছে যাওয়ার তোমার সুযোগ সুবিধা আছে। কাজেই তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমার জন্য অনুমতি চাও। তিনি অনুমতি চাইলেন এবং হযরত উমর (রা) অনুমতি দিলেন। তিনি তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, হে ইব্‌ন খাত্তাব! আল্লাহর কসম! আপনি আমাদের বেশী-বেশী দান করেন না এবং আমাদের ব্যাপারে ইনসাফের সাথে হুকুম করেন না। এতে হযরত উমর (রা) রাগান্বিত হয়ে এমনকি তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। তখন হযরত হুর (রা) তাঁকে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে বলেছেন ঃ ইরশাদ হয়েছে .... خُذِ الْعَفْوَ "ক্ষমা প্রদর্শন কর, ভাল কাজের হুকুম দিন এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলুন।" আর ইনি তো একজন মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর কসম! এ আয়াত তিলাওয়াত করার সময় হযরত উমর (রা) কোনরূপ নড়াচড়াই করেননি। আর তিনি কুরআনের কথা অনুযায়ী খুব বেশী আমল করতেন। (বুখারী)

٥١- وَعَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُوْنَ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا "قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ : تُؤَدُّوْنَ الْحَقَّ الَّذِيْ عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُوْنَ اللّٰهَ الَّذِيْ لَكُمْ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫১. হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পরে অনতিবিলম্বে কারও উপর কাউকে গুরুত্ব দেয়া হবে এবং এমন সব কাজ হবে যা তোমরা পছন্দ করবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে (এ অবস্থায়) আপনি আমাদের কি হুকুম করেন? তিনি বললেন ঃ "তোমাদের উপর যেসব হক রয়েছে সেগুলো আদায় কর আর তোমাদের পাওনা আল্লাহর কাছে চাও।" (বুখারী ও মুসলিম)

٥٢- عَنْ أَبِيْ يَحْيَى أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِيْ كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا؟ فَقَالَ : اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِيْ أَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتَّى تَلْقَوْنِيْ عَلَى الْحَوْضِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫২. হযরত আবু ইয়াহ্‌ইয়া উসাইদ ইব্‌ন হুদাইর (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসারী বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কি আমাকে কর্মচারী নিযুক্ত করবেন না, যেমন অমুককে করেছেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "তোমরা অনতিবিলম্বে আমার পরে (তোমাদের নিজেদের উপর) অন্যের গুরুত্ব দেখতে পাবে। তখন আমার সাথে 'হাওযে কাউসারে' দেখা না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সবর করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٣- وَعَنْ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِيْ لَقِيَ فِيْهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيْهِمْ فَقَالَ : يٰأَيُّهَا النَّاسُ لاَتَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوْا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ ؛ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু আউফা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুশমনদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং সূর্য হেলে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। এমন অবস্থায় তিনি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ "হে লোকেরা! তোমরা দুশমনদের সাথে সংঘর্ষ কামনা করো না। আল্লাহর নিকট শান্তি চাও। তবে যখন তাদের সাথে সংঘর্ষ হয়ে পড়ে তখন সবর করবে অর্থাৎ অটল থাকবে। জেনে রাখ, জান্নাত রয়েছে তলোয়ারের ছায়াতলে।" তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "হে কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘ চালনাকারী ও দুশমন বাহিনীকে পরাজয়দানকারী আল্লাহ্! তাদেরকে পরাস্ত কর এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী কর।" (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الصِّدْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ সত্যনিষ্ঠ বা সত্যবাদিতা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكَوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ - (التوبة : ١١٩)

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যনিষ্ঠদের সাথে থাক।" (সূরা তাওবা ঃ ১১৯)

وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ - (الأحزاب : ٣٥)

"সত্যনিষ্ঠ পুরুষ ও নারীগণ .... আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৩৫)

فَلَوْصَدَقُوْا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ - (محمد : ٢١)

"যদি তারা আল্লাহর নিকট ওয়াদায় সত্যতার প্রমাণ দিত, তাহলে তাদের জন্যই তা ভাল হত।"(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ২১)

٥٤- عَنْ إِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ اِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ اِلَى الْجَنَّةِ ؛ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يَكْتُبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ اِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يَكْتُبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৪. হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ "সত্যনিষ্ঠা পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ সত্যের অনুসরণ করতে করতে অবশেষে আল্লাহর নিকট 'সিদ্দীক' (সত্যনিষ্ঠ) নামে অভিহিত হয়। আর মিথ্যা অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যায় এবং অশ্লীলতা দোযখের আগুনের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যার অনুসরণ করতে করতে অবশেষে আল্লাহর নিকট মিথ্যুক নামে অভিহিত হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

٥٥- عَنْ أَبِىْ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَالاَ يَرِيْبُكَ ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَانِيَّةٌ وَالْكَذِبَ رِيْبَةٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৫৫. হযরত আবু মুহাম্মদ হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ কথাগুলো মুখস্থ করেছি ঃ "যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে দেয় তা ছেড়ে দিয়ে যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না তাই গ্রহণ কর। সত্যনিষ্ঠা অবশ্যই প্রশান্তিদায়ক, আর মিথ্যা সন্দেহ সৃষ্টিকারী।" (তিরমিযী)

٥٦- عَنْ أَبِىْ سُفْيَانَ صَخْرِبْنِ حَرْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلَ فِىْ قِصَّةِ هِرَقْلَ : فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ (يَعْنِىْ النَّبِىَّ ﷺ) قَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ : قُلْت يَقُوْلُ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَحْدَهُ لاَتُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوْا مَا يَقُوْلُ اٰبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৬। হযরত আবু সুফিয়ান সাখ্‌র ইব্ন হার্‌ব (রা) এক দীর্ঘ হাদীসে হিরাকলের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ হিরাকল জিজ্ঞেস করল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কি কাজ করার হুকুম করেন ? আবু সুফিয়ান (রা) বললেন ঃ তিনি বলেন, "তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর আর তাঁর সাথে কোন শিরক করো না। তোমরা তোমাদের বাপ দাদা যা বলে তা ছেড়ে দাও। আর তিনি আমাদেরকে নামায, সত্যনিষ্ঠা, উদারতা ও মধুর সম্পর্কের হুকুম করেন।"(বুখারী ও মুসলিম)

٥٧- عَنْ أَبِىْ ثَابِتٍ وَقِيْلَ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَقِيْلَ أَبِىْ الْوَلِيْدِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَهُوَ بَدْرِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ فِرَاشِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৭. বদরী সাহাবী হযরত সাহ্‌ল ইব্ন হুনাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সত্যিই শাহাদাতের মৃত্যু চায়, সে তার বিছানায় মৃত্যুবরণ করলেও আল্লাহ্ তাকে শহীদগণের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দেন।" (মুসলিম)

٥٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَزَا نَبِىٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لاَيَتْبَعْنِّىْ رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ إِمْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَبْنَى بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلاَ أَحَدٌ بَنَى

بُيُوتًا لَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلاَ أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَوْلاَدَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاَةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ : إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اَللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَعْنِى النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ : إِنَّ فِيكُمْ غُلُولٌ فَلْيُبَايِعْنِى مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ : " فِيكُمْ غُلُولٌ فَلْيُبَايِعْنِى قَبِيلَتُكَ ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٌ بِيَدِهِ فَقَالَ : فِيكُمْ غُلُولٌ فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مِثْلَ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعَهَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمَ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا ، ثُمَّ أَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ ، رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কোন একজন নবী জিহাদ করতে গিয়ে তাঁর জাতিকে বললেন, 'যে ব্যক্তি সম্প্রতি বিয়ে করে তার স্ত্রীর সাথে মিলন করতে চায়, কিন্তু এখনও সে তা করেনি, যে ব্যক্তি ঘর তৈরী করেছে বটে, কিন্তু এখনও তার ছাদ তৈরী করেনি এবং যে ব্যক্তি গর্ভবতী ছাগল বা উট্নী ক্রয় করে তার বাচ্চার অপেক্ষায় আছে তারা যেন জিহাদে আমার সাথে না যায়। তারপর তিনি জিহাদে গেলেন এবং আসরের নামাযের সময় অথবা তার কাছাকাছি সময় যে জনপদে যুদ্ধ করার ইচ্ছা ছিল সেখানে পৌঁছে গেলেন। তখন তিনি সূর্যকে বললেন ঃ তুমিও আল্লাহর হুকুমের অধীন আর আমিও তাঁর হুকুমের অধীন। হে আল্লাহ্ ! তুমি সূর্যকে আটকে রাখ। অতঃপর জিহাদে জয়লাভ করা পর্যন্ত তা আটকে রাখা হল। তিনি গনীমতের মাল একত্রিত করে রাখলে আগুন সেগুলোকে জ্বালিয়ে ফেলার জন্য এল, কিন্তু আগুন তা জ্বালাল না। তখন তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে কেউ গনীমাতের মালে খিয়ানত করেছ। কাজেই প্রত্যেক গোত্রের একজনকে আমার হাতে বাইয়াত করতে হবে। বাইয়াত করতে গিয়ে একজনের হাত তাঁর হাতের সাথে আঁটকে গেল। তখন তিনি (তাকে) বললেন, তোমাদের মধ্যেই খিয়ানতকারী রয়েছে। কাজেই তোমার গোত্রের সব লোককে আমার হাতে বাইয়াত করতে হবে। এভাবে বাইয়াত করতে গিয়ে দু'জন কি তিনজনের হাত তাঁর হাতের সাথে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের দ্বারাই এ খিয়ানত হয়েছে। তারা তখন একটি গরুর মাথার সমান একটি সোনার মাথা নিয়ে এল। তারপর সেটাকে তিনি মালের সাথে রেখে দিলেন এবং আগুন এসে তা সব খেয়ে ফেলল। আমাদের পূর্বে কারও জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়নি। মহান আল্লাহ আমাদের (উম্মতে মুহাম্মদীর) দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য করে আমাদের জন্য এটা হালাল করে দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٩-عَنْ أَبِىْ خَالِدٍ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِ الْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৫৯. হযরত আবু খালিদ হাকিম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা একে অপর থেকে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের কেনা-বেচা বাতিল করে দেওয়ার অধিকার রাখে। যদি তারা উভয়ে সত্য পথে থাকে, তাহলে তাদের কেনা-বেচায় বরকত হয়। আর যদি মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তাহলে তাতে বরকত নষ্ট করে দেয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْمُرَاقَبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুরাকাবা বা আত্মপর্যবেক্ষণ।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

"الَّذِىْ يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلُّبَكَ فِىْ السّٰجِدِيْنَ" - (الشعراء : ٢١٨-٢١٩)

"তুমি যখন নামাযে দাঁড়াও তখন তিনি তোমাকে এবং নামাযীদের মধ্যে তোমার নড়াচড়া পরিদর্শন করেন।" (সূরা শুআরা ঃ ২১৮ ২১৯)

"وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ" - (الحديد : ٤)

"তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ্ তোমাদের সাথে থাকেন।"(সূরা হাদীদ ঃ ৪)

"إِنَّ اللّٰهَ لاَيَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ" -(النساء : ٥)

"আল্লাহ্‌র নিকট আসমান ও যমীনে কোন কিছুই গোপন থাকে না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৫)

"إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ" - الفجر : ١٤)

"নিশ্চয়ই তোমার রব প্রভু (তাঁর বিরোধীদের প্রতি) কড়া দৃষ্টি রাখছেন।" (সূরা আল-ফাজর ঃ ১৪)

"يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِىْ الصُّدُوْرُ" - (المؤمن : ١٩)

"আল্লাহ চোখের বিশ্বাসঘাতকতা (অর্থাৎ অবৈধ দৃষ্টি) ও মনের গোপন কথা জানেন।"(সূরা মু'মিন ঃ ১৯)

٦٠- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدٌ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدٌ

سَوَادِ الشَّعْرِ لاَيُرَى عَلَيْهِ أَثَرَ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلى فَخِذَيْهِ وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللّٰهِ ، وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً " قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ : فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِيْمَانِ ؟ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمَ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِيْ عَنْ الْإِحْسَانِ قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ : فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ : مَا الْمَسْؤُلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِيْ عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ " أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا ، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ! ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ أَتَدْرِيْ مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬০. হযরত উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসে আছি এমন সময় হঠাৎ একজন লোক এল। লোকটির পোষাক-পরিচ্ছদ খুবই সাদা ধপধপে ছিল। তাঁর চুলগুলো ছিল গাঢ় কাল। তাঁর মাঝে সফরের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। আর আমাদের কেউ তাঁকে চিনছিল না। লোকটি সোজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে বসল। তারপর তাঁর জানু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানুর সাথে লাগিয়ে দিয়ে নিজের হাত দু'খানা উরুর উপর রেখে বলল, হে মুহাম্মদ ! ইসলামের পরিচয় আমাকে বলে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ইসলাম হল, এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে ঃ "আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর তুমি নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমযানের রোযা পালন করবে এবং সামর্থ থাকলে হাজ্জ করবে।" লোকটি বলল, আপনি সত্য বলেছেন। আমরা তাঁর এরূপ করতে দেখে বিস্ময়বোধ করলাম যে, সে তাঁকে জিজ্ঞেসও করছে, আবার তাঁর কথা সত্যায়িত করছে। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, আপনি আমাকে ঈমানের পরিচয় বলে দিন। তিনি বললেন ঃ "ঈমান হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, কিয়ামতের দিন এবং তাক্‌দীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে।" সে বলল, আপনি সত্য বলেছেন। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করল,

আপনি আমাকে ইহ্সানের পরিচয় বলে দিন। তিনি বললেন, "এটা এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে না দেখ, তবে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে ধারণা রাখ।" লোকটি জিজ্ঞেস করল, কিয়ামতের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলুন। তিনি বললেন ঃ "যাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হল সে প্রশ্নকারী থেকে এ ব্যাপারে বেশী জানে না।" লোকটি বলল, তাহলে তার লক্ষণগুলো বলুন। তিনি বললেন ঃ "লক্ষণ হচ্ছে এই যে, দাসী তার মুনীবকে প্রসব করবে। আর খালি পা, উলংগ শরীর বিশিষ্ট গরীব মেষের রাখালদেরকে দেখতে পাবে যে তারা সুউচ্চ দালান কোঠায় বসে অহংকার করছে।" তারপর লোকটি চলে গেল। আমি কিছুক্ষণ থাকার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হে উমার ! এই লোকটিকে চিন ? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ "তিনি হচ্ছেন জিব্রীল। তিনি তোমাদের দীন শিখাতে এসেছিলেন।" (মুসলিম)

٦١- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ وَأَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৬১. হযরত আবু যার ও মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর এবং অসৎ কাজ করলে তারপর সৎকাজ কর। তাহলে ভালকাজ মন্দ কাজকে শেষ করে দেবে। আর মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার কর। (তিরমিযী)

٦٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ : يَا غُلاَمُ إِنِّيْ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ ، اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ ؛ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِاجْتَمَعَتْ عَلى أَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ ، وَإِنِ اجْتَمَعُوْا عَلى أَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৬২. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে (কোন সাওয়ারের উপর বসা) ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ ওহে খোকা, আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহর (নির্দেশাবলীর) রক্ষণাবেক্ষণ ও অনুরসণ কর, আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। মহান আল্লাহর হক আদায় কর, তাঁকেও তোমার সাথে পাবে। যখন কোন কিছু চাইবে তো আল্লাহরই কাছে চাও। আর যখন তুমি সাহায্য চাইবে তা আল্লাহরই কাছে চাও। আর জেনে রাখ, সমস্ত

সৃষ্টজীব একসাথে মিলেও যদি তোমার কোন উপকার করতে চায়, তবে মহান আল্লাহ যা তোমার ভাগ্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন তাছাড়া কোন উপকার করতে পারবে না। আর তারা যদি একসাথে মিলে তোমার ক্ষতি করতে চায়, তবে মহান আল্লাহ যা তোমার ভাগ্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন তাছাড়া কোন ক্ষতি তারা করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে এবং কিতাবাদি শুকিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ তাক্‌দীরের লিখন শেষ হয়ে গেছে। (তিরমিযী)

٦٣– عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ فِيْ أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৬৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ "তোমরা এমন সব কাজ করে থাক যেগুলো তোমাদের দৃষ্টিতে চুল থেকেও বেশী হাল্‌কা-পাতলা। কিন্তু আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে সেগুলোকে ধ্বংসকর ও মহা ক্ষতিকর হিসেবে গণ্য করতাম। (বুখারী)

٦٤– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُغَارُ وَغَيْرَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা (বান্দার ব্যাপারে) আত্মমর্যাদা অনুভব করেন। আর মানুষের জন্য আল্লাহ যা হারাম করেছেন যখন সে তাতে লিপ্ত হয় তখনই আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ জেগে ওঠে। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٥– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ اَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمٰى إِرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّيْ الَّذِيْ قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ : فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا ، قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الأَبِلُ أَوِ الْبَقَرُ (شَكَّ الرَّاوِيُّ) فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا فَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّيْ هٰذَا الَّذِيْ قَذِرَنِي النَّاسَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا قَالَ : فَأَيُّ الْمَالِ

أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : اَلْبَقَرُ فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلاً وَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا فَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ اِلَيْكَ؟ قَالَ أَنْ يَّرُدَّ اللّٰهُ إِلَيَّ بَصَرِيْ فَأَبْصَرَ النَّاسَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللّٰهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ : فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ : الْغَنَمُ فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا فَأَنْتَجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِنَ الإِبِلِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِيْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّسْكِيْنٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ فِيْ سَفَرِيْ فَقَالَ الْحُقُوْقُ كَثِيْرَةٌ فَقَالَ : كَأَنِّيْ أَعْرِفُكَ : أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَأَعْطَاكَ اللّٰهُ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا وَرِثْتُ هٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ إِلَى مَا كُنْتَ وَأَتَى الأَقْرَعَ فِيْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهٰذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَارَدَّ هٰذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ إِلَى مَا كُنْتَ وَأَتَى الأَعْمَى فِيْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ : رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ سَبِيْلٍ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِيْ سَفَرِيْ فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللّٰهُ إِلَيَّ بَصَرِيْ فَخُذْ مَاشِئْتَ وَدَعْ مَاشِئْتَ فَوَاللّٰهِ مَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ : أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ فَقَدْ رَضِيَ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ বনী ইসরাইলের মধ্যে তিনজন লোক ছিল ঃ কুষ্ঠরোগী, টেকো ও অন্ধ। মহান আল্লাহ্ তাদের পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন এবং একজন ফিরিশতাকে তাদের নিকট পাঠালেন। তিনি কুষ্ঠ রোগীটির কাছে এসে বললেন, তোমার সবচেয়ে প্রিয়বস্তু কোনটি? সে বলল, সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক এবং সেই রোগ থেকে মুক্তি যার কারণে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে। ফিরিশ্তা তার গা মুছে দিলেন। এতে তার রোগ নিরাময় হল এবং তাকে সুন্দর রং দান করা হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ সম্পদ তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ? সে বলল, উট অথবা গরু, (এটা বর্ণনাকারীর সন্দেহ)। তখন তাকে দশ মাসের গর্ভবতী একটি উট দেয়া হল। ফিরিশতা বললেন, আল্লাহ্ এতে তোমকে বরকত দিন। তারপর তিনি টেকো লোকটির নিকট

গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কোন্‌টি ? সে বলল, সুন্দর চুল এবং এই টাক থেকে মুক্তি যার কারণে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে। তিনি তার মাথা মুছে দিলেন। এতে তার টাক সেরে গেল এবং তাকে সুন্দর চুল দান করা হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ সম্পদ তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়? সে বলল, গরু। তখন তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দেয়া হল। তিনি বললেন ঃ মহান আল্লাহ এতে তোমাকে বরকত দিন। তারপর তিনি অন্ধ লোকটির নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কি? সে বলল, আল্লাহ আমার চোখ ফিরিয়ে দিন যাতে আমি মানুষকে দেখতে পারি। তিনি তার চোখ স্পর্শ করলেন। এতে আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ সম্পদ তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়? সে বলল, ছাগল। তাকে তখন এমন একটি ছাগী দেয়া হল যা বেশীবাচ্চা দেয়। তারপর উট, গাভী ও ছাগলের বাচ্চা হল। এতে উট দ্বারা একটি ময়দান, গরু দ্বারা আর একটি ময়দান এবং ছাগল দ্বারা অন্য একটি ময়দান ভরে গেল। তারপর ফিরিশতা কুষ্ঠ রোগীর নিকট তার প্রথম আকৃতি ধারণ করে এসে বললেন, আমি একজন মিস্‌কীন। সফরে আমার সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছে। আজ আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই যার সাহায্যে আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছতে পারি। সেই আল্লাহর নামে আমি তোমার কাছে একটা উট সাহায্য চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং এবং সুন্দর ত্বকও সম্পদ দিয়েছেন। সে বলল, (আমার ওপর) অনেকের হক রয়েছে। তিনি বললেন, আমি বোধ হয় তোমাকে চিনি। তুমি কুষ্ঠরোগী ছিলে না? তোমাকে লোকে ঘৃণা করত না কি? তুমি না নিঃস্ব ছিলে? তোমাকে মহান আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন। সে বলল, আমি তো এ সম্পদ পূর্বপুরুষ থেকে ওয়ারিশ সূত্রে পেয়েছি। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ তোমাকে যেন পূর্বের মত করে দেন। এরপর তিনি টেকো লোকটির নিকট তার প্রথম আকৃতি ধারণ করে এসে ঐ কথাই বললেন, যা প্রথম ব্যক্তিকে বলেছিলেন এবং সে সেই উত্তরই দিল, যা পূর্বোক্ত (কুষ্ঠরোগী) লোকটি দিয়েছিল। ফিরিশ্‌তা একেও বললেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ যেন তোমাকে আবার পূর্বের মত করে দেন। তারপর তিনি অন্ধ লোকটির নিকট তার পূর্বের আকৃতি ধারণ করে এসে বললেন, আমি একজন মিস্‌কীন ও পথিক। আমার সবকিছু সফরে শেষ হয়ে গেছে। এখন গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাই তোমার কাছে সেই আল্লাহর নামে একটি ছাগল সাহায্য চাচ্ছি, যিনি তোমাকে তোমার চোখ ফেরত দিয়েছেন। লোকটি বলল, 'আমি অন্ধ ছিলাম' আল্লাহ আমাকে আমার চোখ ফেরত দিয়েছেন। কাজেই তুমি তোমার যত ইচ্ছা মাল নিয়ে যাও। আর যা ইচ্ছা রেখে যাও। আল্লাহর কসম! আজ তুমি মহান আল্লাহর ওয়াস্তে যা কিছু নেবে আমি তাতে তোমাকে বাধা দিব না। ফিরিশতা বললেন ঃ তোমার মাল তোমার কাছেই রাখ। তোমাদের শুধু পরীক্ষা করা হয়েছে। আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তোমার অপর দু'জন সাথীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٦– عَنْ أَبِيْ يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ـ

৬৬. হযরত আবু ইয়ালা শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে তার নফ্‌সের হিসাব নেয় এবং পরকালের জন্য কাজ করে। আর নির্বোধ ঐ ব্যক্তি যে নিজের নফ্‌সের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে, আবার আল্লাহর কাছেও আশা-আকাঙ্ক্ষা রাখে। তিরমিযী)

٦٧- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيْهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৬৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "বাজে কাজ ও কথা পরিহার করা মানুষের (ফিত্‌রী) সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।"(তিরমিযী)

٦٨- عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لاَيُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيْمَ ضَرَبَ إِمْرَأَتَهُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৬৮. হযরত উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "কোন ব্যক্তিকে এ কথা জিজ্ঞেস করা হবে না যে, সে তার স্ত্রীকে কোন্ ব্যাপারে মেরেছে।"(আবূ দাউদ)

بَابُ التَّقْوٰى

অনুচ্ছেদ ঃ তাক্‌ওয়া-আল্লাহ্‌ভীতি ও পরহেযগারী।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

"يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ" (اٰل عمران : ١٠٢)

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর যেমন তাঁকে ভয় করা উচিত।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২)

"فَاتَّقُوْا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" - (التغابن : ١٦)

"তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর।"(সূরা তাগাবুন ঃ১৬)

"يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا" (الاحزاب : ٧٠)

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।' (সূরা আহ্‌যাব ঃ৭০)

"وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَيَحْتَسِبُ" - (طلاق : ٣-٢)

'যেব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে আল্লাহ তার মুক্তির পথ বের করে দেন এবং যেখান সম্পর্কে সে ধারণাও করেনি সেখান থেকে তিনি তাকে রিযক্ দেন' (সূরা তালাকঃ ২-৩)

"إِنْ تَتَّقُوْا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَاللّٰهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ" (الانفال: ٢٩)

"যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলতে থাক তাহলে তিনি তোমাদেরকে (ভাল মন্দের মধ্যে) পার্থক্যকারী (যোগ্যতা ও শক্তি) দান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের গুনাহসমূহ দূর করে দিবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ মহান মর্যাদার অধিকারী।" (সূরা আনফাল ঃ ২৯)

٦٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: اَتْقَاهُمْ، فَقَالُوْا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَيُوْسُفُ نَبِىُّ اللّٰهِ ابْنُ نَبِىِّ اللّٰهِ بْنِ نَبِىِّ اللّٰهِ بْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ "قَالُوْا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُوْنِىْ؟ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

৬৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ সবচেয়ে সম্মানী ব্যক্তি কে? তিনি বললেন ঃ "সকলের চেয়ে যে বেশী আল্লাহভীরু।" সাহাবায়ে কেরাম (রা) বললেন, আমরা এ কথা জিজ্ঞেস করছি না। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহর নবী ইউসুফ, যাঁর পিতা আল্লাহর নবী, তাঁর পিতা আল্লাহর নবী এবং তাঁর পিতা ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ (আ)। সাহাবা কেরাম (রা) বললেন ঃ আমরা আপনাকে এটাও জিজ্ঞেস করছি না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "তাহলে তোমরা আরবের বিভিন্ন বংশের কথা জিজ্ঞেস করছ? (জেনে রেখ) "জাহিলিয়াতের যুগে তাদের মধ্যে যারা ভাল ছিল তারাই ইসলামের যুগেও ভাল যদি তারা বুদ্ধিমান ও সূক্ষ্মজ্ঞানী হয়ে থাকে"। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٠- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ، فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

৭০. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "দুনিয়া অবশ্যই সুমিষ্ট ও আকর্ষণীয়। মহান আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি করেছেন। যাতে তিনি দেখে নেন তোমরা কেমন কাজ কর। কাজেই দুনিয়া থেকে বাঁচ এবং নারীদের (ফিত্‌না) থেকেও বাঁচ। কারণ বনী ইসরাঈলদের প্রথম ফিত্‌না নারীদের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল।"(মুসলিম)

٧١- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭১. হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হিদায়েত, তাক্ওয়া, পবিত্রতা ও অমুখাপেক্ষিতা প্রার্থনা করছি।" (মুসলিম)

٧٢- عَنْ أَبِيْ طَرِيْفٍ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلّٰهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭২. হযরত আদি ইব্ন হাতিম তাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি কোন ব্যাপারে কসম করার পর অধিকতর আল্লাহ্ ভীতির (তাক্ওয়া) কোন কাজ দেখলো এ অবস্থায় তাকে সেটাই করতে হবে।" (মুসলিম)

٧٣- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ صُدَيِّ بْنِ عَجْلَانَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فِيْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ فَقَالَ : اتَّقُوا اللّٰهَ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيْعُوْا أُمَرَاءَكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৭৩. হযরত আবু উমামা সুদাই ইব্ন আজলান আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদায় হজ্জে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ "তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় কর, রমযানের রোযা পালন কর, নিজেদের মালের যাকাত দাও এবং নিজেদের শাসকবর্গের (বৈধ হুকুমের) আনুগত্য কর। তাহলে তোমরা তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করবে।"(তিরমিযী)

بَابُ الْيَقِيْنِ وَالتَّوَكُّلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াকীন ও তাওয়াক্কুল-দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভরতা।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُوْنَ الْأَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسْلِيْمًا (الأحزاب : ٢٢)

"আর মু'মিনগণ (আক্রমণকারী) সৈন্যদেরকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল ঃ এই তো সেই জিনিসই যার ওয়াদা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদের নিকট করেছিলেন। আল্লাহ

এবং তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন। এ ঘটনা তাদের ঈমান ও আত্নসমর্পণের মাত্রা বৃদ্ধি করে দিল।"(সূরা আহ্‌যাব ঃ ২২)

"اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ" (ال عمران : ١٧٣-١٧٤)

"আর যাদের নিকট লোকেরা বলেছে যে,তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সৈন্যবাহিনী সমবেত হয়েছে। কাজেই তাদেরকে ভয় কর। (এ কথা শুনে) তাদের ঈমান আরো বেড়ে গেল। আর তারা উত্তরে বলল যে, আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই অতি উত্তম কর্মসম্পাদনকারী। অবশেষে তারা আল্লাহর নিয়ামত ও দানসহ এমন অবস্থায় ফিরে এল যে, তাদের কোন ক্ষতি হল না। আর তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করল। আর আল্লাহ বিরাট অনুগ্রহের মালিক।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৩, ১৭৪)

"وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ" (الفرقان : ٥٨)

'আর সেই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর যিনি চিরঞ্জীব ও অমর।'(সূরা ফুরকান ঃ ৫৮)

"وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ" (إبراهيم : ١١)

"আল্লাহর ওপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।" (সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ১১)

"فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ" (ال عمران : ١٥٩)

"তুমি যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

"وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" (الطلاق : ٣)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।" (সূরা তালাক ঃ ৩)

"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ" (الانفال : ٢)

"ঈমানদার তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণের কালে কেঁপে ওঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তারা তাদের প্রভুর ওপরই ভরসা রাখে।"(সূরা আনফাল ঃ ২)

٧٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِيَ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ

وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِيْ سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيْلَ لِيْ : هَذَا مُوْسَى وَقَوْمُهُ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَقِيْلَ لِيْ : أُنْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ، فَقِيْلَ لِيْ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُوْنَ أَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ ، ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِيْ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ صَحِبُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَلَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ وُلِدُوْا فِيْ الْإِسْلاَمِ فَلَمْ يُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ وَذَكَرُوْا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : مَا الَّذِيْ تَخُوْضُوْنَ فِيْهِ ؟ فَأَخْبَرُوْهُ فَقَالَ : هُمُ الَّذِيْنَ لاَيَرْقُوْنَ وَلاَيَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مُحْصِنٍ فَقَالَ : أُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَّجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَقَالَ : أَنْتَ مِنْهُمْ" ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ : أُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَّجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ ، فَقَالَ : سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৪. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার নিকট (স্বপ্নে অথবা ইলহামে) উম্মাতদের পেশ করা হল। আমি একজন নবীকে একটি ছোট দলসহ দেখলাম। কয়েকজন নবীকে একজন দুইজন লোকসহ দেখলাম। আর এর নবীকে দেখলাম যে, তাঁর সাথে কেউ নেই। হঠাৎ করে আমাকে একটি বিরাট দল দেখান হল। আমি ভাবলাম, এরা আমার উম্মাত। আমাকে বলা হল, এরা মূসা ও তাঁর উম্মাত। তবে আপনি আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমি দেখলাম, সেখানে বিরাট একটি দল। আবার আমাকে আসমানের অন্য দিকে তাকিয়ে দেখতে বলা হল। আমি দেখলাম, সেখানেও বিরাট দল। তারপর আমাকে বলা হল, এসব আপনার উম্মত। আর তাদের মধ্যে থেকে ৭০ হাজার লোক বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে যাবে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে উঠে তাঁর হুজরা শরীফে গেলেন। এ সময় সাহাবীগণ ঐসব লোকের ব্যাপারে চিন্তা করছিলেন যাঁরা বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে যাবেন। কেউ বললেন, বোধহয় তাঁরা ঐসব লোক যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সংসর্গ লাভ করেছেন। অন্য কেউ বললেন, তাঁরা বোধ হয় ঐসব লোক যাঁরা ইসলামের অবস্থায় জন্মলাভ করেছেন। আর তাঁরা তো আল্লাহর সাথে শির্‌ক করেননি। এভাবে সাহাবায় কেরাম বিভিন্ন কথা বলাবলি করছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে এসে বললেন ঃ "তোমরা কোন্ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছ ?" তাঁরা তখন তাঁকে বিষয়টা সম্পর্কে জানলেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বললেন ঃ " তারা হচ্ছে ঐসব লোক যারা তাবীজ তুমারের কারবার করে না এবং করায়ও না। আর তারা কোন কিছুকে শুভ ও অশুভ লক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করে না এবং তারা একমাত্র তাদের প্রতিপালক আল্লাহর ওপরই তাওয়াক্কুল করে। এ কথা শুনে উক্কাশা ইব্‌ন মুহ্‌সিন (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যাতে তিনি যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনি বললেন, "তুমি তাদের মধ্যকার একজন।" তারপর আর একজন উঠে বললেন, আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যাতে আমাকেও তিনি তাঁদের মধ্যে গণ্য করেন। তিনি বললেন ঃ "উক্কাশা এ ব্যাপারে তোমার উপর বিজয়ী।" (বুখারী ও মুসলিম)

٧٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ امَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِىْ أَنْتَ الْحَىُّ الَّذِىْ لاَتَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৫. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি তোমারই জন্য ইসলাম গ্রহণ অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করেছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, তোমারই ওপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে ধাবিত হয়েছি এবং তোমারই নিকট ফয়সালা প্রার্থী হয়েছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার সম্মানের মাধ্যমে আশ্রয় চাই। যাতে তুমি আমাকে গোমরাহ না করে দাও। তুমি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। তুমি চিরঞ্জীব। তুমি মরবে না। আর জিন্ ও মানুষ সবই মরে যাবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

٧٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ قَالَهَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِيْنَ أُلْقِىَ فِى النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدًا ﷺ حِيْنَ قَالُوْا : انَّ النَّاسَ قَدْجَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৭৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সাল্লামকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হল, তখন তিনি বলেছিলেন, حسبنا الله .... "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল'– "আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।" আর লোকেরা যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথীদেরকে বলেছিল যে, মুশরিকরা তোমদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে ভয় কর, তখন এতে তাদের ঈমান বেড়ে গেছে এবং তারা বলেছে যে, আল্লাহ-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক। (বুখারী)

٧٧- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "জান্নাতে এমন অনেক লোক যাবে যাঁদের অন্তর পাখীর অন্তরের মত হবে।" (মুসলিম)

٧٨- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّه غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ قَفَلَ مَعَهُمْ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِيْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاءِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّجَرِ وَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ تَحْتَ سَمُرَةَ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُوْلُ اَللّٰه ﷺ يَدْعُوْنَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : إِنَّ هٰذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِيْ وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِيْ يَدِهِ صَلْتًا قَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ ؟ قُلْتُ : اَللّٰهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يُعَاقِبَهُ وَجَلَسَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَإِذَا اَتَيْنَ عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيْلَةً تَرَكْنَاهَا لِرَسُوْلِ اللّٰه ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَسَيْفُ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ : تَخَافُنِيْ؟ قَالَ لاَ فَقَالَ مَنْ يَّمْنَعُكَ مِنِّى؟ قَالَ : وَفِيْ رِوَايَةٍ أَبِىْ بَكْرٍ الْأَسْمَاعِيْلِيِّ فِيْ صَحِيْحِهِ فَقَالَ : مَنْ يَّمْنَعُكَ مِنِّى؟ قَالَ ؟ اَللّٰهُ ، فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السَّيْفُ فَقَالَ : مَنْ يَّمْنَعُكَ مِنِّى؟ فَقَالَ : كُنْ خَيْرًا أَخَذَ فَقَالَ : تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنِّى رَسُوْلُ اللّٰه؟ قَالَ : لاَ وَلٰكِنِّى أُعَاهِدُكَ أَنْ لاَّ أُقَاتِلَكَ وَلاَ أَكُوْنَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُوْنَكَ فَخَلَّى سَبِيْلَهُ ، فَأَتَى أَصْحَابَه فَقَالَ : جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِالنَّاسِ -

৭৮. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নাজ্‌দের দিকে কোনো এক জায়গায় জিহাদ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন ফিরে এলেন তখন তিনিও তাঁর সাথে ফিরে এলেন। দুপুরে তাঁরা সকলেই এমন এক ময়দানে এসে হাযির হলেন যেখানে অনেক কাঁটাওয়ালা গাছপালা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে নামলেন এবং অন্যান্য লোকেরা গাছের ছায়ার সন্ধানে ছড়িয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বাবলা গাছের ছায়ায় গেলেন এবং তাঁর তলোয়ারখানি গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখলেন। আমরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ডাকতে লাগলেন। সে সময় তাঁর নিকট একজন গ্রাম্য লোক দেখলাম। তিনি বললেন ঃ "এই লোকটি আমার ঘুমন্ত

অবস্থায় আমার উপর আমার তলোয়ার উঁচু করেছিল। আমি জেগে দেখি তার হতে উলংগ তলোয়ার। সে আমাকে বলল, 'কে তোমাকে এখন আমার হাত থেকে বাঁচাবে ? আমি তিনবার বললাম, "আল্লাহ্।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটিকে কোন শাস্তি দিলেন না এবং বসে পড়লেন। (বুখারী ও মুসিলম)

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ একদিন আমরা 'যাতুর রিকা' যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগে ছিলাম। এ সময় আমরা একটি ছায়াদানকারী গাছের কাছে এলাম। এ গাছটিকে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরামের জন্য ছেড়ে দিলাম। মুশরিকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি এলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তলোয়ারটি ঝুলানো ছিল গাছের সাথে। লোকটি তলোয়ারটি খুলে নিয়ে বললো, 'আপনি আমাকে ভয় করেন ? তিনি জবাব দিলেন, না। সে আবার বললো, তাহলে আমার হাত থেকে আপনাকে কে রক্ষা করবে। তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ। আর আবু বকর ইসমাঈলী (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থে যে রিওয়ায়েতটি উল্লেখ করেছেন তাতে বলা হয়েছে ঃ মুশরিকটি বললো,কে আপনাকে আমার হাত থেকে বাঁচাবে? তিনি জবাবে বললেন, "আল্লাহ"। এতে তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তলোয়াটি তুলে নিলেন এবং তাকে বললেন ঃ কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? সে জবাব দিলে ঃ 'আপনি সর্বোত্তম ধারণাকারী হয়ে যান।' তিনি বললেন ঃ "তুমি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বূদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল।" সে জবাব দিল ঃ 'না' আমি এ স্বীকারোক্তি করি না। তবে আমি আপনার সাথে লড়াই করবো না এবং যারা আপনার সাথে লড়াই করে তাদের সাথেও সহযোগিতা করবো না।(এ কথায়) তিনি তার পথ ছেড়ে দিলেন। এরপর মুশরিকটি তার সাথীদের কাছে এলো এবং তাদেরকে বললো ঃ আমি সর্বোত্তম মানুষটির সাথে সাক্ষাত করে তোমাদের কাছে এসেছি।

٧٩- عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৭৯. হযরত উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "যদি তোমরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করার হক আদায় করতে অর্থাৎ সঠিক তাওয়াক্কুল কর তবে তিনি পাখীকে রিযিক দেওয়ার মতই তোমাদেরকেও দিতেন। পাখী তো সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধায় ভরা পেটে ফিরে আসে।"(তিরমিযী)

٨٠- عَنْ أَبِيْ عُمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا فُلَانُ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ : اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ

إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَمَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، امَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي انْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮০. হযরত বারা'আ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "হে অমুক! যখন তুমি তোমার বিছানায় শয়ন করতে যাও তখন বল ঃ ' হে আল্লাহ!' আমি আমার নিজেকে তোমার নিকট সমর্পণ করে দিয়েছি, আমি আমার চেহারাকে তোমার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি, আমার ব্যাপারটা তোমার নিকট সোপর্দ করেছি এবং আমার পিঠখানা তোমার দিকে লাগিয়ে দিয়েছি। আর এসব কিছু তোমার শাস্তির ভয়ে এবং তোমার পুরস্কারের আশায় করেছি। তুমি ছাড়া কোথাও আশ্রয়ের জায়গা নেই, তুমি ছাড়া বাঁচবার কোন স্থান নেই। আমি তোমার কিতাবের ওপর ঈমান এনেছি, যা তুমি নাযিল করেছ। তোমার প্রেরিত নবীর প্রতিও ঈমান এনেছি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যদি তুমি ঐ রাতেই মারা যাও তাহলে ইসলামের অবস্থায় তোমার মৃত্যু হবে। আর যদি সকালে জীবিত থাক তাহলে কল্যাণ লাভ করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

٨١- عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَبْدِ اللّٰهِ بْهِ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِيْنَ عَمْرِوبْنِ كَعْبِ ابْنِ سَعْدِيْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَىٍّ بْنِ غَالِبٍ الْقُرَيْشِيِّ التَّيْمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَهُوَ وَأَبُوْهُ وَأُمُّهُ صَحَابَةٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ : نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِيْنَ وَنَحْنُ فِيْ الْغَارِوَهُمْ عَلَى رُؤُسِنَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لاَبْصَرَنَا فَقَالَ : مَاظَنُّكَ يَا اَبَابَكْرٍ بِاِثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে (মদীনা শরীফে হিজরতের সময় সাওর পাহাড়ের) গুহায় থাকাকালীন মুশরিকদের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। আর তারা তখন আমাদের মাথার উপরে ছিল। আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! যদি এখন তাদের কেউ তাদের পায়ের নিচ দিয়ে তাকায়, তবে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, "হে আবু বকর! এমন দু'জন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাঁদের সাথে তৃতীয়জন হচ্ছেন মহান আল্লাহ।" (বুখারী ও মুসলিম)

٨٢- عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ سَلَمَةَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ حُذَيْفَةَ الْمَخْزُوْمِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ :

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ، أَوْأَجْهَلَ أَوْيُجْهَلَ عَلَىَّ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ -

৮২. হযরত উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর বাড়ী থেকে বের হতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহর নামে বের হচ্ছি এবং তাঁর উপর ভরসা করছি। হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই যেন আমি পথভ্রষ্ট না হই অথবা আমাকে পথভ্রষ্ট না করা হয়। আমি যেন দীন থেকে সরে না যাই অথবা আমাকে সরিয়ে না দেয়া হয়। আমি যেন কারও উপর যুলুম না করি অথবা আমার উপর যুলুম না করা হয়। আমি যেন মূর্খতা অবলম্বন না করি অথবা আমি মূর্খতার শিকার না হয়ে যাই।" (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

٨٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَعْنِىْ "بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ" يُقَالُ لَه هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ -

৮৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি তার বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলে ঃ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ "বিস্‌মিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি ওয়া লা-হাওলা ওয়া-লা- কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহি - আল্লাহর নামে বের হলাম এবং আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। আর আল্লাহ ছাড়া কারও কাছ থেকে কোন শক্তি পাওয়া যায় না।" (এরূপ দু'আ করলে) তাকে বলা হয়, তোমাকে হিদায়াত দেয়া হয়েছে, তোমাকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছে এবং তোমার হিফাযতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর শয়তান তার থেকে দূরে চলে যায়। (আবু দাঊদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

٨٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَ أَحَدَهُمَا يَأْتِىْ النَّبِىَّ ﷺ وَالاخَرُيَحْتَرِفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৮৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে দুই ভাই ছিল। তাদের একজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আসত, আর একজন নিজ পেশায় মগ্ন থাকত। ভাই এর বিরুদ্ধে (কর্মব্যস্ত ভাই) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে অভিযোগ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "খুব সম্ভব তোমাকে তারই বরকতে রিযিক দেয়া হচ্ছে। (তিরমিযী)

بَابُ الإِسْتِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিকামাত-অবিচল নিষ্ঠা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ" (هود : ١١٢)

'তোমাকে যেমন হুকুম করা হয়েছে তেমনই (দীনের পথে) অবিচল থাক।' (সূরা হূদঃ ১১২)

"إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لاَتَخَافُوْا وَلاَتَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ نُزُلاً مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ" (حٰمٓ السجدة : ٣٠-٣٢)

"যারা (আন্তরিকভাবে) অংগীকার করে যে, আল্লাহ্ আমাদের রব এবং তারা এ কথার উপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট ফিরিশ্‌তা নাযিল হয়ে বলতে থাকে, ভয় করো না, দুশ্চিন্তা করো না, আর সেই জান্নাতের সুখবর গ্রহণ কর, যার ওয়াদা তোমাদের নিকট করা হয়েছে। আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু আর পরকালেও। সেখানে (জান্নতে) আমাদের মন যা আকাঙ্ক্ষা করবে এবং যা কিছু চাইবে তা সবই পাবে। এসব সেই আল্লাহর তরফ থেকে মেহমানদারী হিসেবে পাবে যিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতি দয়াবান।" (সূরা হা-মীম-আস-সিজ্‌দাহ ঃ ৩০-৩২)

"إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ ، أُوْلٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ" ـ

"যারা বলে, আল্লাহ্ আমাদের রব এবং তারা এ কথার উপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় ও নেই, তারা দুশ্চিন্তাও করবে না। তারাই দুনিয়ায় যে কাজ করছিল তার পরিনামে জান্নাতবাসী হয়ে চিরকাল সেখানে থাকবে।"(সূরা আহ্‌কাফ ঃ ১৩ ও ১৪)

٨٥- عَنْ أَبِىْ عَمْرٍو وَقِيْلَ أَبِىْ عَمْرَةَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِىْ فِى الْإِسْلَامِ قَوْلاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

৮৫. হযরত সুফিয়ান ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি আমাকে ইসলামের ব্যাপারে এমন কথা বলে দিন যেন আপনি ছাড়া অন্য কাউকে আর সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে না হয়। তিনি বললেন ঃ "বল আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি তারপর এর ওপর অবিচল থাক।"(মুসলিম)

٨٦- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَارِبُوْا وَسَدِّدُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّه لَنْ يَّنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِه "قَالُوْا : وَلاَ أَنْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَّتَغَمَّدَنِىَ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা (দীনের ব্যাপারে) ভারসাম্য বজায় রাখ এবং এর উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাক। আর জেনে রাখ তোমাদের কেউ তার আমলের সাহায্যে মুক্তি পাবে না।" সাহাবা কেরাম (রা) জিজ্ঞেস করলেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও কি ? তিনি বললেন, 'আমিও পাব না, তবে যদি আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে নিয়ে নেন।' (মুসলিম)

بَابُ فِى التَّفَكُّرِ عَظِيْمِ مَخْلُوْقَاتِ اللّٰهِ تَعَالَى وَفَنَاءِ الدُّنْيَا وَأَهْوَالِ الاٰخِرَةِ وَسَائِرِ أُمُوْرِهِمَا وَتَقْصِيْرِ النَّفْسِ وَتَهْذِيْبِهَا وَحَمْلَهَا عَلَى الْإِسْتِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর মহান সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা এবং দুনিয়ার ধ্বংস ও আখিরাতের অবস্থা দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমানো এবং জীবনকে সুন্দর করার জন্য দৃঢ়তা অবলম্বন করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا"

"বলে দিন ঃ আমি তোমাদের শুধু একটা নসীহত করছি। (সেটা এই যে) আল্লাহর জন্য তোমরা একা একা ও দুই দইজন গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণা করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।"(সূরা সাবা ঃ ৪৬)

إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِأُولِى الْأَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - (اٰل عمران : ١٩٠ - ١٩١)

"আস্‌মান ও যমীন সৃষ্টির ব্যাপারে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত-সব অবস্থায়ই আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আস্‌মান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে। হে আল্লাহ! আপনি এসব বৃথা ও অর্থহীন সৃষ্টি করেননি, আপনি অতি পবিত্র। অতএব আপনি আমাদের আগুনের আযাব থেকে বাঁচান।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০, ১৯১)

أَفَلاَ يَنْظُرُوْنَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ -

"তারা কি উটগুলো দেখে না সেগুলো কেমন করে সৃষ্টি করা হয়েছে ? আস্‌মানকে দেখে না কিভাবে তাকে উঁচু করা হয়েছে ? পাহাড়গুলোকে দেখে না কিভাবে সেগুলোকে মজবুতভাবে দাঁড় করানো হয়েছে ? আর যমীনকে দেখে না, কিভাবে তা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে ? সে যাই হোক আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। কেননা আপনি তো একজন উপদেশদানকারী মাত্র।" (সূরা গাশিয়াহ ঃ ১৭–২১)

أَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا .... الاية -(يوسف : ١٠٩)

"তারা কি পৃথিবীর বুকে পরিভ্রমণ করে না আর দেখে না" -- পূর্ববর্তীদের (কাফির, মুশরিক ও আল্লাহদ্রোহীদের পরিণাম কি হয়েছে ?) (সূরা ইউসুফ ঃ ১০৯)

[এ বিষয়ের হাদীস ইতিপূর্বে উপস্থাপিত হয়েছে]

بَابٌ فِى الْمُبَادِرَةِ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَحِثٌ مَنْ تَوَجَهِ لِخَيْرٍ عَلَى الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ بِالْجِد مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ কল্যাণমূলক কাজে প্রতিযোগিতা ও তাৎক্ষণিক তৎপরতা এবং সব কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ (البقرة : ١٤٨)

"তোমরা কল্যাণমূলক কাজে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অগ্রসর হও।" (সূরা বাকারা ঃ ১৪৮)

وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ (آل عمران : ١٣٣)

"সেই পথে দ্রুতগতিতে চল যা তোমাদের আল্লাহ্‌র ক্ষমা এবং আসমান ও যমীনের সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে চলে গিয়েছে এবং যা মুত্তাকী লোকদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৩)

٨٧– عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ : يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِىْ كَافِرًا ; وَيُمْسِىْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা ক্ষণকাল বিলম্ব না করে সৎকাজে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে যাও। কারণ শীঘ্রই অন্ধকার রাতের অংশের মত ফিত্‌না দেখা দেবে। তখন মানুষ সকাল বেলা মু'মিন থাকবে, সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। আবার সন্ধায় মু'মিন থাকবে, সকালে কাফির হয়ে যাবে। তারা দীনকে দুনিয়ার স্বার্থের বদলে বিক্রি করবে।" (মুসলিম)

٨٨- عَنْ أَبِي سِرْوَعَةَ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوْا مِنْ سُرْعَتِهِ قَالَ : "ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮৮. হযরত আবু সিরওয়া উক্‌বা ইব্‌ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লমের পিছনে মদীনায় আসরের নামায আদায় করলাম। তিনি সালাম ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন এবং লোকদের ঘাড়ের উপর দিয়েই তাঁর বিবিগণের কারো কামরার দিকে গেলেন। লোকেরা তাঁর এই দ্রুতগতি দেখে ঘাবড়ে গেল। তারপর তিনি বেরিয়ে এসে দেখলেন যে লোকেরা তাঁর দ্রুতগতির কারণে হতবাক হয়ে গিয়েছে। তিনি তখন বললেন ঃ এক টুক্‌রা সোনা বা রূপার কথা মনে পড়েছিল, যা আমাদের নিকট ছিল। আমার নিকট তা থাকা পছন্দ করলাম না। তাই ওটাকে বিতরণ করে দেয়ার হুকুম দিয়ে এলাম। (বুখারী)

٨٩- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتَ فَأَيْنَ أَنَا ؟ قَالَ فِي الْجَنَّةِ " فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৯. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওহোদ যুদ্ধের দিন জিজ্ঞেস করল, আমি যদি নিহত হয়ে যাই তবে আমি কোথায় হব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "জান্নাতে।" তখন তিনি তাঁর হাতের খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে লড়াই করলেন। অবশেষে শহীদ হয়ে গেলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا ؟ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ : لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا ، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কোন সাদাকায় (দানে) সবচেয়ে বেশী সাওয়াব? তিন বললেন ঃ "তুমি এমন অবস্থায় দান করবে যে, তুমি সুস্থ আছ, মালের প্রতি লোভ আছে, অভাব-অনটনকে ভয় করছ এবং সম্পদের আকাঙ্ক্ষা করছ। তুমি দান করার ব্যাপারে এমনভাবে কার্পণ্য করো না যে, শেষে মৃত্যুর মুহূর্ত এসে যায় এবং তখন তুমি এ কথা বল যে, এ পরিমাণ অমুকের এবং সে পরিমাণ অমুকের। অথচ অমুকের জন্য সে মাল নির্ধারণ হয়েই গিয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

٩١- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ مَنْ يَأْخُذُ مِنِّى هٰذَا فَبَسَطُوْا أَيَايِهُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُوْلُ : أَنَا أَنَا فَقَالَ : فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ؟ فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ أَبُوْ دُجَانَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَا اٰخُذُهُ بِحَقِّهِ فَأَخَذَه فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِيْنَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূললুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহুদের যুদ্ধের দিন একখানা তলোয়ার নিয়ে বললেন ঃ " কে আমার কাছ থেকে এটা নেবে ? লোকদের প্রত্যেকেই বলতে লাগল, আমি আমি। তিনি বললেন, "কে এটার হক আদায় করার জন্য নেবে? এ কথায় সব লোক থেমে গেল। তখন আবু দুজানা (রা) বললেন, 'আমি এর হক আদায় করার জন্য নেব।' তিনি সেটা নিয়ে মুশরিকদের শিরচ্ছেদ করলেন। (মুসলিম)

٩٢- عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ قَالَ أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَاتَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ : اِصْبِرُوْا فَإِنَّه لاَ يَأْتِىْ زَمَانٌ إِلاَّ وَالَّذِىْ بَعْدَهُ شَرٌّمِنْهُ حَتّٰى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৯২. হযরত যুবাইর ইব্ন আদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা) নিকট এসে হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের তরফ থেকে আমরা যে কষ্ট পাচ্ছিলাম তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলাম। তিনি বললেন, 'সবর কর, কারণ যে কোন যুগই আসুক না কেন, তার পরবর্তী যুগ অধিকতর খারাপ। এ অবস্থা তুমি তোমার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত চলবে। আমি একথা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। (বুখারী)

٩٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا : هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ إِلاَّ فَقْرًا مُنْسِيًا أَوْ غِنًى مُطْغِبًا ، أَوْمَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَوِ الدَّجَّالَ فَشَرٌّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ و أَوِ السَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৯৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা সাতটি জিনিসের পূর্বেই অবিলম্বে সকল কাজ করে ফেল। তোমরা কি এর অপেক্ষায় থাকাবে যে, এমন দারিদ্র আসুক যা ইসলামের নির্দেশ পালন থেকে ভুলিয়ে রাখে ? অথবা এমন ধন-সম্পদ আসুক যা ইসলাম বিরোধিতার দিকে ঠেলে দেয় ? অথবা এমন রোগ হোক যা শরীরকে খারাপ করে দেয়? অথবা এমন বার্ধক্য আসুক যা বুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয়? অথবা মৃত্যু এসে পড়ুক? অদৃশ্য দুষ্ট দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করুক? অথবা কিয়ামাত এসে যাক? আর কিয়ামাত তো খুবই ভীষণ ও তিক্ত। (তিরমিযী)

٩٤- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ : لَأُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ، يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَى يَدَيْهِ ؛ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ، فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءَ أَنْ أُدْعَى لَهَا فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا وَقَالَ : إِمْشِ وَلاَ تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكَ فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ فَصَرَخَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى مَاذَا أُقَاتِلَ النَّاسَ؟ قَالَ : قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَقَدْ مَنَعُوْا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

৯৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারের যুদ্ধের দিন বলেছেন ঃ এই পতাকা এমন একজনকে দিবে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে-ভালবাসে। তাঁর হাতে মহান আল্লাহ বিজয় দিবেন। হযরত উমর (রা) বলেন, আমি ঐদিন ছাড়া আর কখনও নেতৃত্ব পছন্দ করিনি। তাই আমার সেজন্য আকাংক্ষা হল যে, আমাকে ডাকা হোক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা)-কে ডেকে তাকেই সে ঝান্ডা দিলেন এবং বললেন, "চলে যাও, কোন দিক তাকাবে না যতক্ষণ না তোমাকে আল্লাহ বিজয় দেন।" হযরত আলী (রা) একটু চলেই দাঁড়ালেন, কিন্তু কোন দিকে তাকালেন না এবং চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিসের ভিত্তিতে (এবং কতক্ষণ পর্যন্ত) লোকদের সাথে লড়াই করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তারা এই কথা সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত লড়াই করবে যে," আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, আর মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল।" তারা এ সাক্ষ্য দিলে তোমার হাত থেকে তারা তাদের জানমাল রক্ষা করতে পারবে। তবে ইসলামের হক্ তাদের আদায় করতে হবে। আর তাদের হিসাব নিকাশ আল্লাহর দায়িত্বে। (মুসলিম)

بَابٌ فِى الْمُجَاهَدَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুজাহাদা – সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা সাধনা করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ-

"যারা আমার জন্য চেষ্টা সংগ্রাম করবে তাদেরকে আমি আমার পথ দেখাব। আর নিশ্চিত আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের সাথে রয়েছেন।"(সূরা আনকাবূত ঃ ৬৯)

"وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ"- (الحجر : ٩٩)

"তুমি তোমার রবের ইবাদত কর সেই (মৃত্যুর) মুহূর্ত পর্যন্ত যা তোমার নিকট সুনিশ্চিতভাবে আসবে অর্থাৎ মৃত্যু।" (সূরা হিজ্‌র্ ঃ ৯৯)

"وَاذْكُرِاسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلاً" -(المزمل : ٨)

"তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ করতে থাক এবং সবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে একমাত্র তাঁরই দিকে মনোনিবেশ কর।" (সূরা মুয্‌যাম্মিল ঃ ৮)

"فَمَن يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ"- (الزلزال: ٧)

"অতঃপর কোনো ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করলেও তা দেখতে পাবে।" (সূরা যিল্‌য়াল্ ঃ ৭)

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ أَجْرًا -

"আর যে কোনো ভাল কাজ তোমরা আগে করে রাখবে, তা আল্লাহর কাছে উত্তম ও বিরাট বিনিময়রূপে পাবে।" (সূরা মুয্‌যাম্মিল ঃ ২০)

"وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ" - (البقرة : ٢٧٣)

"তোমরা যে ভাল কাজ করবে তা আল্লাহ্ খুব ভাল করে জানেন।" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৩)

٩٥- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ عَادَى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَئٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُبِهِ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِىْ أَعْطَيْتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِىْ لَأُعِيْذَنَّهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৯৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মহান আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার অলীকে (বন্ধুকে) কষ্ট দেয় আমি তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা দেই। আমার বান্দা আমার আরোপিত ফরয কাজের মধ্যে যা আমার নিকট প্রিয় তার মাধ্যমে এবং নফল কাজের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এভাবে (এক স্তরে) আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। আর যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। আর যদি সে আমার নিকট কিছু চায়, আমি তাকে দেই। আর যদি আমার নিকট আশ্রয় চায় তাহলে আমি তাকে আশ্রয় দেই। (বুখারী)

٩٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৯৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ "বান্দা যখন আধ হাত আমার দিকে এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দুই হাত এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার কাছে হেঁটে আসে, আমি তার কাছে দৌড়িয়ে যাই।" (বুখারী)

٩٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ : اَلصِّحَّةُ ، وَالْفَرَاغُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৯৭, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "দু'টি নিয়ামত (আল্লাহর দান) যার ব্যাপারে বহু লোক ক্ষতিগ্রস্থ তা হচ্ছে ঃ স্বাস্থ্য ও অবসর সময়।" (বুখারী)

٩٨- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ ؟ أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯৮. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে এত বেশী ইবাদত করতেন যে, তাতে এমনকি তাঁর পা মুবারক দু'খানা ফুলে ফেটে যেত। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এরূপ করছেন কেন, আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি তো আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন? তিনি বললেন ঃ "আমি কি আল্লাহর শুকুরগুযার বান্দা হওয়া পছন্দ করব না?" (বুখারী ও মুসলিম)

٩٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯৯। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (রমযান মাসের) শেষ দশক এলে সারা রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং পরিবারবর্গকেও জাগিয়ে দিতেন। এ সময় তিনি কোমর বেঁধে ইবাদতে লেগে যেতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ : قَدَرَ اللّٰهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ؛ فَإِنَّ لَوْ تُفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১০০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "শক্তিশালী মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিনের চেয়ে বেশী ভাল ও বেশী প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। যা তোমার জন্য উপকারী তার প্রতি লোভ কর এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। আর দুর্বল হয়ো না। যদি তোমার কোন বিপদ আসে, তবে এ কথা বলো না যে, যদি আমি এরূপ করতাম, তাহলে ঐরূপ হতো। বরং এ কথা বল যে, আল্লাহ তাক্দীরে এটাই রেখেছে এবং তিনি যা চান তাই করেন। কেননা 'যদি' শব্দটি শয়তানের কার্যক্রমের দরজা খুলে দেয়। (মুসলিম)

١٠١- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১০১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "দোযখকে লোভনীয় জিনিস দিয়ে আড়াল করে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে দুঃখ-কষ্টের আড়ালে রাখা হয়েছে।"(বুখারী ও মুসলিম)

١٠٢- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ، ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّيْ بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ اٰلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيْهَا تَسْبِيْحٌ سَبَّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ، فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً قَرِيْبًا مِمَّا رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ، فَكَانَ سُجُوْدُهُ قَرِيْبًا مِنْ قِيَامِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১০২. হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক রাতে নামায পড়েছি। তিনি সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা শুরু করলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি হয়ত ১০০ আয়াত পড়ে রুকু করবেন। কিন্তু তিনি তারপরও পড়তে লাগলেন। ভাবলাম, তিনি হয়ত এ সূরা এক রাকাতেই পড়ে শেষ করবেন। তিনি একাধারে পড়তে থাকলেন। ভাবলাম, এরপরই রুকু করবেন। কিন্তু তিনি সূরা নিসা শুরু করে দিলেন। এটা পড়ে শেষ করে তিনি সূরা আলে ইমরান শুরু করলেন। তিনি ধীরেধীরে তার্‌তীলের সাথে পড়ছিলেন। যখন এমন কোন আয়াত পড়তেন যাতে আল্লাহর তাসবীহ্ (প্রশংসা) বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে তিনি তাসবীহ্ পড়তেন। আর যেখানে কোন কিছু চাওয়ার আয়াত পড়তেন সেখানে তিনি আল্লাহর নিকট চাইতেন। আবার যেখানে আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত পড়তেন সেখানে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তারপর তিনি রুকুতে গিয়ে বলতে লাগলেন, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' (আমার মহান প্রভূ পবিত্র)। তাঁর রুকুও কিয়ামের (দাঁড়িয়ে সূরা বাকারা পড়ার) মত দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' (যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, তিনি তার প্রশংসা শুনেন)বললেন। তারপর প্রায় রুকুর মত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর সিজ্‌দায় গিয়ে বললেন ঃ "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" (আমার রব পবিত্র যিনি সর্বোচ্চ)। তাঁর সিজ্‌দাও দাঁড়ানোর মত দীর্ঘ ছিল। (মুসলিম)

١٠٣- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتّٰى هَمَمْتُ بِأَمْرٍ سَوْءٍ قِيْلَ : وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ " هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১০৩. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে একদিন নামায আদায় করেছি। তিনি নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। এমনকি আমি একটা খারাপ কাজের ইচ্ছা করলাম। এ কথায় ইব্‌ন মাসউদকে জিজ্ঞেস করা হল যে, কি খারাপ কাজের ইচ্ছা করেছিলে? তিনি বললেন, আমি তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ার ইচ্ছা করেছিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتْبَعُ الْمَيْتَ ثَلاَثَةٌ : أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১০৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ "মৃত ব্যক্তিকে তিনটি জিনিস অনুসরণ করে ঃ তার পরিবার, তার মাল এবং তার আমল। তারপর দু'টি ফিরে আসে, আর একটি সাথে রয়ে যায়। ফিরে আসে তার পরিবার ও মাল। আর রয়ে যায় তার আমল। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٥- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১০৫. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "জান্নাত তোমাদের প্রত্যেকের জন্য তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটে। আর দোযখও তাই।" (বুখারী)

١٠٦- عَنْ أَبِىْ فِرَاسٍ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ خَادِمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ أَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَتِيْهِ بِوَضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ : سَلْنِىْ فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ فَقَالَ أَوْغَيْرَ ذٰلِكَ؟ قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ قَالَ : فَأَعِنِّىْ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১০৬. আবু ফিরাস রাবি'আ ইব্‌ন কা'ব আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদিম এবং আসহাবে সুফ্‌ফার একজন ছিলেন। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রাত যাপন করতাম এবং তাঁকে অযূর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম। (একবার) তিনি আমাকে বললেন ঃ "আমার নিকট (তোমার যা ইচ্ছা) চাও।"আমি বললাম, আমি জান্নাতে আপনার সাথে থাকতে চাই। তিনি বললেন ঃ এছাড়া আর কিছু ? আমি বললাম, ওটাই চাই। তিনি বললেন ঃ "তাহলে তুমি তোমার নিজের জন্য বেশী বেশী সিজ্‌দা (অর্থাৎ নামায) দ্বারা আমাকে সাহায্য কর।" (মুসলিম)

١٠٧- عَنْ أَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ وَيُقَالُ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১০৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত দাস হযরত সাওবান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ "তোমার বেশী বেশী সিজ্‌দা করা উচিত। কেননা তুমি আল্লাহর জন্য একটা সিজ্‌দা করলেই তা দ্বারা আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে একটা উচ্চমর্যাদা দান করেন এবং তোমার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন"। (মুসলিম)

١٠٨- عَنْ أَبِىْ صَفْوَانَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ الْأَسْلَمِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

১০৮. হযরত আবু সাফওয়ান আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুস্‌র্ আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিঁ ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "সেই ব্যক্তি উত্তম যার বয়স দীর্ঘ এবং কাজ সুন্দর।"(তিরমিযী)

١٠٩- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ غَابَ عَمِّيْ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِيْنَ لَئِنِ اللّٰهُ أَشْهَدَنِيْ قِتَالَ الْمُشْرِكِيْنَ لَيُرِيَنَّ اللّٰهَ مَا أَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ (يَعْنِيْ أَصْحَابَه) وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ (يَعْنِي الْمُشْرِكِيْنَ) ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُبْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ : يَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْجَنَّةُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِنِّيْ أَجِدُ رِيْحَهَا مِنْ دُوْنِ أُحُدٍ! فَقَالَ سَعْدٌ : فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا صَنَعَ ! قَالَ أَنَسٌ : فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِيْنَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُوْنَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ وَ قَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نُرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِ وَفِيْ أَشْبَاهِهِ : "مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ" إِلٰى اٰخِرِهَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

১০৯. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস ইব্‌ন নাদর (রা)) বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তাই তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি এই প্রথম যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলাম যা আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করেছিলেন। যদি আল্লাহ আমাকে এখন মুশরিকদের সাথে কোন যুদ্ধে হাযির করে দেন তাহলে আমি কি করি তা নিশ্চয়ই আল্লাহ (মানুষকে) দেখিয়ে দিতেন। তারপর ওহুদের যুদ্ধের দিন এলে, মুসলিমগণ কাফিরদের আক্রমণের সম্মুখীন হলেন, তখন আনাস ইব্‌ন নাদ্‌র (রা) বললেন, হে আল্লাহ! আমার সাথীরা যা করেছে, আমি সেজন্য তোমার নিকট ওযর পেশ করছি এবং মুশরিকদের কার্যকলাপ থেকে আমার সকল প্রকার সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি। তারপর তিনি অগ্রসর হলে সা'দ ইব্‌ন মু'আযের সাথে দেখা হল। তখন তাকে তিনি বললেন, হে সা'দ ইব্‌ন মু'আয! কা'বার রবের কসম! আমি ওহুদের পিছন থেকে জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি। সা'দ (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে যে কি করেছে তা বর্ণনা করতে পারি না। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমরা তাঁর শরীরে তলোয়ারের অথবা বর্শার অথবা তীরের ৮০ টির বেশী আঘাত দেখতে পেয়েছি। আরও দেখলাম, সে শহীদ হয়ে গিয়েছে, আর মুশরিকরা তাঁর শরীরের অংগ কেটে দিয়েছে। তাই আমরা কেউ তাকে চিনতেই পারলাম না। তবে তাঁর বোন তাঁর আঙ্গুলের ডগা দেখে তাকে চিনতে পেরেছে। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আমরা ধারণা করতাম যে, তাঁর ও তাঁর মত লোকদের ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ .... مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ

"ঈমানদারদের মধ্যে এমন সব লোক রয়েছে যারা আল্লাহর নিকট কৃত ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করেছে, আর কেউ অপেক্ষায় আছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

١١٠- عَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍوالْأَنْصَارِىِّ الْبَدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ اٰيَةُ الصَّدْقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ عَلٰى ظُهُوْرِنَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَىٍ كَثِيْرٍ فَقَالُوْا: مُرَاءٍ وَجَاءَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، فَقَالُوْا : إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنْ صَاعٍ هٰذَا فَنَزَلَتْ : الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ الاٰيَةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১১০. হযরত আবু মাসউদ উক্‌বা ইব্‌ন আম্‌র আনসারী বাদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন 'সাদাকার' আয়াত নাযিল হল, তখন আমরা পিঠে বোঝা বহন করতাম। (এ কাজের মজুরী থেকে আমরা সাদাকা দান করতাম।) এমন অবস্থায় একজন লোক এসে বেশী পরিমাণে সাদাকা দান করল। মুনাফিকরা বলল, এ ব্যক্তি রিয়াকার (লোক দেখানো কাজ করে) এরপর আর একজন লোক এসে এক সা' পরিমাণ সাদাকা দান করল। মুনাফিকরা বলল, আল্লাহ এই এক সা' পরিমাণ সাদাকার মুখাপেক্ষী নন। তখন এই আয়াত নাযিল হল ঃ "তিনি সেই কৃপণ ধনশালী লোকদেরকে খুব ভাল করে জানেন যারা আন্তরিক সন্তোষ ও আগ্রহের সাথে দানকারী ঈমানদার লোকদের আর্থিক ত্যাগ স্বীকার সম্পর্কে বিদ্রুপাত্মক কথা বলে, যা তারা নিজেদের অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করেই দান করে। তাদের (বিদ্রুপকারীদের) প্রতি আল্লাহ বিদ্রুপ করেন এবং তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

١١١- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِىْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِىِّ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِى عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى أَنَّهُ قَالَ : يَا عِبَادِىْ إِنِّىْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِىْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا، يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِىْ أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِىْ اُطْعِمْكُمْ ، يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِىْ أَكْسُكُمْ ، يَا عِبَادِىْ إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ وَاغْفِرْلَكُمْ ، يَا عِبَادِىْ أَنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْا ضُرِّىْ فَتَضُرُّوْنِىْ وَلَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِىْ فَتَنْفَعُوْنِىْ ، يَا عِبَادِىْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ

وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلَى أَتْقَى قَلْبَ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا . يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْا فِيْ صَعِيْدٍ فَسَأَلُوْنِيْ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِيْ إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيْكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ ، قَالَ سَعِيْدٌ كَانَ أَبُوْ إِدْرِيْسَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيْثِ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১১১. হযরত আবু যার জুনদুব ইব্ন জুনাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ "হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুলুমকে হারাম করে রেখেছি এবং তোমাদের মধ্যেও তা হারাম করেছি। কাজেই তোমরা পরস্পর যুলুম করো না। হে আমার বান্দারা! আমি যাকে হিদায়াত দিয়েছি সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট। কাজেই আমার কাছে হিদায়াত চাও, আমি তোমাদেরকে হিদায়াত দেব। হে আমার বান্দারা! আমি যাকে খাদ্য দিয়েছি সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত। কাজেই আমার কাছে খাদ্য চাও, আমি তোমাদেরকে খাদ্য দেব। হে আমার বান্দারা! আমি যাকে কাপড় দিয়েছি সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই নেংটা। কাজেই আমার কাছে কাপড় চাও, আমি তোমাদেরকে কাপড় দিব। হে আমার বান্দারা! তোমরা রাত-দিন ভুল করে থাক, আর আমি সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেই। কাজেই তোমরা আমার কাছে গুনাহ ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আমার কোন লাভও করে দিতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জিন্ ও মানুষ তোমাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠতম আল্লাহ্ ভীরুর হৃদয়ের মত হৃদয়সম্পন্ন হয়ে যায়, তবুও তাতে আমার রাজত্বের এতটুকু মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জিন্ ও মানুষ তোমাদের মধ্যকার সব চেয়ে খারাপ মানুষের হৃদয়ের মত হৃদয়সম্পন্ন হয়ে যায়, তবুও তাতে আমার রাজত্বের এতটুকু মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জিন্ ও মানুষ কোন এক ময়দানে দাঁড়িয়ে একত্রে আমার কাছে চায় এবং আমি প্রত্যেককে তার চাহিদা পূরণ করে দেই, তাহলে তাতে আমার কাছে যে ভান্ডার রয়েছে তার এতটুকু কমে যায় যতটুকু সমুদ্রে একটি সূঁচ ফেললে তার পানি কমে যায়। হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের নেক আমলকে তোমাদের জন্য জমা করে রাখছি, তারপর আমি তোমাদেরকে তার পূর্ণ বিনিময় দেব। কাজেই যে ব্যক্তি কোন কল্যাণ পায়, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু পায়, সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে। সাঈদ (র) বলেন ঃ আবু ইদ্রীস (র) যখন এই হাদীসটি বর্ণনা করতেন, তখন হাঁটু ভাঁজা করে পড়ে যেতেন। (মুসলিম)

بَابُ الْحِثِّ عَلَى الْإِزْدِيَادِ مِنَ الْخَيْرِ فِيْ أَوَاخِرِ الْعُمُرِ

অনুচ্ছেদ ঃ জীবনের শেষ অধ্যায় বেশী বেশী দীনী কাজের করার প্রতি উৎসাহ দান।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ"

"আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করিনি যাতে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও তো এসেছিল।"(সূরা ফাতির ঃ ৩৭)

١١٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَعْذَرَ اللّٰهُ إِلَى امْرِىءٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتّٰى بَلَغَ سِتِّيْنَ سَنَةً - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১১২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ যে ব্যক্তি মৃত্যুকে পিছিয়ে দেন তার বয়সের ষাট বছর পর্যন্ত তার ওযর কবুল করতে থাকেন।"(বুখারী)

١١٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُدْخِلُنِيْ مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهِ فَقَالَ : لِمَ يَدْخُلُ هٰذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءُ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ فَدَعَانِيْ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَنِيْ مَعَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَنَّهُ دَعَانِيْ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ لِيُرِيَهُمْ قَالَ : مَا تَقُوْلُوْنَ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ؟" فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أُمِرْنَا نَحْمَدُ اللّٰهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نَصَرَنَا وَفَتَحَ عَلَيْنَا وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَقَالَ لِيْ : أَكَذٰلِكَ تَقُوْلُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقُلْتُ لاَ قَالَ فَمَا تَقُوْلُ؟ قُلْتُ : هُوَ أَجَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ أَعْلَمَهُ لَهُ ؛ قَالَ :"إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ" وَ ذٰلِكَ عَلاَمَةُ أَجَلِكَ " فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا" فَقَالَ عُمَرُ : مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَقُوْلُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১১৩. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা) আমাকে বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাথে মজলিসে বসাতেন। তাতে তাদের কেউ কেউ মনে মনে এটা একটু অপছন্দ করে বলেন, এ ছেলেটি আমাদের সাথে কেন মজলিসে বসে ? আমাদেরও তো তার মত ছেলেপেলে আছে। হযরত উমার (রা) বললেন, এ ছেলেটি কোথাকার (নবী পরিবার) তা তোমরা জান। কোন একদিন তিনি আমাকে তাদের সাথে ডেকে

আনলেন। আমার ধারণা হল, নিশ্চয়ই সেদিন তাদেরকে বিষয়টা বুঝিয়ে দেয়ার জন্যই আমাকে ডেকে এনেছিলেন। তিনি বললেন, "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ" এর সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কি? কেউ উত্তরে বললেন, আল্লাহ যেহেতু আমাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং বিজয় দান করেছেন, কাজেই তাঁর প্রশংসা করা এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আমাদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছে। আর অন্য সকলে চুপ থাকলেন এবং কিছুই বললেন না। তারপর তিনি আমাকে বললেন, হে ইব্‌ন আব্বাস! তুমিও কি এরূপ কথাই বল? আমি বললাম না। তিনি বললেন, তুমি কি বল? আমি বললাম ঃ এটার অর্থ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত, যা আল্লাহ্ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ এরূপ বলেছেন যে, "যেহেতু আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে" এবং সেটা তোমার ওফাতের লক্ষণ "কাজেই তুমি তোমার রবের প্রশংসা কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাও। তিনি তাওবা কবুলকারী।" এরপর হযরত উমার (রা) বললেন, এ ব্যাপারে তুমি যা বলছ সেটা ছাড়া আমি আর কিছু জানি না। (বুখারী)

١١٤- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ" إِلاَّ يَقُوْلُ فِيْهَا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ " - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْهَا : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَّقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ" يَتَأَوَّلُ الْقُرْاٰنَ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُأَنْ يَّقُوْلَ قَبْلَ أَنْ تَّمُوْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ" قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِيْ أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُوْلُهَا ؟ قَالَ : جُعِلَتْ لِيْ عَلاَمَةٌ فِيْ أُمَّتِيْ إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ : إِلَى اٰخِرِ السُّوْرَةِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَه كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ : "سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ " قَالَتْ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ "سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ" فَقَالَ : أَخْبَرَنِيْ رَبِّيْ أَنِّيْ سَأَرٰى عَلاَمَةً فِيْ أُمَّتِيْ فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا " إِذَا جَاءَ

نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ" : فَتْحُ مَكَّةَ " وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ـ

১১৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ "সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামাযেই "সুবহানাকা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা,আল্লাহুম্মাগ ফিরলী" অবশ্যই বলতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক রিওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকু ও সিজদায় বেশী বেশী করে বলতেন ঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগফিরলী" কুরআনে আল্লাহ তায়া'লা فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ-এর মধ্যে যে তাসবীহ্ ও ইস্তিগফারের হুকুম দিয়েছেন তার ওপর তিনি আমল করতেন।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে বেশীবেশী করে বলতেন ঃ "সুবহানাকা ওয়া বিহামদিকা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।"হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই নতুন কথাগুলো কি যা আপনাকে বলতে দেখছি? তিনি বললেন ঃ "আমার জন্য আমার উম্মাতের মধ্যে একটি আলামত সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন আমি তা দেখি, এ কথাগুলো বলি।" তারপর তিনি সূরা নাস্‌র শেষ পর্যন্ত পড়লেন।

মুসলিমের অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি" -এ দু'আটি খুব বেশী করে পড়তেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দেখছি আপনি এ কালেমাগুলি খুব বেশী বেশী পড়ছেন। তিনি জবাব দিলেন ঃ আমার রব আমাকে জানিয়েছেন যে, তুমি শ্রীঘ্রই তোমার উম্মাতের মধ্যে একটি আলামত দেখতে পাবে। কাজেই যখন তা দেখতে পাই তখন এই নিম্নোক্ত বাক্যগুলো বেশী বেশী করে বলি ঃ "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি।" আর আমি এই আলামত দেখতে পেয়েছি। মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "যখন আল্লাহর সাহায্য আসে এবং বিজয় সম্পন্ন হয়" অর্থাৎ মক্কা বিজয় "এবং তুমি লোকদেরকে দেখো দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে, তখন নিজের রবের তাসবীহ্ ও তাহ্‌মীদ করো এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি বড়ই তাওবা কবুলকারী।"

١١٥- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ تَابَعَ الْوَحْىَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتّٰى تُوُفِّىَ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْىُ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১১৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে একাধারে অহী নাযিল করতে থাকেন। তাঁর ইন্তিকালের কাছাকাছি সময়ে পূর্বের চেয়ে বেশী অহী নাযিল হয়েছে। আর এ অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٦- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১১৬. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রত্যেক বান্দাকে ঐ অবস্থায় পুনর্জীবিত করা হবে যে অবস্থায় সে মারা গেছে।" (মুসলিম)

بَابُ فِيْ بَيَانِ كَثْرَةُ طُرُقِ الْخَيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিভিন্ন প্রকার ভাল কাজের বিবরণ

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

"وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ" (البقرة : ٢١٥)

"তোমরা যে কোন সৎকাজ কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবগত।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৫)

"وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ " (البقرة :١٩٧)

"তোমরা যে কোন সৎকাজ কর তা আল্লাহ জানেন।"(সূরা বাকারা ঃ ১৯৭)

"فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ" (الزلزال : ٧)

"কোন ব্যক্তি অণু পরিমাণ সৎকাজ করলেও তা সে দেখতে পাবে।"(সূরা যিল্‌যাল্‌ ঃ ৭)

"مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ" (الجاثية : ١٥)

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করে তা তার নিজের জন্যই করে। "(সূরা জাসিয়া ঃ ১৫)

١١٧- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ "اَلْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِهِ" قُلْتُ : أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا" قُلْتُ : " فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ " تُعِيْنُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ " قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ : تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১১৭. হযরত আবু যার জুনদব ইব্‌ন জুনাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন ঃ "আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ গোলাম আযাদ

করা উত্তম? তিনি বললেন ঃ "যে গোলাম তার মালিকের নিকট বেশী প্রিয় এবং যার মূল্য বেশী।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি এ কাজ না করতে পারি? তিনি বললেন, "কোন কারিগরকে সাহায্য করবে অথবা এমন কোন লোককে কাজ শিখিয়ে দেবে যে জানে না।" আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি কি মনে করেন আমি যদি এই কাজও না করতে পারি? তিনি বললেন, "মানুষের ক্ষতি করা থেকে দূরে থাক। কেননা সেটাও এমন একটা সাদাকা যা তোমার পক্ষ থেকে তোমারই উপর হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

١١٨– عَنْ أَبِى ذَرٍّ أَيْضًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمِىْ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى" - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১১৮. হযরত আবু যার জুনদব ইব্‌ন জুনাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে কোন লোককেরই শরীরের প্রত্যেকটি সংযোগস্থলের ওপর সাদাকা (ওয়াজিব) হয়। "সুব্‌হানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার"–এসবের প্রত্যেকটি এক একটি সাদাকা। সৎকাজের হুকুম দেয়া এবং অসৎকাজে নিষেধ করাও সাদাকা। আর এসব চাশত্-এর (দুপুরের পূর্বের) দু'রাকা'আত নামায পড়লে পূরণ হয়ে যায়। (মুসলিম)

١١٩– وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَىَّ أَعْمَالُ أُمَّتِىْ حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِىْ مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ وَوَجَدْتُ فِىْ مَسَاوِىءِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُوْنُ فِى الْمَسْجِدِ لاَتُدْفَنُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১১৯. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার নিকট আমার উম্মাতের ভাল ও মন্দ কাজ পেশ করা হয়েছে। তাতে আমি পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়া ভাল কাজের অন্তর্ভূক্ত দেখলাম। আর মসজিদে পতিত থুথু মাটিতে পুতে না ফেলা মন্দ কাজের অন্তর্ভুক্ত পেলাম। (মুসলিম)

١٢٠– وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالأُجُوْرِ : يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّىْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ بِفُضُوْلِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ : أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُوْنَ بِهِ : إِنَّ بِكُلِّ

تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ نَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوْا، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيَأْتِىْ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا أَجْرٌ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِىْ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذٰلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১২০. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। কতিপয় লোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনীরা তো সব সাওয়াব নিয়ে গেল। আমরা যেমন নামায পড়ি তারাও তেমনি নামায পড়ে। আমরা যেমন রোযা রাখি তারাও তেমনি রোযা রাখে। (কিন্তু) তারা তাদের উদ্বৃত্ত মাল থেকে সাদাকা করে। তিনি বললেন ঃ "আল্লাহ কি তোমাদের জন্য এমন ব্যবস্থা করেননি যার মাধ্যমে তোমরা সাদাকা করতে পার? (জেনে রাখ) প্রত্যেকবার 'সুব্হানাল্লাহ্' বলা সাদাকা, 'আল্লাহু আক্‌বার' বলা সাদাকা, 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলা সাদাকা, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সাদাকা, সৎকাজের হুকুম করা সাদাকা, অসৎ কাজ করতে নিষেধ করা সাদাকা এবং তোমাদের স্ত্রীর সাথে মিলনও সাদাকা। সাহাবা কেরাম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ তার যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করলে তাতেও সাওয়াব হয়? তিনি বললেন, "আচ্ছা বলত, যদি কেউ হারাম উপায়ে যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে, তবে তার গুনাহ হবে কিনা? এভাবে হালাল পন্থায় এ কাজ করলে তার সাওয়াব হবে।"(মুসলিম)

١٢١- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ لَاتَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১২১. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কোন সৎকাজকে অবজ্ঞা করো না, যদিও তা তোমার ভাই এর সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করার কাজ হয়।"(মুসলিম)

١٢٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ : يَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ فِى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْيَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ يَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيْطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِىْ ادَمَ عَلَى سِتِّيْنَ وَثَلَاثِمِائَةِ

مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ وَحَمِدَ اللّٰهَ وَهَلَّلَ اللّٰهَ وَسَبَّحَ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ اللّٰهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ نَهٰى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ السِّتِّيْنَ وَالثَّلَاثِمِائَةِ فَإِنَّه يَمْشِيْ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ ـ

১২২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "সূর্য উদয় হয় এমন প্রত্যেক দিন মানুষের মধ্যে যে ইনসাফ কর তা সাদাকা। তুমি মানুষকে তার জানোয়ারের উপর উঠিয়ে দিয়ে অথবা তার উপর তার আসবাবপত্র উঠিয়ে দিয়ে যে সাহায্য কর তাও সাদাকা। ভাল কথা বলাও সাদাকা। নামাযের দিকে যাওয়ার সময় তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ সাদাকা। রাস্তা থেকে তুমি যে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেল তাও সাদাকা।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম মুসলিম (র) এই একই হাদীস হযরত আয়েশা (রা) সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রতিটি আদম সন্তানকে ৩৬০টি গ্রন্থির সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা করে, তাঁর প্রশংসা করে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, 'সুবহানাল্লা' বলে, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে,লোকদের যাতায়াতের পথ থেকে পাথর, অথবা কাঁটা অথবা হাড় সরিয়ে দেয়, অথবা সৎকাজের আদেশ করে, অথবা খারাপ কাজ করতে নিষেধ করে এসব কিছু সংখ্যায় ৩৬০ হয়ে যায়। আর এ লোকটির সারাটা দিন এভাবে কাটে যে, সে নিজকে দোযখের আগুন থেকে দূরে রাখল।

١٢٣- عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

১২৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি সকালে কিংবা সন্ধ্যায় মাসজিদে আসে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে সকাল বা সন্ধ্যায় মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন।"(বুখারী ও মুসলিম)

١٢٤- عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَاتَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

১২৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "হে মুসলিম নারীগণ! কোন মহিলা যেন তার প্রতিবেশী মহিলাকে ছাগলের খুর হলেও তা হাদিয়া বা সাদাকা দিতে অবজ্ঞা না করে।"(বুখারী ও মুসলিম)

١٢٥-عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً : فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

১২৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "ঈমানের ৭০-এর কিছু বেশী অথবা ৬০-এর কিছু বেশী শাখা-প্রশাখা আছে। তন্মধ্যে উত্তম হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, আর নিম্নতম হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা।"(বুখারী ও মুসলিম)

١٢٦-عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ان رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشُ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبِ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِيْ كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّيْ فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ حَتّٰى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ : قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ : فِيْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১২৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন এক ব্যক্তি একটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তার খুব পিপাসা পেল। সে একটি কুপ দেখতে পেল। তাতে নেমে পানি পান করে বেরিয়ে এসে দেখল, একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে জিহ্বা বের করছে এবং কাদা চাটছে। লোকটি ভাবল, আমি যেমন পিপাসার্ত হয়েছিলাম তেমনি এ কুকুরটি পিপাসার্ত হয়েছে। তাই সে কুয়াতে নেমে তার মোজায় পানি ভরে নিজের মুখ দিয়ে ধরে কূপ থেকে উঠে এল। তারপর কুকুরটিকে পানি পান করিয়ে দিল। এতে আল্লাহ তার প্রতি রহম করলেন এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পশুদের উপকার করলেও কি আমাদের সাওয়াব হবে? তিনি বললেন ঃ "প্রত্যেক প্রাণীর ব্যাপারেই সাওয়াব আছে।"(বুখারী ও মুসলিম)

١٢٧-عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتَ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِيْ شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ كَانَتْ تُؤْذِى الْمُسْلِمِيْنَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১২৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আমি এক ব্যক্তিকে দেখতে পেয়েছি, যে জান্নাতে এ জন্য চলাফেরা করছে যে, সে একটা পথের উপর থেকে একটা গাছ কেটে ফেলে দিয়েছিল। এটা মুসলিমদেরকে কষ্ট দিচ্ছিল।"(মুসলিম)

١٢٨-عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَانْصَتَ غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১২৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি খুব ভাল করে অযূ করে, তারপর মাসজিদে এসে চুপ করে খুতবা শুনে, তার এক জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত এবং তারপরেও তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি (খুত্‌বার সময়) পাথরের টুক্‌রা নাড়াচাড়া করে সে অন্যায় কাজ করে।"(মুসলিম)

١٢٩- عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ اخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ اخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ اخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوْبِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১২৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মুসলিম বা মু'মিন বান্দা অযূ করতে গিয়ে যখন চেহারা ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার চেহারা থেকে এমন প্রত্যেকটি পাপ ঝরে যায় যা সে চোখের দৃষ্টি দ্বারা করেছে। তারপর যখন সে তার হাত ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার হাত থেকে এমন প্রত্যেকটি পাপ ঝরে যায় যা সে হাত দিয়ে করেছে। এমনকি তার হাত পাপ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। তারপর যখন সে তার পা ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার পায়ের এমন প্রত্যেকটি পাপ ঝরে যায় যা সে পা দ্বারা করেছে। এমনকি তার পা (সমস্ত সগীরা) পাপ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। (মুসলিম)

١٣٠- عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৩০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্তের নামায, এক জুমু'আ থেকে আর এক জুমু'আ এবং এক রমযান থেকে আর এক রমযান মধ্যবর্তী দিনগুলোর ছোটছোট গুনাহের কাফ্‌ফারা হয়, যদি কবীরা বা বড় গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকা যায়। (মুসলিম)

١٣١- عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوا اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَإِنْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৩১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ" আমি তোমাদেরকে সেই কাজ বলে দেব না যা তোমাদের গুনাহ দূর করে দেয় এবং তোমদের মর্যাদা বুলন্দ করে ?" সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন ঃ "কষ্টের সময় পূর্ণভাবে অযূ করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী হেঁটে যাওয়া এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকা। আর এটাই তোমাদের রিবাত্ বা জিহাদ।" (মুসলিম)

١٣٢- عَنْ أَبِىْ مُوْسى الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৩২. হযরত আবু মূসা আশ্'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ফজর ও আসরের নামায (নিয়মিত) আদায় করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল।" (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٣- عَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

১৩৩. হযরত আবু মূসা আশ্'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহর বান্দা যখন অসুস্থ হয় অথবা সফর করে, তখন সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় যে কাজ করছিল সেই পরিমাণ কাজের সাওয়াব তার জন্য লেখা হয়।" (বুখারী)

١٣٤- عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

১৩৪। হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রত্যেকটি সৎকাজই সাদাকা।" (বুখারী)

١٣٥- عَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَه صَدَقَةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ : فَلاَ يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ طَيْرٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" -

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ " لاَيَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلاَ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً -

১৩৫. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে কোন মুসলিম কোন গাছ লাগালে তা থেকে যা কিছু খাওয়া হোক সেটা তার জন্য সাদাকা হবে, আর তা থেকে কোন কিছু চুরি হলে এবং কেউ তার কোন ক্ষতি করলে সেটাও তার জন্য সাদাকা হবে।"(মুসলিম)

এ হাদীসটি মুসলিমের অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে ঃ "মুসলমান যে কোনো গাছই লাগায় না কেন তা থেকে মানুষ,পশু ও পাখীরা যা কিছু খায়, কিয়ামত পর্যন্ত তা তার জন্য সাদাকা হিসেবে জারী থাকে।"

মুসলিমের অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে ঃ "মুসলমান যে কোনো গাছ লাগায় ও যে কোনো চাষাবাদ করে এবং তা থেকে মানুষ, পশু ও অন্য কিছু খেয়ে ফেলে, তা তার জন্য সাদাকা বিবেচিত হয়।"

١٣٦- عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ أَنْ يَّنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ ؟ فَقَالُوْا : نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ أَرَدْنَا ذٰلِكَ ، فَقَالَ : بَنِيْ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ اٰثَارُكُمْ ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ اٰثَارُكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৩৬. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বনু সালিমা মসজিদের (মসজিদে নববী) নিকটে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা করল। এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছলে তিনি তাদেরকে বললেন ঃ "আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, তোমরা নাকি মসজিদের নিকট স্থানান্তরিত হতে চাও?" তারা বলল, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এরূপ ইচ্ছা করেছি! তিনি বললেন ঃ "বনু সালিমা! তোমরা ঘরেই থাক, তোমাদের পদচিহ্ন (মসজিদে আসা-যাওয়ার সাওয়াব) লেখা হয়।" (মুসলিম)

١٣٧- عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ لاَ أَعْلَمُ رَجُلاً أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ لاَتُخْطِئُهُ صَلاَةٌ فَقِيْلَ لَهُ أَوْ فَقُلْتُ لَهُ لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ ؟ فَقَالَ : مَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ مَنْزِلِيْ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ يُّكْتَبَ لِيْ مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِيْ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ لَكَ ذٰلِكَ كُلَّهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৩৭. হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একজন লোক এমন ছিল যে, তার চেয়ে আর কেউ মসজিদ থেকে অতদূরে থাকত বলে আমি জানতাম না। সে কখনো জামায়াত (জামায়াতের সাথে নামায) হারাত না। তাকে বলা হল অথবা আমি তাকে বললাম, তুমি একটি গাধা খরিদ করে তাতে চড়ে দিনে ও রাতে, অন্ধকার ও গরমে মসজিদে আসতে পার। সে বলল, মসজিদের নিকটে আমার বাড়ী হওয়া আমার ভাল লাগে না। আমি তো চাই যে, মসজিদে আমার আসা এবং পরিবারবর্গের নিকট ফিরে যাওয়া এসবই আল্লাহর নিকট লিখিত হোক। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ মহান আল্লাহ্ তোমার জন্য এসবই ব্যবস্থা করে রেখেছেন। (মুসলিম)

١٣٨- عَنْ أَبِىْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً أَعْلاَهَا مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

১৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আস্‌ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "৪০টি সৎকাজের মধ্যে উচ্চতম কাজ হচ্ছে দুধ পান করার জন্য কাউকে উট্‌নী ধার দেয়া। যে ব্যক্তি এ ৪০টি কাজের জন্য সাওয়াবের আশা করে এবং তাতে যে ওয়াদা আছে তা সত্য বলে মেনে নিয়ে এ কাজগুলোর কোন একটি করবে তাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (বুখারী)

١٣٩- عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانُ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَيَرضى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ -

১৩৯. হযরত আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ (জাহান্নামের) "(জাহান্নামের) আগুন থেকে বাঁচ, একটা খেজুরের অর্ধেকটা দান করে হলেও।" (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের প্রত্যেকের সাথে অচিরেই তার প্রতিপালক কথা বলবেন, এমন অবস্থায়

যে উভয়ের মধ্যে কোন দোভাষী থাকবে না। মানুষ তার ডান দিকে তাকাবে তো নিজের কৃতকর্মই দেখতে পাবে, বাম দিকে তাকাবে তো নিজের কৃতকর্মই দেখতে পাবে, সামনে তাকাবে তো তার মুখের সামনে (দোযখের) আগুন দেখতে পাবে। কাজেই একটা খেজুরের অর্ধেকটা দান করে হলেও আগুন থেকে বাঁচ। আর যে ব্যক্তি তাও না পায় তো ভাল কথা দ্বারা (আগুন থেকে বাঁচতে চেষ্টা করবে।)"

١٤٠. عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكَلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

১৪০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহ অবশ্যই তার বান্দার প্রতি এ জন্য সন্তুষ্ট হন যে, সে কোন কিছু খেয়ে তাঁর প্রশংসা করে অথবা কোন কিছু পান করে তাঁর প্রশংসা করে।" (মুসলিম)

١٤١- عَنْ أَبِىْ مُوْسَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ" قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ : يُعِيْنَ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ " قَالَ : رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ أَوِ الْخَيْرِ "قَالَ : اَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

১৪১. হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রত্যেক মুসলিমের ওপর সাদাকা ওয়াজিব।" জনৈক সাহাবী বললেন, তবে যদি সে (সাদাকা দানের) কোন কিছু না পায়? তিনি বললেন ঃ "তাহলে সে নিজ হাতে কাজ করে নিজেকে লাভবান করবে এবং সাদাকাও দেবে।" সাহাবী (রা) বললেন, আর যদি তা না পারে? তিনি বললেন ঃ "তাহলে সে দুস্থ ও অভাবগ্রস্থদের সাহায্য করবে। সাহাবী (রা) বললেন, যদি সে এটাও না করতে পারে? তিনি বললেন, "তাহলে সে (অন্ততঃ) নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। কেননা এটা তার জন্য সাদাকা।" (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ فِى الْإِقْتِصَادِ فِى الْعِبَادَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইবাদত বন্দেগীতে ভারসাম্য ও নিয়মানুবর্তিতা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"طٰهٰ ، مَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى" (طٰهٰ : ١)

"তো-হা। আমি আপনার ওপর কুরআন এ জন্য নাযিল করিনি যে, (এর দরুন) আপনি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবেন।"(সূরা তো-হা ঃ ১)

"يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" (البقرة : ١٨٥)

"আল্লাহ্ তোমাদের সাথে সহজ ব্যবহার করতে চান এবং কঠিন ব্যবহার করতে চান না।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৫)

١٤٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ : مَنْ هٰذِه؟ قَالَتْ هٰذِه فُلاَنَةُ تَذْكُرُوْنَ صَلاَتَهَا قَالَ : مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ فَوَاللّٰهِ لاَيَمَلُّ اللّٰهُ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّيْنَ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبَه عَلَيْهِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

১৪২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট গেলেন। তখন একজন মহিলা তাঁর নিকট বসা ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এ মহিলাটি কে?" হযরত আয়েশা (রা) বললেন, এ হচ্ছে অমুক মহিলা, সে তার নামায সম্পর্কে আলোচনা করছে। তিনি বললেন, "থাম, সব কাজ তোমাদের শক্তি অনুযায়ী তোমাদের ওপর ওয়াজিব। আল্লাহর কসম, তোমরা ক্লান্ত হলেও মহান আল্লাহ (সাওয়াব দিতে) ক্লান্ত হন না। আর তাঁর নিকট উত্তম দীনী কাজ ওটাই যার কর্তা সে কাজ নিয়মিতভাবে করে।"(বুখারী ও মুসলিম)

١٤٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا وَقَالُوْا أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّى اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ اٰخَرُ : وَأَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ وَقَالَ أٰخَرُ وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَّا وَاللّٰهِ إِنِّى لَأَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ، لٰكِنِّىْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّىْ وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ! ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

১৪৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তিনজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণের বাড়ীতে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তুলনায় আমরা কোথায়? আল্লাহ তো তাঁর পূর্বের ও পরের সব ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাদের একজন বললঃ আমি চিরকাল সারা রাত নামাযে রত থাকব। আর একজন বলল, আমি স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাকব এবং কখনও বিয়ে করব না। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের কাছে এলেন। তিনি বললেন, "তোমরা কি এরূপ এরূপ কথা

বলেছ? আল্লাহর কসম! তোমাদের চেয়ে আমি আল্লাহ্‌কে বেশী ভয় করি এবং বেশী তাক্‌ওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু আমি তো রোযা রাখি আবার খাই, নামায পড়ি আবার ঘুমাই এবং বিয়ে শাদীও করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত-আদর্শ পালন করবে না সে আমার (দলভুক্ত) নয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ قَالَهَا ثَلَاثًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৪৪. হযরত ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "অযথা কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।" তিনি এ কথা তিনবার বলেছেন। (মুসলিম)

١٤٥- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَأَبْشِرُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ ، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

১৪৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর দীন সহজ। যে কোন ব্যক্তি এ দীনকে কঠিন বানাবে তার ওপর তা চেপে বসবে। কাজেই মধ্যম ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন কর। আর সুখবর গ্রহণ কর এবং সকাল, সন্ধ্যায় ও শেষ রাতের কিছু অংশে ইবাদত করে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর। (বুখারী)

١٤٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُوْدٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ : مَاهٰذَا الْحَبْلُ؟ قَالُوْا هٰذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ حُلُّوْهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرْقُدْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৪৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার মসজিদে গিয়ে দেখতে পেলেন একটি রশি দু'টি খুঁটির মাঝখানে বাঁধা রয়েছে। তিনি বললেন, "এ রশিটা কিসের?" সাহাবীগণ বললেন, এটা যয়নবের রশি। তিনি যখন নামায পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যান তখন এ রশিতে ঝুলে পড়েন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এটা খুলে ফেল। তোমাদের প্রত্যেকের পক্ষে তার শক্তি ও মনের আগ্রহ থাকা অবস্থায় নামায পড়া উচিত। আর যখন ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন ঘুমান উচিত।"(বুখারী ও মুসলিম)

١٤٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَايَدْرِىْ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّهُ نَفْسَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৪৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারোর নামায পড়ার সময় ঘুম এলে ঘুম চলে না যাওয়া পর্যন্ত তার ঘুমান উচিত। কেননা ঝিমানো অবস্থায় নামায পড়তে থাকলে সে হয়ত ইস্তিগফার করতে গিয়ে নিজেকে গালি দিতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٨- وَعَنْ أَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الصَّلَوَاتِ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৪৮. হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করতাম। তাঁর নামায ও খুত্‌বা ছিল না ছোট না বড়। (মুসলিম)

١٤٩- وعَنْ أَبِىْ جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اَخَى النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِى الدَّرْدَاءِ ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ : مَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ : أَخُوْكَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِى الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ لَهُ كُلْ فَإِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ : مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتّٰى تَأْكُلَ فَأَكَلَ : فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُوْالدَّرْدَاءِ يَقُوْمُ فَقَالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُوْمُ فَقَالَ ": نَمْ فَلَمَّا كَانَ اٰخِرُ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمْ الاٰنَ فَصَلَّيْنَا جَمِيْعًا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ اَنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

১৪৯. হযরত আবু জুহায়ফা ওহব ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালমান ও আবু দার্‌দার সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে উম্মে দার্‌দারকে (আবূ দারদার স্ত্রী) পুরান খারাপ কাপড় পরিহিতা অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তখন তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। উম্মে দার্‌দা (রা) এসে সালমানের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করে তাকে বললেন, তুমি খাও, আমি রোযা রেখেছি।" হযরত সালমান (রা) বললেন, তুমি না খেলে আমি খাব না। তখন আবু দারদাও খেলেন। এরপর রাতে হযরত আবু দার্‌দা (রা) নামাযে মগ্ন হতে গেলে হযরত সালমান (রা) তাকে ঘুমাতে বললেন। তিনি ঘুমালেন। একটু পরেই আবার উঠে নামাযে রত হতে গেলে হযরত সালমান (রা) এবারও তাকে ঘুমাতে

বললেন। এরপর শেষ রাতে সালমান (রা) তাকে উঠতে বললেন এবং দু'জনে নামায পড়লেন। তারপর হযরত সালমান (রা) তাঁকে বললেন, "তোমার উপর তোমার রবের (আল্লাহর) হক আছে, তোমার উপর তোমার নফসের হক আছে, তোমার উপর তোমার পরিবারের হক আছে। কাজেই প্রত্যেক হক্দারের হক আদায় কর।" তারপর হযরত আবু দার্দা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে সব কথা বললে তিনি বললেন যে, সালমান ঠিক কথা বলেছে। (বুখারী)

١٥٠- وَعَنْ أَبِيْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : أُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنِّي أَقُوْلُ وَاللّٰهِ لأَصُوْمَنَّ النَّهَارَ وَلَاَ قُوْمَنَّ الَّيْلَ مَا عِشْتُ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْتَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَافْطِرْ وَهُمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ فَإِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ "قُلْتُ فَإِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ" -

وَفِيْ رِوَايَةٍ : هُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ "فَقُلْتُ : فَإِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ وَلأَنْ أَكُوْنَ قَبِلْتُ الثَّلاَثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِيْ وَمَالِيْ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ " أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ الَّيْلَ ؟ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ ؛ صُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُوْمَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ "فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أَجِدُ قُوَّةً قَالَ : صُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَلاَ تَزِدْ عَلَيْهِ" قُلْتُ"وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ؟ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقُوْلُ بَعْدَ مَا كَبِرَ : يَالَيْتَنِيْ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ : أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوْمُ الدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلاَّ الْخَيْرَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ نَبِيَ اللّٰهُ دَاوُدَ فَإِنْه كَانَ أَعَبَدَ النَّاسِ وَأَقْرَاءِ الْقُرْآنَ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ "قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ إِنِّىْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنُ ذَلِكَ؟ قَالَ فَاقْرَأْهُ فِيْ كُلِّ عِشْرِيْنَ "قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ إِنِّىْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنُ ذَلِكَ؟ قَالَ : فَاقَرَأهُ فِيْ كُلِّ عَشَرٍ "قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ إِنِّىْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنُ ذَلِكَ قَالَ فَاقْرَأْهُ فِيْ كُلِّ سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ". فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدِ عَلَيَّ ، وَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكَ لاَتَدْرِىْ لَعَلَّكَ يَطُوْلُ بِكَ عُمْرُ قَالَ فَصِرْتُ إِلَى الَّذِىْ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّىْ كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا" وَفِيْ رِوَايَةٍ : "لاَصَامَ مَنْ صَامَ الاَبَدَ" ثَلاَثًا وَفِيْ رِوَايَةٍ : أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَأَحَبُّ الصَّلاَةَ إِلَى اللّٰهِ صَلاَةُ دَاوُدَ : كَانَ نِصْفُ الَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَةَ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرَ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَ قِىْ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ : أَنْكَحَنِىْ أَبِىْ إِمْرَأَةَ ذَاتَ حَسَبٍ وَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ أَىْ إِمْرَأَةَ وَلَدِهِ فَيُسْأَلَهَا عَنْ بَعْلِهَا فَتَقُوْلُ لَهُ : نِعْمَ الرَّجُلِ لَمْ يَطَأْلَنَا فِرَاشًا ، وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ أَتَيْنَاهُ! فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "اَلْقَنِيْعِ بِه" فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ فَقَالَ " كَيْفَ تَصُوْمُ؟ قُلْتُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ: وَكَيْفَ تَخْتِمُ؟ قُلْتُ : كُلَّ لَيْلَةٍ وَذَكَرَ نَحْوَمَا سَبَقَ وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبْعَ الَّذِىْ يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُه مِنَ النَّهَارِ لِيَكُوْنَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِالَّيْلِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَّتَقَوّى أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَّتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ كُلَّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ صَحِيْحَةٌ مُعْظَمُهَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَقَلِيْلٌ مِنْهَا فِيْ أَحَدِهِمَا -

১৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খবর দেয়া হল যে, আমি বলে থাকি ঃ "আল্লাহর কসম, যত দিন জীবিত থাকব তত দিন আমি রোযা রাখব আর রাতে নামায পড়তে থাকব"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি নাকি এরূপ কথা বলে থাক? আমি বললাম, আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরআন। 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি ঠিকই এ কথা বলেছি"। তিনি বললেন "তুমি এরূপ করতে সক্ষম হবে না। কাজেই রোযাও রাখ, আবার রোযা ছেড়েও দাও। তেমনি নিদ্রা যাও আবার রাত জেগে নফলও পড়। আর প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখ। কারণ সৎকাজে ১০ গুণ সাওয়াব পাওয়া যায় এবং এটা হামেশা রোযা রাখার মতো হয়ে যাবে। আমি বললাম ঃ আমি এর চাইতে বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে একদিন রোযা রাখো ও দু'দিন খাও। আমি বললাম ঃ আমি এর চাইতেও বেশী শক্তি রাখি। তাহলে একদিন রোযা রাখ ও একদিন খাও। এবং এটি হচ্ছে হযরত দাউদ আলাইহিস্ সাল্লামের রোযা। আর এটিই হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ রোযা।

অন্য রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ আর এটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ রোযা। আমি বললাম ঃ আমি এর চাইতে ও বেশী শক্তি রাখি । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এছাড়া আর কোনো শ্রেষ্ঠ রোযা নেই। (হযরত আবদুল্লাহ্ যখন বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন তখন বলতেন ঃ) হায়! আমি যদি সেই তিন দিনের রোযা কবুল করে নিতাম যার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ তাহলে তা আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের চাইতে আমার কাছে বেশী প্রিয় হতো।

আর অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ আমাকে কি এ খবর দেয়া হয়নি, তুমি দিনে রোযা রাখ ও রাতে নফল নমায পড়ো? আমি জবাব দিলাম, অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ এমনটি করো না। রোযা রাখো। আবার ইফ্‌তারও করো, ঘুমাও আবার ঘুম থেকে উঠে নফল নামাযও পড়ো। কারণ তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার চোখেরও তোমার ওপর হক আছে, তোমার স্ত্রীরও তোমার উপর হক আছে। তোমার মেহমানেরও তোমার উপর হক আছে। আর প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখাই তোমার জন্য যথেষ্ট। কারণ প্রত্যেক নেকীর বদলে তুমি ১০ গুণ সাওয়াব পাবে আর এটা সারা বছর বা সর্বক্ষণ রোযা রাখার সমান হয়ে যায়। আমি নিজে আমার উপর কঠোরতা আরোপ করলাম ফলে আমার ওপর কঠোরতা আরোপিত হলো।

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি নিজের মধ্যে শক্তি অনুভব করছি। তিনি জবাব দিলেন ঃ "আল্লাহ্র নবী দাউদের রোযা রাখো এবং তার ওপর বৃদ্ধি করো না।" আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ "দাউদের রোযা কেমন ছিল।" জবাব দিলেন ঃ "অর্ধ বছর" (অর্থাৎ একদিন রোযা রাখা একদিন ইফ্‌তার করা।) আবদুল্লাহ (রা) বৃদ্ধ হবার পর বলতেন ঃ হায়, আমি যদি সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত সুবিধা গ্রহণ করতাম!

অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমাকে কি খবর দেয়া হয়নি, তুমি সারা বছর (সবদিন) রোযা রাখো এবং প্রত্যেক রাতে

কুরআন খতম করে থাকো? আমি বললাম ঃ হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে আমি এ থেকে কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি। তিনি বললেন ঃ তাহলে আল্লাহর নবী দাউদের (নিয়মে) রোযা রাখো। কারণ তিনি ছিলেন মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ইবাদতগুযার। আর প্রতিমাসে একবার কুরআন খতম করো। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর নবী! আমি এর চাইতে বেশী করার ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে বিশ দিনে খতম করো। বললাম ঃ হে আল্লাহর নবী! আমি এর চাইতেও বেশী ক্ষমতা রাখি। বললেন ঃ তাহলে ১০ দিনে খতম করো। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এর চাইতেও বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে এক সপ্তাহে কুরআন খত্‌ম করো এবং এর ওপর বৃদ্ধি করো না। এভাবে আমি নিজেই নিজের ওপর কঠোরতা আরোপ করতে চেয়েছি এবং তা আরোপিত হয়েই গেছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন ঃ তুমি জানো না সম্ভবত তোমার বয়স দীর্ঘায়িত হবে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছিলেন আমি সেখানে পৌঁছে গেছি। কাজেই যখন আমি বার্ধক্যে পৌঁছে গেলাম তখন আমার আকাঙ্ক্ষা হলো যদি আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদত্ত সুবিধা গ্রহণ করতাম!

অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ "তোমার ছেলেরও তোমার ওপর হক আছে"। আর এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ যে সদা সর্বদা রোযা রাখে সে রোযাই রাখে না। এ কথা তিনি তিনবার বলেন। অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহর কাছে সবচাইতে পছন্দনীয় রোযা হচ্ছে দাউদের রোযা এবং সবচাইতে পছন্দনীয় নামায হচ্ছে দাউদের নামায। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন ও রাতের এক তৃতীয়াংশ ইবাদত বন্দেগী করতেন এবং ষষ্ঠাংশ (আবার) ঘুমাতেন। আর তিনি একদিন রোযা রাখতেন ও একদিন ইফ্‌তার করতেন এবং দুশমন মোকাবিলায় আসলে পেছনে হটতেন না।"

অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ আমার পিতা একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দেন। আর আমার পিতা তাঁর পুত্রের স্ত্রীকে শপথ নিয়ে তাকে তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। আমার স্ত্রী তার জবাবে বলতো ঃ খুব ভালো লোক, যে এখনো আমার সাথে বিছানায় শয়ন করেনি আর এখনো পরদাও খোলেনি, যখন থেকে আমি তার কাছে এসেছি। এ আলোচনা দীর্ঘায়িত হলে আমার পিতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রসংগটি উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন ঃ তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। অতঃপর আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কিভাবে রোযা রখো? আমি বললাম ঃ প্রত্যেক দিন। কুরআন কিভাবে খতম করো? জবাব দিলাম ঃ প্রত্যেক রাতে। এরপর তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পরিবারের কাউকে এক সপ্তমাংশ শুনিয়ে দিতেন, যা তিনি পড়তেন, যাতে রাতে তার বোঝা হাল্‌কা হয়ে যায়। আবদুল্লাহ (রা) যখন আরাম করতে চাইতেন তখন কয়েকটা দিন গণনা করে ইফ্‌তার করতেন এবং পরে সেদিনগুলির রোযা কাযা করে দিতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আলাদা হবার পর কোনো কিছু পরিহার করাকে তিনি অপসন্দ করতেন।

١٥١- وَعَنْ أَبِىْ رِبْعِيٍّ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيْعِ الْأُسَيِّدِيِّ الْكَاتِبِ أَحَدَ كُتَّابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَقِيَنِىْ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ : كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟ قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ ! قَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ! مَا تَقُوْلُ ؟ قُلْتُ : نَكُوْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ رَأْىُ عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : فَوَاللّٰهِ أَنَا لَنَلْقَى مِثْلَ هٰذَا فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُوْبَكْرٍ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا ذٰلِكَ؟ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَكُوْنُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأْىَ الْعَيْنِ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادِ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ أَنْ لَوْ تَدُوْمُوْنَ عَلٰى مَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِىْ وَفِى الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى فُرُشِكُمْ وَفِىْ طُرُقِكُمْ وَلٰكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৫১. হযরত আবু রিব্য়ী ইব্ন হানযালা ইব্ন রাবী আল-উসাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন লেখক ছিলেন। তিনি বলেন ঃ হযরত আবু বকর (রা) একদিন আমার সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ হান্যালা, আমি বললাম, হান্যালা মুনাফিক হয়ে গেছে। হযরত আবু বকর (রা) আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, 'সুব্হানাল্লাহ্' তুমি কি বলছ? আমি বললাম, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে থাকলে তিনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা বলে উপদেশ দেন। তখন আমরা যেন তা চোখের সামনে দেখতে পাই। কিন্তু যখন তাঁর কাছ থেকে চলে গিয়ে স্ত্রী, সন্তান ও ধন সম্পত্তির ঝামেলায় পড়ি, তখন অনেক কথাই ভুলে যাই"। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, আমার অবস্থাও এইরূপ। তারপর আমি ও আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! হান্যালা মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'সে আবার কি'? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার কাছে থাকলে আপনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা বলে উপদেশ দিয়ে থাকেন। তখন আমরা যেন তা চোখের সামনে দেখতে পাই। কিন্তু যখন আপনার কাছ থেকে চলে গিয়ে স্ত্রী, সন্তানও ধন-সম্পত্তির ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি, তখন অনেক কথাই ভুলে যাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "সেই আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যদি

তোমরা আমার কাছে থাকাকালীন অবস্থায় সব সময় থাকতে এবং আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকতে, তাহলে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় এবং তোমাদের রাস্তায় তোমাদের সাথে মোসাফাহা (করমর্দন) করত। কিন্তু হানযালা! (মানুষের অবস্থা) এক সময় এক রকম আরেক সময় আরেক রকম হয়ে থাকে।" তিনি এ কথা তিনবার বললেন। (মুসলিম)

١٥٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقَالُوْا أَبُوْا إِسْرَائِيْلَ نَذَرَ أَنْ يَقُوْمَ فِي الشَّمْسِ وَلاَ يَقْعُدَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُوْمَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مُرُوْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدَ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১৫২. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুত্‌বা দিচ্ছেন এমন সময় এক ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সাহাবীগণ বললেন ঃ এ ব্যক্তি আবু ইসরাঈল, সে পণ করেছে যে, সে রোদে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবেও না, ছায়ায়ও যাবে না এবং কারও সাথে কথাও বলবে না, আর রোযা রাখবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে হুকুম দাও যেন সে কথা বলে, ছায়ায় যায়, বসে এবং তার রোযা পূর্ণ করে। (বুখারী)

بَابُ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى الأَعْمَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ দীনী কাজে নিয়মানুবর্তিতা ও সক্রিয়তা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ امَنُوْا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ، وَلاَيَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ -(الحديد : ١٦)

"ঈমানদার লোকদের জন্য এখনও কি সেই সময় আসেনি যে, তাদের দিল আল্লাহর যিক্‌র এ বিগলিত হবে, তাঁর নাযিল করা মহাসত্যের সামনে অবনত হবে এবং তারা সেই লোকদের মত হয়ে যাবে না যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, পরে একটা দীর্ঘকাল তাদের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে, তাতে তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছে।" (সূরা হাদীদ ঃ ১৬)

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى اثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَيْنَهُ الإِنْجِيْلَ، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا -(الحديد : ٢٧)

"আর ঈসা ইব্‌ন মরিয়মকে পাঠিয়েছি এবং তাকে ইঞ্জিল কিতাব দিয়েছি। যারা সেটা মেনে চলেছে তাদের দিলে আমি দয়া ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে দিয়েছি। আর 'রাহবানিয়াত'-বৈরাগ্য তারা নিজেরা উদ্ভাবন করে নিয়েছে। আমি ওটা তাদের ওপর ফরয করে দেইনি। কিন্তু আল্লাহর সন্তোষ-সন্ধানে তারা নিজেরাই তা উদ্ভাবন করে নিয়েছে। আর তারা যথার্থভাবে পালন করেনি।" (সূরা হাদীদ ঃ ২৭)

وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا"۔ (النحل : ٩٢)

"আর তোমরা সেই নারীর মত হয়ে যেও না যে নিজেই খাটাখাটনি করে সূতা কেটেছে এবং পরে নিজেই সেটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।" (সূরা নাহ্‌ল ঃ ৯২)

"وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ"۔ (الحجر : ٩٩)

"আর সেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার রবের ইবাদত করতে থাক যার আগমন সম্পূর্ণ নিশ্চিত।" (সূরা হিজ্‌র্ ঃ ৯৯)

١٥٣– وَعَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ الَّيْلِ أَوْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ الَّيْلِ ۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۔

১৫৩. হযরত উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি রাতে তার অযীফা না পড়েই ঘুমায় অথবা কিছু বাকী রয়ে যায়, তারপর তা যুহরের মাঝখানে পড়ে নেয়, তার জন্য (ঐ সাওয়াবই) লিখে দেয়া হয় যে, সে যেন তা রাতেই পড়েছে। (মুসলিম)

١٥٤– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لاَتَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ الَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ الَّيْلِ ۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۔

১৫৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র্‌ ইব্‌ন আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "হে আবদুল্লাহ! অমুক লোকের মত হয়ো না যে রাতে ইবাদাত করত। তারপর তা ছেড়ে দিয়েছে।"(বুখারী ও মুসলিম)

١٥٥– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مِنَ الَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۔

১৫৫. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের নামায কোন অসুবিধা অথবা অন্য কোন কারণে বাদ পড়ে গেলে তিনি তার পরিবর্তে ১২ রাকা'আত নামায দিনে পড়তেন। (মুসলিম)

بَابُ فِى الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ وَآدَابِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ সুন্নাতের হিফাযত ও তার আনুসংগিক বিধি বিধান পালন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا" (الحشر : ٧)

"রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা থেকে সে তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলে তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা হাশ্‌র ঃ ৭)

"وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى" (النجم : ٣-٤)

"তিনি নিজের থেকে কিছু বলেন না। এতো অহী–যা তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়।" (সূরা নাজ্‌ম ঃ ৩–৪)

"قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ"

"হে নবী! বলে দিন, তোমরা যদি (সত্যিই) আল্লাহর প্রতি ভালবাসা পেষণ কর, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে তিনি তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১)

"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ" (الاجزاب : ٢١)

"অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলের জীবনে এক উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (সূরা আহযাব ঃ ২১)

"فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِىْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا" (النساء : ٦٥)

"না, তোমার প্রতিপালকের কসম! এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের বিষয় ও ব্যাপারে তোমাকে বিচারক হিসাবে মেনে না নেবে। তারপর তুমি যে ফায়সালা দেবে সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কোন দ্বিধাবোধ করবে না এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়া।" (সূরা নিসা ঃ ৬৫)

"فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" (النساء : ٥٩)

"তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় তবে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও,যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক।" (সূরা নিসা ঃ ৫৯)

"مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ"

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য করল।" (সূরা নিসা ঃ ৮০)

"وَإِنَّكَ لَتَهْدِىْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ صِرَاطَ اللّٰهِ" (الشورى : ٥٢)

"আর আপনি সঠিক সোজা পথ দেখাচ্ছেন। তা আল্লাহরই পথ।"(সূরা শুরা ঃ ৫২)

"فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ"- (النور : ٦٣)

"যারা আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করে, তাদের ভয় করা উচিত, যেন তাদেরকে কোন ফিত্না অথবা কষ্টদায়ক আযাবে পেয়ে না বসে।"(সূরা নূর ঃ ৬৩)

"وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ"- (الاحزاب : ٣٤)

"(হে নবীর স্ত্রীগণ!) তোমাদের ঘরে যে আল্লাহর আয়াত ও হিক্মত আলোচনা করা হয় তা তোমরা মনে রাখ।"(সূরা আহ্যাব ঃ ৩৪)

١٥٦- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : دَعُوْنِى مَاتَرَكْتُكُمْ ؛ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلٰى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৫৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আমি যে সব বিষয় বর্ণনা না করে তোমাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছি, সে সব ব্যাপারে আমাকে ছেড়ে দাও (প্রশ্ন করো না)। তোমাদের পূর্ববতী লোকেরা তাদের অত্যধিক প্রশ্ন ও নবীদের ব্যাপারে মতভেদের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কাজেই আমি যখন কোন কিছু নিষেধ করি তখন তোমরা সেটা থেকে বিরত থাক। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছুর হুকুম করি, তখন সেটা যথাসাধ্য কর।" (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٧- وَعَنْ أَبِىْ نَجِيْحٍ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ فَقُلْنَا :يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا قَالَ : أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ وَإِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرٰى اِخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ وَالرَّاشِدِيْنَ الْمُهَدِّيِيْنَ عَضُّوْا عَلَيْكُمْ بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ -

১৫৭. হযরত আবু নাজীহ্ ইর্‌বায ইবন্ সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জ্বালাময়ী ভাষায় আমাদের উপদেশ দিলেন। এতে আমাদের সকলের মন গলে গেল এবং চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল। আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো বিদায়ী উপদেশের মত। কাজেই আমাদের আরও উপদেশ দিন, তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহকে ভয় করার জন্য তোমদের উপদেশ দিচ্ছি আর তোমাদের ওপর হাবশী গোলামকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিলেও তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি। আর তোমাদের কেউ জীবিত থাকলে সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন আমার সুন্নাত এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা হবে তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। এ সুন্নাতকে খুব মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাক এবং সমস্ত বিদ্'আত থেকে বিরত থাক। কেননা প্রত্যেকটি বিদ্'আতই গুমরাহ।(আবূ দাঊদ ও তিরমীযী)

١٥٨– عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : كُلُّ أُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قِيْلَ " وَمَنْ أَبَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ أَبَى - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

১৫৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আমার সব উম্মত জান্নাতে যাবে। তবে যারা অস্বীকার করবে তারা যাবে না।" জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কারা অস্বীকার করে? তিনি বললেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল, আর যে ব্যক্তি আমার বিরোধিতা করল সে অস্বীকার করল।" (বুখারী)

١٥٩– عَنْ أَبِىْ مُسْلِمٍ وَقِيْلَ أَبِىْ اِيَاسَ سَلْمَةَ عَمْرُوبْنِ الْأَكْوَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ : كُلْ بِيَمِيْنِكَ " قَالَ لاَ أَسْتَطِيْعُ قَالَ : لاَ اسْتَطَعْتَ ! مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৫৯. হযরত আবু মুসলিম অথবা আবু আয়াস সালামা ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আক্ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাম হাতে খেতে লাগল। তিনি বললেন ঃ "ডান হাতে খাও।" সে বলল, আমি পারি না। তিনি বললেন, "তুমি যেন না পার।" অহংকারই তাকে এ হুকুম পালনে বাধা দিয়েছিল। তারপর সে তার হাত মুখের কাছে উঠাতে পারল না। (মুসলিম)

١٦٠– عَنْ أَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَوِّىْ صُفُوْفَنَا حَتّٰى كَأَنَّمَا يُسَوِّىْ بِهَا الْقِدَاحَ حَتّٰى إِذَا أَرٰى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتّٰى كَادَا أَنْ يُكَبِّرَ فَرَأَ رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ فَقَالَ : عِبَادَ اللّٰهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ ـ

১৬০. হযরত আবু আবদুল্লাহ নুমান ইব্ন বাশীর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "তোমরা নামাযের কাতার সোজা কর, নতুবা আল্লাহ তোমাদের চেহারার মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি করে দিবেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাতারগুলো সোজা করে দিতেন। এমনকি (মনে হতো) তিনি যেন এর দ্বারা তীর সোজা করছেন। আমরা এ কাজটা পূর্ণভাবে করেছি বলে তাঁর বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকীদ দিতেন। তারপর একদিন তিনি এসে নামাযে দাঁড়িয়ে তাক্বীর দিবেন, এমন সময় একজন লোককে দেখলেন যে, তার বুকটা কাতারের বাইরে রয়েছে। তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহর বান্দারা তোমাদের কাতার সোজা করনি তো আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দিবেন।"

١٦١ـ عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : احْتَرَقَ بَيْتُ بِالْمَدِيْنَةِ عَلٰى أَهْلِهِ مِنَ الَّيْلِ فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَأْنِهِمْ قَالَ : إِنَّ هٰذِهِ النَّارَ عَدُوٌّلَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

১৬১. হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মদীনায় কোন এক রাতে একটি বাড়ীতে আগুন লাগে এবং এর ফলে পরিবারের লোকদের ক্ষতি হয়। এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বলা হলে তখন তিনি বললেন ঃ "এই আগুন হচ্ছে তোমাদের শত্রু। কাজেই তোমরা ঘুমাবার সময় এটাকে নিভিয়ে দাও।"(বুখারী ও মুসলিম)

١٦٢ـ وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمَ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا مِنْهَا وَسَقُوْا وَرَعُوْا وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرٰى إِنَّمَا هِىَ قِيْعَانٌ لاَتَمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلاً فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِىْ أُرْسِلْتُ بِهِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

১৬২. হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে যে আল্লাহ্ জ্ঞান ও সঠিক পথসহ পাঠিয়েছেন, তার উদাহরণ বৃষ্টির মত। বৃষ্টির পানি কোনো জমিতে পড়লে জমির ভাল অংশ তা চুষে নেয় এবং বহু নতুন ও তাজা ঘাস জন্মায়। জমির আর এক শুকনো অংশ যাতে বৃষ্টির পানি আট্‌কে থাকে এবং আল্লাহ তার দ্বারা মানুষের উপকার করেন। তারা সেখানে পানি থেকে পান করে এবং তা দিয়ে জমিতে সেচ দেয় ও ফসল উৎপন্ন করে। জমির আর এক অংশ ঘাসহীন অনুর্বর এলাকা, যেখানে পানিও আটকায় না,ঘাসও হয় না। এটা হচ্ছে সেই লোকের উদাহরণ যে, আল্লাহর দীনের গভীর জ্ঞান লাভ করে এবং মহান আল্লাহ যা কিছু দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন তা থেকে উপকৃত হয়। সে নিজেও জ্ঞান লাভ করে এবং অপরকেও জ্ঞান দান করে। আর শেষোক্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই ব্যক্তির যে দীনের জ্ঞানের দিকে ফিরেও তাকায় না এবং আল্লাহর যে বিধান দিয়ে আমাকে পাঠান হয়েছে তা সে গ্রহণ ও করে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٣-عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلِىْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبَ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَأَنَا اٰخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تُفْلِتُوْنَ مِنْ يَدِىْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৬৩. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আমার এবং তোমাদের উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মত, যে আগুন জ্বালানোর পর ফড়িং ও অন্যান্য জীব তাতে পড়ে এবং সে ও গুলোকে বাধা দিতে থাকে। আর আমিও তোমাদের কোমর ধরে আছি যাতে তোমরা আগুনে না পড়, কিন্তু তোমরা আমার হাত থেকে পড়ে যাচ্ছো।" (মুসলিম)

١٦٤- عَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَاتَدْرُوْنَ فِىْ أَيِّهِ الْبَرَكَةُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ : إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيَمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتّٰى يَلْعَقَ أَصَابِعَه فَإِنَّهُ لَايَدْرِىْ فِىْ أَىِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَّه إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَىْءٍ مِنْ شَأْنِه حَتّٰى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةَ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا أَذًى فَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ -

১৬৪. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঙুল ও থালা (খাওয়ার পর) চেটে খেতে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন ঃ "তোমরা জান না কোন্ স্থানে রবকত রয়েছে।" (মুসলিম)

মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় আছে, তোমাদের কারও খাবারের কোন লোক্মা পড়ে গেলে সে যেন তা উঠিয়ে নেয় এবং তার ময়লা পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলে। শয়তানের জন্য যেন তা রেখে না দেয়। আর আঙুল চেটে না খাওয়ার সময়ও সে হাযির হয়। কাজেই তোমাদের কারও কোন লুক্মা পড়ে গেলে, তার ময়লা পরিষ্কার করে খেয়ে ফেল উচিত এবং শয়তানের জন্য রেখে দেয়া উচিত নয়।

١٦٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ : يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُرُوْنَ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ ، اَلاَ وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلاَئِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَام، اَلاَ وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَتَدْرِي مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ إِلَى قَوْلِهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمُ " فَيُقَالُ لِي" إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلَى اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৬৫. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন ঃ "হে লোকেরা! তোমাদেরকে আল্লাহর সামনে খালি পায়ে, উলংগ শরীরে এবং খাত্না বিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে।" মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ "যেমন করে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছি, তেমন করে আবার সৃষ্টি করব। এটা আমার ওয়াদা। আমি এ ওয়াদা পূরণ করব।"জেনে রাখ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে কাপড় পরান হবে। সাবধান! আমার উম্মাতের কিছু লোককে এনে বাম দিকে (দোযখের দিকে) ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলল, হে আমার প্রতিপালক! এতো আমার সাহাবী। তখন বলা হবে, তুমি জান না যে তোমার পর এরা কি কি নতুন কাজ করেছে। আমি তখন হযরত ঈসা (আ)-এর মত বলব, আমি যতকাল তাদের মধ্যে ছিলাম তাদের ওপর সাক্ষ্য দানকারী হয়েই ছিলাম ----। "(সূরা মায়িদা, ঃ ১১৭-১১৮)তখন আমাকে বলা হবে, তাদের কাছ থেকে তুমি যখন বিদায় নিয়েছ তখন থেকে তারা তোমার দীন ছেড়ে দূরে সরে গিয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٦- عَنْ أَبِي سَعِيْدِ عَبْدِ اللّٰهِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ : إِنَّه لاَيَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَّ ، وَإِنَّه يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ أَنَّ قَرِيْبًا لِابْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ : إِنَّهَا لَاتَصِيْدُ صَيْدًا ثُمَّ عَادَ فَقَالَ : أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهى عَنْهُ ثُمَّ عُدْتَّ تَخْذِفُ إِلاَّ أُكَلِّمُكَ أَبَدًا -

১৬৬. হযরত আবু সাঈদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাথরের টুক্‌রা শাহাদাত আঙুল ও বৃদ্ধাঙ্গুলের মাঝখানে রেখে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, এ কাজে কোন শিকারও মারা পড়ে না, দুশমনও শেষ হয় না। বরং এটা চোখ ফুঁড়ে দেয় এবং দাঁত ভেংগে দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্যএক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফালের এক নিকটাত্মীয় কাউকে পাথর মেরেছিল। আবদুল্লাহ (রা) নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে, এভাবে শিকার মরে না। ঐ ব্যক্তি পুণর্বার একই কাজ করে। এতে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ "আমি তোমাকে বলছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম এ থেকে নিষেধ করেছেন তবুও তুমি মারছো। আমি তোমার সাথে কখনো কথা বলবো না।"

١٦٧- عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ (يَعْنِى أَلأَسْوَدَ) وَيَقُوْلُ : إِنِّىْ أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّوَلَوْلاَ أَنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৬৭. হযরত আবিস্‌ ইব্‌ন রাবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে হাজরে আস্‌ওয়াদ (কা'বা ঘরের সাথে লাগানো কাল পাথর) চুমু দিতে দেখেছি। তিনি বলতেন, আমি জানি যে, তুমি একখন্ড পাথর মাত্র, তুমি কোন উপকার করতে পার না ও অপকার করতে পার না, আমি যদি তোমাকে চুমু দিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুমু দিতাম না। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ فِىْ وُجُوْبِ الْانْقِيَادِ لِحُكْمِ اللّٰهِ وَمَا يَقُوْلُهُ مَنْ دُعِىَ إِلَى ذَلِكَ وَأَمْرٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ نَهِى عَنْ مُنْكَرٍ -

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা ওয়াজিব।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

"فَلاَوَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -(النساء : ٦٥)

"না তোমার প্রতিপালকের কসম, তারা ঈমানদারই নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আপনাকে তাদের পারস্পরিক বিরোধের মীমাংসাকারী হিসাবে মেনে না নেয়। তারপর আপনি যে রায়

দেবেন তারা সে সম্পর্কে মনে কোন প্রকার দ্বিধা-সংকোচ বোধ করবে না এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তা মেনে নিবে।"(সূরা নিসা ঃ ৬৫)

"إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَّقُوْلُوْا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ (النور : ٥١)

"মু'মিনদের মধ্যে কোন ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে আহ্বান জানান হয়, তখন তারা এই কথাই বলে যে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আর এসব লোকই কল্যাণ প্রাপ্ত হবে।" (সূরা নূর ঃ ৫১)

١٦٨– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ ، وَإِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ أَنْفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ الْأَيَةَ اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ بَرَكُوْا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوْا : أَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ كُلِّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيْقُ : الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْايَةُ وَلاَ نُطِيْقُهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تَقُوْلُوْا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ؟ بَلْ قُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرَ فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ وَذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى فِى إِثْرِهَا :" اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؛ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهٖ ، وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَنَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ" فَلَمَّا فَعَلُوْا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللّٰهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ " لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ، رَبَّنَا لَاتُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا " قَالَ نَعَمْ : رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا " قَالَ نَعَمْ : رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهٖ" قَالَ نَعَمْ : "وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا ، أَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ" " قَالَ نَعَمْ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

১৬৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সূরা বাকারার শেষ রুকুর প্রথম আয়াতটি নাযিল হল, তা

সাহাবীগণের নিকট খুব কঠিন মনে হল। আয়াতটি হচ্ছে এই ঃ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ .... "আসমান ও জমীনে যা কিছু আছে তা সবই একমাত্র আল্লাহর জন্য। তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন।" সাহাবীগণ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে নতজানু হয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের সাধ্যানুযায়ী নামায, জিহাদ, রোযা, সাদাকা ইত্যাদি কাজগুলো আমাদের ওপর চাপানো হয়েছে অথচ আপনার উপর এই আয়াত নাযিল হয়েছে আর আমরা তা করার ক্ষমতা রাখি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের পূর্বে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা যেমন বলেছিল, আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম, তোমরাও কি তেমনি বলতে চাও? তোমরা বরং এ কথা বল, ... سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا "শুনলাম এবং মেনে নিলাম, তোমার (অর্থাৎ আল্লাহর)কাছে ক্ষমা চাই হে প্রভু! আর তোমারই নিকট ফিরে যেতে হবে।" লোকেরা যখন এ আয়াতটি পড়ল এবং তাদের জিহ্বা আনুগত্য করল, তখন আল্লাহ উক্ত আয়াতের পর নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করলেন ঃ .... اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ "রাসূলের নিকট তাঁর রবের কাছ থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তাঁর প্রতি রাসূল ও মু'মিনগণ ঈমান এনেছে। তারা সবাই আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ,কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার নিকট ক্ষমা চাই। আর আপনার নিকটেই তো ফিরে যেতে হবে।"

যখন সাহাবীগণ এসব করলেন তখন আল্লাহ উক্ত আয়াতের হুকুম পরিবর্তন করে দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন ঃ .... لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا "–আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না। তার জন্য তাঁর কাজের সাওয়াব রয়েছে এবং শাস্তিও রয়েছে। (তারা বলে) "হে আমাদের প্রভু! আমরা ভুলত্রুটি করে থাকলে সেজন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করবে না।" মহান আল্লাহ বলেন, আচ্ছা তাই হবে। তারা বলে, "হে আমাদের প্রভু! আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর যেমন তুমি (কঠিন হুকুমের) বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলে তেমন কোন বোঝা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিবেন না।" মহান আল্লাহ্ বলেন, আচ্ছা তাই হবে। তারা বলে, "হে আমাদের প্রভু! আমাদের ওপর এমন কোন দায়িত্বভার দিবেন না যা পালন করার শক্তি আমাদের নেই। আর আমাদের গুনাহের কালিমা মুছে দিন। আমাদের গুনাহ মাফ করে দিন, আমাদের ওপর দয়া করুন। আপনিই তো আমাদের অভিভাবক। কাজেই কাফিরদের উপর আমাদের বিজয়ী করুন।" আল্লাহ বলেন, "আচ্ছা তাই হবে।" (মুসলিম)

بَابُ فِى النَّهْىِ عَنِ الْبِدْعِ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ

অনুচ্ছেদঃ বিদ্‌আত ও দীনের মধ্যে নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন ও প্রচলন নিষিদ্ধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ" ـ (يونس : ٢٢)

"হক কথার পর আর সবই ভ্রান্তি।"(সূরা ইউনুস ঃ ২২)

"مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَئٍ"- (الانعام : ٨)

"আমি এ কিতাবে কোন কিছু বাদ দেইনি।"(সূরা আন'আম ঃ ৮)

"فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَئٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ"- (النساء : ٥٩)

"যদি তোমরা কোন ব্যাপারে পরস্পর মতবিরোধ কর তবে সে ব্যাপারটা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।"(সূরা নিসা ঃ ৫৯)

"وَإِنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ"- (الانعام : ١٥٣)

"আর আমার এই রাস্তা সরল ও মজবুত। কাজেই তোমরা এই রাস্তায়ই চল। এছাড়া অন্য সব রাস্তায় চলো না, তা তোমাদেরকে তাঁর রাস্তা থেকে সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।" (সূরা আন'আম ঃ ১৫৩)

"قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِى ...." (ال عمران : ٣١)

"তুমি বলে দাও ঃ তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ ......।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১)

١٦٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৬৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনের ব্যাপারে এমন নতুন কিছু সৃষ্টি করে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"(বুখারী ও মুসলিম)

١٧٠- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتّٰى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ، وَيَقُوْلُ ، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ "وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَيَقُوْلُ "أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهُدٰى هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ" ثُمَّ يَقُوْلُ : أَنَا أَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهٖ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهٖ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْضِيَاعًا فَإِلَىَّ وَعَلَىَّ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৭০. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বক্তৃতা দিতেন তখন তাঁর চোখ দু'টি লাল হয়ে যেত, তাঁর আওয়াজ বড় হয়ে যেত এবং তাঁর রাগ বৃদ্ধি পেত যেন তিনি কোন সেনাবাহিনীকে সতর্ক করছেন। তিনি বলতেন ঃ "আল্লাহ তোমাদের সকাল-সন্ধ্যায় ভাল রাখুন।" তিনি আরও বলতেন, "আমাকে কিয়ামাতসহ এভাবে পাঠানো হয়েছে।" এ কথা বরে তিনি তাঁর মধ্যমা ও তর্জনি অঙ্গুলি মিশাতেন। তিনি আরও বলতেন, " অতঃপর সবচেয়ে ভাল কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আর সবচেয়ে ভাল আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। আর (দীনের ব্যাপারে) নতুন বিষয়গুলো (অর্থাৎ নতুন বিষয় সৃষ্টি করা) সবচেয়ে খারাপ। আর সব বিদ্‌আতই ভ্রান্তি।" তারপর তিনি বলতেন ঃ "আমি প্রত্যেক মু'মিনের জন্য তার নিজের চেয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি কোন সম্পদ রেখে যায় তা তার পরিবারবর্গের জন্য। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ অথবা অসহায় সন্তান রেখে যায় তার দায়িত্ব আমারই ওপর।" (মুসলিম)

بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً

অনুচ্ছেদ ঃ ভাল কিংবা মন্দ পন্থা উদ্ভাবন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

"وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا"۔ (الفرقان : ٧٤)

"আর যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যাদেরকে দেখে আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়।" (সূরা ফুরকান ঃ ৭৪)

"وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا"۔ (الأنبياء:٧٣)

"আমি তাদেরকে (নবীগণকে) নেতা হিসেবে নিযুক্ত করেছি। তারা আমার হুকুম অনুযায়ী হিদায়াত করতো।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৭৩)

١٧١– عَنْ أَبِىْ عَمْرٍو جَرِيْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا فِىْ صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَه قَوْمٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِى النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِىْ السُّيُوْفِ ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَبَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِمَا رَاٰى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ : "يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ " إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا" وَالْاٰيَةُ الْأُخْرٰى الَّتِىْ فِى اٰخِرِ الْحَشْرِ "يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا

قَدَّمَتْ لِغَدٍ " تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِيْنَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ ، مِنْ ثَوْبِهِ وَ مَنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ : وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ " فَجَاءَ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৭১. হযরত জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা কোন একদিনের প্রথম ভাগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছিলাম। তখন একদল লোক তাঁর কাছে এল। তাদের শরীর ছিল উলংগ। চট কিংবা আ'বা পরিহিত ছিল তারা। তরবারীও তাদের সাথে লাগান ছিল। তারা সবাই ছিল মুদার বংশের লোক। তাদের দারিদ্রতা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মুবারকের রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। তারপর তিনি ঘরের ভেতর গেলেন। পরে বের হয়ে হযরত বেলাল (রা)-কে আযান দিতে বললেন। হযরত বিলাল (রা) আযান ও ইকামাত দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষ করে এক ভাষণে বললেন ঃ "হে জনগণ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জুড়ি সৃষ্টি করেছেন। আর উভয় থেকে অনেক পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পর নিজ নিজ অধিকার দাবী কর। আর তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করা থেকে বিরত থাক। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখেন" (সূরা নিসা ঃ ১)। তিনি সূরা হাশ্‌রের শেষের দিকের নিম্নোক্ত আয়াতটিও পড়লেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য রাখে যে, সে আগামী দিনের (আখিরাতের) জন্য কি ব্যবস্থা করে রেখেছে। তোমরা আল্লাহকেই ভয় করে চল। তোমরা যা করছ আল্লাহ তার খবর রাখেন" (তারপর তিনি বললেন) প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত যেন সে তার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) তার দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) তার কাপড়, তার গম এবং তার খেজুর থেকে দান করে। তিনি এমনকি এ কথাও বলেন যে, এক টুকরো খেজুর হলেও তা দান কর। এরপর একজন আনসারী এক থলে খেজুর নিয়ে এল। থলেটি বয়ে আনতে তার হাত অক্ষম হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল বরং অক্ষমই হয়ে পড়েছিল। তারপর লোকেরা একের পর এক দান করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আমি কাপড় ও খাদ্যের দু'টি স্তূপ দেখতে পেলাম। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক চেহারার নূর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তা যেন সোনালী রংয়ে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম তখন বললেনঃ যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল নিয়মের প্রচলন করে সে তার বিনিময় পাবে এবং তারপরে যারা সে নিয়ম অনুযায়ী কাজ করবে তাদের বিনিময়ও সে পাবে। কিন্তু এতে তাদের বিনিময় কিছুমাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ নিয়ম চালু করে তার ওপর এর (গুনাহের) বোঝা চেপে বসবে এবং তারপরে যারা সে নিয়ম অনুযায়ী কাজ করবে তাদের বোঝাও তার উপর গিয়ে পড়বে। কিন্তু তাদের বোঝা কিছুমাত্র কম হবে না। (মুসলিম)

١٧٢– عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلَ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لأَنَّهُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৭২. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তিই অন্যায়ভাবে নিহত হবে তার রক্তপাতের দায়িত্ব হযরত আদম (আ)-এর প্রথম হত্যাকারী সন্তানের (কাবীল) উপর পড়বে। কারণ সেই প্রথম ব্যক্তি যে হত্যার নিয়ম চালু করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابٌ فِى الدَّلاَلَةِ عَلَى خَيْرٍ وَالدُّعَاءِ إِلَى هُدًا أَوْ ضَلاَلَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ কল্যাণের পথ দেখান এবং সঠিক অথবা ভ্রান্ত পথের দিকে ডাক দেয়া।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ - (القصص : ٨٧)

"তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে ডাক দাও।"(সূরা কাসাস ঃ ৮৭)

أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ - (النحل : ١٢٥)

"তুমি তোমার রবের পথের দিকে সুকৌশলে ও সদুপদেশের মাধ্যমে আহবান কর।" (সুরা নাহ্‌ল ঃ ১২৫)

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى - (المائدة : ٢)

"তোমরা সৎকাজ ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে পরস্পর সাহায্য কর।"(সূরা মায়িদা ঃ ২)

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ - (ال عمران : ١٠٤)

"তোমাদের ভেতরে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে যারা কল্যাণের দিকে ডকাতে থাকবে।"(সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪)

١٧٣– وَعَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دَلَّ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৭৩. হযত আবু মাসউদ উকবা ইব্‌ন আমর আল-আনসারী বাদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন ভালোর পথ দেখায় সে ঠিক ততটা বিনিময় পায় যতটা বিনিময় ঐ কাজ সম্পাদনকারী নিজে পায়।"(মুসলিম)

١٧٤- وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ﷺ قال : من دعا إلى هدى كان له من الاجر مثل أجور من تبعه لاينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعه لاينقص ذلك من اثامهم شيئا - رواه مسلم -

১৭৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে ডাক দেয় তার জন্য এ পথের অনুসারীদের বিনিময়ের সমান বিনিময় হবে। এতে তাদের বিনিময় কিছুমাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রান্তপথের দিকে ডাকে তার উক্ত পথের অনুসারীদের গুনাহের সমান গুনাহ হবে। এতে তাদের গুনাহ কিছুমাত্র কম হবে না। (মুসলিম)

١٧٥- عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال يوم خيبر : لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله " فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله ﷺ كلهم يرجو ان يعطاها فقال : أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه " فأتي به فبصق رسول الله ﷺ في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم - متفق عليه -

১৭৫. হযরত আবুল আব্বাস সাহল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার যুদ্ধের দিন বলেন ঃ "আমি নিশ্চয়ই আগামীকাল এই পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দিব যার হাতে আল্লাহ বিজয় দিবেন। সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও তাঁকে ভালবাসেন। লোকেরা রাতভর চিন্তা-ভাবনা ও আলাপ আলোচনা করতে লাগল যে, কাকে এই পতাকা দেয়া হবে। সকালবেলা তাঁরা সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সেই পতাকা পাওয়ার আশায় এলেন। তিনি বললেন ঃ "আলী ইব্‌ন আবু তালিব কোথায়? " বলা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি চোখের রোগে ভুগছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাঁর কাছে লোক পাঠাও।" তারপর তাকে আনা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চেখে থুথু দিলেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করলেন। তিনি এতে এমন আরোগ্য লাভ করলেন যেন কোন রোগই তার ছিল না। হযরত আলী (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! দুশমনরা আমাদের মত (মুসলমান) না হওয়া পর্যন্ত আমি কি তাদের সাথে লড়াই করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "তুমি তাদের এলাকায় না পৌঁছা পর্যন্ত অগ্রসর হতে থাকবে। তারপর তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবে এবং আল্লাহর হক আদায় করার ব্যাপারে তাদের করণীয় কাজ জানিয়ে দেবে। আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে মহান আল্লাহ কোন একজন লোককে হিদায়াত দিলে সেটা তোমার জন্য (মূল্যবান) লাল উটের চেয়ে ভাল। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٦– عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّى أُرِيْدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِىَ مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ؟ قَالَ أَئْتِ فُلَانًا فَإِنَّه قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ : أَعْطِنِىْ الَّذِىْ تَجَهَّزْتَ بِهِ فَقَالَ يَا فُلَانَةُ أَعْطِيْهِ الَّذِىْ تَجَهَّزْتُ بِهِ ، وَلَا تَحْبِسِىْ مِنْهُ شَيْئًا فَوَا اللّٰهِ لَاتَحْبِسِيْنَ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارِكَ لَكِ فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৭৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম বংশের জনৈক যুবক বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদ করতে চাই, কিন্তু প্রস্তুতি নেবার মত আমার কিছুই নেই। তিনি বললেন ঃ "তুমি অমুক লোকের নিকট যাও। সে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যুবকটি তাঁর কাছে গিয়ে বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তুমি যা কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছ তা আমাকে দিয়ে দাও। সে ব্যক্তি বললঃ হে অমুক (মহিলা!) একে আমার সবকিছু সরঞ্জাম দিয়ে দাও এবং কোন কিছু রেখে দিও না। আল্লাহর কসম তোমরা তার কোন কিছু রেখে না দিলে এতে আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দিবেন। (মুসলিম)

بَابُ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

অনুচ্ছেদ ঃ নেকী ও আল্লাহ্ ভীতিমূলক কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى" (المائدة : ٢)

"তোমরা নেকী ও আল্লাহ্ ভীতিমূলক কাজে পরস্পরের সহযোগিতা কর।" (সূরা মায়িদা ঃ ২)

"وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ كَلَامًا مَعْنَاهُ : إِنَّ النَّاسَ أَوْ أَكْثَرَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ عَنْ تَدَبُّرِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ -

"সময়ের কসম! নিশ্চয়ই মানুষ বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু ঐসব লোক ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে, একে অপরকে হকের উপদেশ দিয়েছে এবং একে অপরকে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দিয়েছে" -(সূরা আস্‌র ঃ ১, ২, ৩)। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, মানুষ অথবা অধিকাংশ মানুষ সূরাটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না। এ ব্যাপারে তারা আত্মভোলা হয়ে রয়েছে।

١٧٧- عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৭৭. হযরত আবদুর রহমান যায়েদ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহনী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে জিহাদের পরিবার-পরিজনের সাথে তার অনুপস্থিতিতে কল্যাণকর ব্যবহার করল, সেও যেন জিহাদ করল।" (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٨- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ان رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِيْ لِحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ فَقَالَ لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৭৮. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুযাইল গেত্রের শাখা লেহিয়ান গেত্রের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক (পরিবারের) প্রতি দুই ব্যক্তির মধ্যে অন্ততঃ এক ব্যক্তি যেন জিহাদে যোগদান করে। এক্ষেত্রে তাদের উভয়কেই প্রতিদান দেয়া হবে। (মুসলিম)

١٧٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ : مَنِ الْقَوْمُ ؟ قَالُوْا : الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالُوْا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ " فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ : أَلِهٰذَا حَجٌّ؟ قَالَ : نَعَمْ " وَلَكِ أَجْرٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৭৯. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাওহা নামক স্থানে একদল অশ্বারোহীর সাথে মিলিত হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কারা? তারা বলল ঃ আমরা মুসলমান। তারা জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ- আল্লাহর রাসূল। অতঃপর জনৈক মহিলা একটি শিশুকে তাঁর সামনে উঁচু করে ধরে জিজ্ঞেস করল, এ শিশুও কি হজ্জ করতে পারবে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ হাঁ এবং সাওয়াবটা তুমি পাবে। (মুসলিম)

١٨٠- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ "الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِيْنُ الَّذِيْ يُنْفِذُ مَا أُمِرَبِه فَيُعْطِيْهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِه نَفْسَهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِيْ أُمِرَلَهُ بِه أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৮০. হযরত আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মুসলমান কোষাধ্যক্ষ হচ্ছে একজন আমানতদার ব্যক্তি, তাকে যা নির্দেশ দেয়া হয় সে তা কার্যকর করে, অতঃপর সে স্বেচ্ছায় ও সন্তোষ সহকারে তা (সাদাকা যাকাত) পূর্ণরূপে আদায় করে, তারপর তা যার কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ তাকে দেয়া হয় তা তার কাছে অর্পণ করে। এ ব্যক্তিও (তার কর্তব্য পালনের জন্য) সাদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ সেও দু'জন সাদাকাকারীর একজন গণ্য হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ فِي النَّصِيْحَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নসীহত (উপদেশ ও কল্যাণ কামনা) সম্পর্কে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ" -(الحجرات : ١٠)

"মুসলিমগণ পরস্পরের ভাই। অতএব, তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে সংশোধন করে নাও।"(সূরা হুজুরাত ঃ ১০)

"إِخْبَارًا عَنْ نُوْحٍ ﷺ وَأَنْصَحُ لَكُمْ" - (الأعراف : ٦٢)

(আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘটনা প্রসংগে বলেন ঃ "আমি (নূহ) তোমাদের কাছে আমার প্রভুর পয়গামসমূহ পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকি) "আমি তোমাদের কল্যাণকামী।" (সূরা আরাফ ঃ ৬২)

وَعَنْ هُوْدٍ ﷺ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِيْنٌ - (الأعراف : ٦٨)

(হযরত হূদ আলাইহিস্ সাল্লামের ঘটনা প্রসংগে বলেন ঃ আমি (হূদ) তোমাদের কাছে আমার প্রভুর পয়গামসমূহ পৌঁছিয়ে দেই,) "আমি তোমাদের বিশ্বস্ত কল্যাণকামী"। (সূরা আরাফ ঃ ৬৮)

١٨١- عَنْ أَبِيْ رُقَيَّةَ تَمِيْمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ " قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ : لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَالرَّسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৮১. হযরত আবু রুকাইয়া তামীম ইবন আওস আদ-দারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "দীন (ইসলামের মূল কথা) হচ্ছে জনগণের কল্যাণ কামনা করা।" আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য? তিনি বললেন ঃ মহান আল্লাহ তাঁর কিতাব, তার রাসূল, মুসলমানদের, ইমাম (নেতা) এবং সমস্ত মুসলমানদের জন্য। (মুসলিম)

١٨٢- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৮২. হযরত জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করা ও সঠিক উপদেশ দেয়ার শপথ (বায়'আত) গ্রহণ করলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৮৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "তোমাদের কেউই পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পসন্দ না করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে"। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ন্যায়কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - (اٰل عمران : ١٠٤)

"তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা (মানুষকে) কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে ডাকবে, ন্যায় ও সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ কাজ করবে তারাই কৃতকার্য হবে"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -(ال عمران : ١٦٨)

"তোমরাই সর্বোত্তম দল, তোমদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৮)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ - (الاعراف : ١٩٩)

"নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ লোকদের এড়িয়ে চল"। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৯৯)

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -(التوبة : ٧١)

"মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীলোক পরস্পরের বন্ধু ও সাথী। এরা যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।"(সূরা তাওবা ঃ ৭১)

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ كَانُوْا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ -(المائدة : ٧٨-٧٩)

"বনী ইসরাঈলদের মধ্য থেকে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের প্রতি দাঊদ ও ঈসা ইব্ন মরিয়মের মুখ দিয়ে অভিশাপ করা হয়েছে। কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। তারা পরস্পরকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখা পরিহার করেছিল। অত্যন্ত জঘন্য কর্মনীতিই তারা অবলম্বন করেছিল।" (সূরা মায়িদা ঃ ৭৮, ৭৯)

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ -(الكهف : ٢٩)

"স্পষ্টভাবে বলে দিন, এ মহাসত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে। এখন যার ইচ্ছা মেনে নেবে, আর যার ইচ্ছা অমান্য করবে। (সূরা কাহফ ঃ ২৯)

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ - (الحجر : ٩٤)

"কাজেই হে নবী ঃ যে জিনিসের হুকুম আপনাকে দেয়া হচ্ছে তা উচ্চকণ্ঠে বলে দিন।" (সূরা হিজ্‌র ঃ ৯৪)

أَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَأَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ـ(الاعراف : ١٦٥)

"আমরা এমন লোকদের মুক্তি দিলাম যারা খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকত, আর যারা যালেম ছিল তাদেরকে তাদেরই বিপর্যয়মূলক কাজের জন্য কঠিন আযাব দিয়ে পাকড়াও করলাম"। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৬৫)

١٨٤– عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

১৮৪. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগে) বন্ধ করে দেয়। যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে তবে যেন মুখের (কথার) দ্বারা তা বন্ধ করে দেয়। যদি সে এ ক্ষমতাটুকুও না রাখে তবে যেন অন্তরের দ্বারা এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আর এটা হল ঈমানের দুর্বলতম এবং নিম্নতম স্তর। (মুসলিম)

١٨٥– عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِىْ أُمَّةٍ قَبْلِىْ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُوْنَ بِأَمْرِهِ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَالاَ يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَالاَ يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

১৮৫. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমার পূর্বে কোন জাতির কাছে যে নবীকেই পাঠানো হয়েছে, তাঁর সহযোগিতার জন্য তাঁর উম্মাতের মধ্যে এক দল সাহায্যকারীও থাকত। তারা তাঁর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরত এবং তাঁর নির্দেশের অনুসরণ করত। এদের পরে এমন কিছু লোকের উদ্ভব হল তারা যা বলত তা নিজেরা করত না এবং এমন কাজ করত যা করার নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হয়নি। এতএব, এ ধরনের লোকের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে) জিহাদ করবে, সে মু'মিন। যে মুখ দিয়ে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মু'মিন। আর যে অন্তর দিয়ে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মু'মিন। এরপর আর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমানের স্তর নেই। (মুসলিম)

١٨٦- عَنْ أَبِي الْوَلِيْدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثْرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لاَتُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ ، وَعَلَى أَنْ تَقُوْلُ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَنَخَافُ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৮৬. হযরত আবুল ওয়ালীদ উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার, দুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক সর্বাবস্থায় আনুগত্য করার এবং নিজেদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার প্রদানের শপথ (বায়'আত) গ্রহণ করেছি। আমরা আরো শপথ গ্রহণ করেছি ঃ যোগ্য ও উপযুক্ত শাসকের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হব না। (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) ঃ হাঁ, যদি তোমরা তাকে স্পষ্টভাবে ইসলাম বিরোধী কাজে লিপ্ত দেখ, যে সম্পর্কে তোমাদের কাছে আল্লাহর দেয়া কোন দলীল-প্রমাণ রয়েছে (তবে তোমরা তার বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে পার) এবং আমরা আরো শপথ গ্রহণ করেছি ঃ আমরা যেখানেই থাকি না কেন, সর্বাবস্থায় হকের (সত্য-ন্যায়ের) কথা বলব। আল্লাহর (বিধান মত জীবন যাপনের) ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দা ও তিরস্কারের পরওয়া করব না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٧- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَثَلُ الْقَائِمِ فِيْ حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا عَلَى سَفِيْنَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِيْنَ فِيْ أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوْا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِيْ نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ تَرَكُوْهُمْ وَمَا اَرَادَ هَلَكُوْا جَمِيْعًا وَإِنْ أَخَذُوْا عَلَى أَيْدِيْهِمْ وَنَجَوْا جَمِيْعًا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১৮৭. হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারী ও সীমা অতিক্রমকারীর দৃষ্টান্ত হল ঃ একদল লোক লটারী করে একটি সমুদ্রযানে উঠলো। তাদের কতক নিচের তলায় আর কতক উপরের তলায় স্থান পেল। নিচের তলার লোকদের পানির প্রয়োজন হলে তারা তাদের উপরের তলার লোকদের কাছ দিয়ে পানি আনতে যায়। তারা (নিচের তলার লোকেরা) পরস্পর বলল, আমরা যদি আমাদের এখান দিয়ে একটি ফুটো করে নেই, তবে উপর তলার লোকদেকে কষ্ট দেয়া থেকে বাঁচা যেত। এখন যদি তারা (উপর তলার লোকেরা) তাদেরকে এ কাজ করতে দেয় তবে সবাই ধ্বংস হবে। আর যদি তারা তাদেরকে বাধা দেয় (ছিদ্র করা থেকে বিরত রাখে) তবে নিজেরাও বাঁচতে পারবে এবং সবাইকেও বাঁচাতে পারবে। (বুখারী)

١٨٨- عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ سَلَمَةَ هِنْدٍ بِنْتِ أَبِيْ أُمَيَّةَ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ إِنَّه يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ ؛ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ اللّٰه وَتَابَعَ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ : لاَ مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৮৮. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের উপর কিছু শাসক নিযুক্ত করা হবে। তোমরা তাদের কিছু কার্যকলাপের সাথে (ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী হওয়ার কারণে) পরিচিত থাকবে আর কিছু কার্যকলাপ তোমদের কাছে (শরী'আত বিরোধী হওয়ার কারণে) অপরিচিত মনে হবে। এরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি এগুলোকে খারাপ জানবে সে দায়মুক্ত। আর যে ব্যক্তি এর প্রতিবাদ করবে সে নিরাপদ। কিন্তু যে ব্যক্তি এরূপ কাজের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করল এবং এর সাথে সহযোগিতা করল। সাহাবা কেরাম (রা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি তাদের (এরূপ স্বৈরাচারী শাসকদের) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব না? তিনি বললেন ঃ না, যতক্ষণ তারা নামায কায়েম করে। (মুসলিম)

١٨٩- عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ الْحَكَمِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُوْلُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ! وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ! فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ! وَحَلَّقَ بِأُصْبُعَيْهِ الْاِبْهَامِ وَالَّتِيْ تَلِيْهَا فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৮৯. হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে তাঁর কাছে আসলেন। তিনি বলছিলেন ঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ধ্বংস হোক আরবের সেই মন্দ ও অনিষ্টের কারণে যা নিকটে এসে গেছে। আজ ইয়াজূজ-মাজূজের (বন্দীশালার) দরজা এতদূর খুলে দেয়া হয়েছে। তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জনী দিয়ে বৃত্ত বানিয়ে তা দেখালেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের মধ্যে নেক্‌কার আল্লাহভীরু লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, যখন অশ্লীল ও বিপর্যয়মূলক কাজের অত্যধিক প্রসার ঘটবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٩٠- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسِ وَالطُّرُقَاتِ "فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ

فَأَعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوْا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : غَضُّ الْبَصَرِ ، وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৯০. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমরা রাস্তার ওপর বসা থেকে বিরত থাক। সাহাবা কেরাম (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাস্তায় বসা ছাড়া তো আমাদের কোন উপায় নেই। আমরা সেখানে বসে (পারস্পরিক প্রয়োজন সম্পর্কিত) আলাপ আলোচনা করে থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করছ, তাহলে রাস্তার হক আদায় কর। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাস্তার হক আবার কি? তিনি বললেন ঃ রাস্তার হক হল, দৃষ্টি সংযত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের নির্দেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٩١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِىْ يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِىْ يَدِهِ! فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ : لَا وَاللّٰهِ لَا اٰخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৯১. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে একটি সোনার আংটি দেখতে পেলেন। তিনি আংটিটি তার হাত থেকে খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের কেউ কি নিজের হাতে জ্বলন্ত অংগার রাখতে পছন্দ করে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সেখান থেকে) চলে যাওয়ার পর লোকটিকে বলা হল, আংটিটি উঠিয়ে নিয়ে অন্য কোন কাজে লাগাও। সে বলল, আল্লাহর কসম! যে জিনিসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন আমি তা কখনও নেব না। (মুসলিম)

١٩٢- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْحَسَنِ الْبَصَرِىِّ أَنَّ عَائِذَبْنَ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ : أَىْ بُنَىَّ إِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ "فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ :إِجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ : وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ؟ إِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِىْ غَيْرِهِمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৯২. হযরত আবু সাঈদ আল-বাস্‌রী (র) থেকে বর্ণিত। আয়েয ইব্‌ন আম্‌র (রা) একদা উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের কাছে গেলেন। তিনি (আয়েয) বললেন, "হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিকৃষ্ট রাখাল (প্রশাসক) হল সেই ব্যক্তি যে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে নম্রতা ও সহনশীলতা অবলম্বন করে না। তুমি সতর্ক থাক যেন এর অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাও।" তাঁকে বলা হল থাম! কেননা তুমি তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে অপদার্থদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি (আয়েয) বললেন, তাদের (সাহাবাদের) মধ্যে কি এরূপ অপদার্থ লোক ছিল? নীচ ও অপদার্থ লোক তো তাদের পরের স্তরে অথবা তারা ছাড়া অন্য লোক। (মুসলিম)

١٩٣– عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

১৯৩. হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমরা অবশ্যই সত্য-ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রতিরোধ করবে। অন্যথায়, অচিরেই আল্লাহ তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবে না (দু'আ কবুল হবে না)। (তিরমিযী)

١٩٤– عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ -

১৯৪. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যালিম ও স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ কথা বলাই উত্তম জিহাদ"। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٩٥– عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ الْبَجَلِّي الْأَحْمَسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَه فِي الْغَرْزِ : أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ -

১৯৫. হযরত আবু আবদুল্লাহ তারিক ইব্‌ন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমন সময় প্রশ্ন করল, যখন তিনি সাওয়ারীর রেকাবে পা রেখেছিলেন মাত্র ঃ সর্বোত্তম জিহাদ কোনটি ? তিনি বললেন ঃ "স্বৈরাচারী যালিম শাসকের সামনে হক কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ"।

١٩٦– عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُوْلُ :

يَا هَذَا اتَّقِ اللّٰهَ وَدَعْ مَاتَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَايَحِلُّ لَكَ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُوْنَ أَكِيْلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَقَعِيْدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوْا ذَلِكَ ضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ : ثُمَّ قَالَ : لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ، ذٰلِكَ عَصَوًا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ كَانُوْا لَايَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ، لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ، تَرى كَثِيْرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْ كَفَرُوْا ؛ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ " إِلَى قَوْلِهِ " فَاسِقُوْنَ " ثُمَّ قَالَ "كَلاَّ وَاللّٰهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنُكُمْ لَعَنَهُمْ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

১৯৬.হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ বনী ইস্‌রাঈলদের মধ্যে প্রথমে এভাবে দুষ্কৃতি ও অনিষ্টকারীতা অনুপ্রবেশ করে-এক (আলেম) ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে মিলিত হত এবং তাকে বলত, হে অমুক! আল্লাহকে ভয় কর এবং যা করছ তা পরিত্যাগ কর, কেননা এ কাজ তোমার জন্য বৈধ নয়। পরদিনও সে তার সাথে মিলিত হয়ে তাকে পূর্বাবস্থায়ই দেখতে পেত। কিন্তু সে আর তাকে নিষেধ করত না। কেননা ইতিমধ্যে সে তার পানাহার ও ওঠা-বসায় শরীক হয়ে তারা এ অবস্থায় পৌঁছে গেল, যখন আল্লাহ তাদের একের অন্তরের (কালিমা) দ্বারা অপরের অন্তরকে অন্ধকার করে দিলেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ "বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করল তাদের প্রতি দাঊদ ও ঈসা ইব্‌ন মরিয়মের মুখ দিয়ে অভিশম্পাত করা হল। কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। তারা পরস্পরের পাপ কাজ থেকে বিরত রাখা পরিত্যাগ করেছিল। অতি জঘন্য কর্মনীতিই তারা অবলম্বন করেছিল। আজ তোমরা এখন অনেক লোক দেখতে পাচ্ছ, যারা (মু'মিনদের বিপরীতে) কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা করতে ব্যস্ত। নিশ্চয়ই অত্যন্ত খারাপ পরিণামই সম্মুখে রয়েছে, যার ব্যবস্থা তাদের প্রবৃত্তিসমূহ তাদের জন্য করেছে। আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা কখনই (ঈমানদার লোকদের বিরুদ্ধে) কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ছিল ফাসিক" (সূরা মায়িদাঃ ৭৮-৮১)। অতঃপর তিনি বললেনঃ "কখনই নয়! আল্লাহর কসম ! তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করতে থাক এবং তাকে হক পথে টেনে আন ও সত্য-ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত কর। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের (নেক্‌কার ও গুনাহগার) পরস্পরের অন্তরকে মিলিয়ে (অন্ধকার করে) দিবেন। অতঃপর বনী ইসরাঈলদের মত তোমদেরকেও অভিশপ্ত করবেন।" (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

١٩٧- عَنْ أَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : "يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ" وَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ النَّاسَ رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَوْشَكَ أَن يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ -

১৯৭. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে লোক সকল! তোমরা এ আয়াত পাঠ করে থাকঃ "يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ...." হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের কথা চিন্তা কর, অপর কারোর পথভ্রষ্ট হওয়ায় তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না, যদি তোমরা নিজেরা সঠিক পথে থাকতে পার। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তিনি তোমাদের বলে দেবেন, তোমরা (পার্থিব জীবনে) কি করছিলে"-(সূরা মায়িদা ঃ ১০৫)। আমি (আবু বকর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "লোকেরা যখন দেখল, অত্যাচারী অত্যাচার করছে, কিন্তু তারা তার প্রতিরোধ করল না, এরূপ লোকদের ওপর আল্লাহ অচিরেই শাস্তি পাঠাবেন"। (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

بَابُ تَغْلِيْظِ عُقُوْبَةِ مِنْ اَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ نَهِىْ عَنْ مُنْكَرٍ وَخَالَقَ قَوْلِهِ فِعْلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে, কিন্তু সে তদানুযায়ী কাজ করে না, তার শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ"-(البقرة : ٤٤)

"তোমরা জনগণকে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বল, কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করে থাক, তোমাদের বুদ্ধিকে কি কোন কাজেই লাগাও না ?" (সূরা বাকারা ঃ ৪৪)

"يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ؟ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ!-(الصف : ٢-٣)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন সে কথা বল যা কার্যত কর না? তোমরা এমন কথা বলবে, যা তোমরা কর না, আল্লার কাছে এটা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার"। (সূরা আস্ সাফ ঃ ২, ৩)

وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلٰى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ-(الهود : ٤٤)

"আমি (শু'আইব) কিছুতেই চাই নাই না যে, আমি তোমাদেরকে যা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করি, তা আমি নিজেই করি। আমি তো যথাসাধ্য সংশোধন করতে চাই" (সূরা হূদ ঃ ৪৪)।

١٩٨- عَنْ أَبِى زَيْد أُسَامَةَ بْنِ زَيْد بْنِ حَارِثَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يُؤْتى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِه فَيَدُوْرُبِهَا كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ فِى الرَّحَا. فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلَ النَّارِ فَيَقُوْلُوْنَ يَا فُلاَنُ مَالَكَ ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُوْلُ : بَلى كُنْتُ اٰمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ اٰتِيْهِ وَأَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ وَاٰتِيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৯৮. হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন হারিসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তার নাড়ি-ভুড়ি বেরিয়ে আসবে। সে এটা নিয়ে এমনভাবে চক্কর দিতে থাকবে যেভাবে গাধা চাক্কীর মধ্যে ঘুরে থাকে। দোযখীরা তার চারপাশে সমবেত হয়ে জিজ্ঞেস করবে, হে অমুক! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি কি সৎকাজের নির্দেশ দিতে না এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখতে না? সে উত্তরে বলবে, হাঁ আমি সৎকাজে আদেশ দিতাম, কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না, আমি অন্যদের খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতাম, কিন্তু আমি নিজেই আবার তা করতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْأَمْرِ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আমানত আদায় করার নির্দেশ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" -(النساء : ٥٨)

"আল্লাহ তোমদেরকে যাবতীয় আমানত তার মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন"। (সূরা নিসা ঃ ৫৮)

"إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانَ، إِنَّه كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلاً" -(الاحزاب : ٧٢)

"আমরা এ আমানত আসমানসমূহ, যমীন ও পাহাড়-পর্বতের সামনে পেশ করলাম। তারা এটা বহন করতে প্রস্তুত হল না, বরং তারা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ তা নিজের ঘাড়ে তুলে নিল। মানুষ যে বড় যালিম ও মূর্খ তাতে সন্দেহ নেই"। (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৭২)

١٩٩- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أن رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ :اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ : وَإِنْ صَامَ وَصَلّى وَزَعَمَ أَنَّهُ - مُسْلِمٌ -

১৯৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মুনাফিকের চিহ্ন হল ৩টি। যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে, যা ওয়াদা করবে তার বিপরীত কাজ করবে এবং কোন কিছু আমানত রাখলে তার খিয়ানত করবে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অন্য বর্ণনায় আরো আছে ঃ "সে যদি রোযা-নামায করে থাকে এবং নিজেকে মুসলমান বলে ধারণা করে থাকে (তবুও সে মুনাফিক)।"

٢٠٠- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَيْنَ قَدْ رَأَيْتَ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْاٰخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِيْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْاٰنَ فَعَلِمُوْا مِنَ الْقُرْاٰنِ وَعَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ ، يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتَقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثْرُهَا مِثْلَ الْوَكْتَ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثْرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ " ثُمَّ أَخَذَ حَصًى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ فَلَا يَكَادُ أَحَدَ يُؤَدِّيْ الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِيْ بَنِيْ فُلَانٍ رَجُلًا أَمِيْنًا حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ : مَا أَجْلَدَهُ ! مَا أَظْرَفَهُ! مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِيْ أَيُّكُمْ بَايَعْتُ : لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِيْنُهُ ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُوْدِيًّا لِيَرُدَّنَهُ عَلَيَّ سَاعِيْهِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتَ أُبَايِعُ مِنْكُمْ إِلاَّ فُلَانًا وَفُلَانًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২০০. হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে দু'টি কথা বলেন। তার মধ্যে একটি তো আমি দেখেই নিয়েছি আর দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি (মহানবী) আমাদেরকে বলেন ঃ প্রথমতঃ মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে আমানতকে (বিশ্বস্ততা) ঢেলে দেয়া হল, অতঃপর কুরআন নাযিল করা হল। তারা কুরআনকে জানল এবং হাদীসকেও চিনল। অতঃপর তিনি (নবী সা) আমাদের কাছে আমানত ও বিশ্বস্ততাকে তুলে নেয়ার ব্যাপারে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন ঃ মানুষ চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী ঘুমিয়ে পড়বে আর তার অন্তর থেকে আমানত ও বিশ্বস্ততা তুলে নেয়া হবে। অতঃপর তার মধ্যে এর ক্ষীণ প্রভাব অবশিষ্ট থাকবে। সে পুনরায় স্বাভাবিক অভ্যাস অনুযায়ী ঘুমিয়ে পড়বে, তার অন্তর থেকে বিশ্বস্ততার বাকি প্রভাবটুকুও তুলে

নেয়া হবে। অতঃপর অন্তরের মধ্যে একটি ফোস্কার মত চিহ্ন বাকি থাকবে। যেমন, তুমি তোমার পয়ের ওপর আগুনের স্ফুলিংগ রাখলে এবং তাতে চামড়া পুড়ে ফোস্কা পড়ল। বাহ্যত স্থানটি ফোলা দেখাবে, কিন্তু এর মধ্যে কিছুই নেই। (রাবী বলেন) অতঃপর তিনি তাঁর কাঁকর উঠিয়ে নিজের পায়ের ওপর মারতে লাগলেন। (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) এমতাবস্থায় তাদের সকাল হবে এবং তারা ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হবে। তাদের মধ্যে আমানত রক্ষা করার মত একটি লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না : এমনকি বলা হবে অমুক বংশে একজন বিশ্বস্ত লোক আছে। এ সময়ে তাকে (পার্থিব বিষয়ে পারদর্শী হওয়ার কারণে) বলা হবে, লোকটি কত হুশিয়ার, চালাক, স্বাস্থ্যবান, সুন্দর এবং বুদ্ধিমান। অথচ তার মধ্যে সরিষার দানার পরিমাণ ঈমানও থাকবে না। (রাবী হুযায়ফা (রা) বলেন) আজ আমি এমন এক যুগে এসে পড়েছি যে, কার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করছি তার কোন বাছবিচার নেই। কেননা, যদি সে খ্রিস্টান অথবা ইয়াহূদী হয়, তবে তার দায়িত্ব আমার হক তার কাছ থেকে আদায় করে দেবে। আজ আমি তোমাদের কারোর সাথে ক্রয়-বিক্রয় করব না, শুধু অমুক অমুক ব্যক্তির সাথে করব। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٠١- عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةَ ، فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ : وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ خَطِيْئَةُ أَبِيْكُمْ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ اذْهَبُوْا إِلَى ابْنِى إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ اللّٰهِ قَالَ فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ إِبْرَاهِيْمُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيْلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ اعْمَدُوْا إِلٰى مُوْسٰى الَّذِىْ كَلَّمَهُ اللّٰهُ تَكْلِيْمًا فَيَأْتُوْنَ مُوْسَى فَيَقُوْلُ : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ، اذْهَبُوْا إِلَى عِيْسَى كَلِمَةِ اللّٰهِ وَرُوْحِهِ فَيَقُوْلُ عِيْسَى : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ فَيَأْتُوْنَ مُحَمَّدًا ﷺ فَيَقُوْلُ فَيُؤْذَنُ لَهُ ، وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُوْمَانِ جَنْبَتَىِ الصِّرَاطِ يَمِيْنًا وَشِمَالاً ، فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ قُلْتُ : بِأَبِىْ وَأُمِّىْ أَىُّ شَىْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ ؟ قَالَ : اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِىْ طَرْفَةِ عَيْنٍ ، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيْحِ ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ : تَجْرِىْ بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُوْلُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتّٰى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ ، حَتّٰى يَجِىَ الرَّجُلُ لاَيَسْتَطِيْعُ السَّيْرَ إِلاَّ زَحْفًا وَفِىْ حَافَتَىِ الصِّرَاطِ كَلاَلِيْبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُوْرَةٌ

بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ فَمَخْدُوْشٌ نَاجٍ وَمَكْرُوْسٌ فِيْ النَّارِ وَالَّذِيْ نَفْسُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَجَهَنَّمَ لَسَبْعُوْنَ خَرِيْفًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২০১. হযরত হুযায়ফা ও হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ মহান-প্রাচুর্যময় আল্লাহ (হাশ্‌রের দিন) সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন ঈমানদার লোকেরা উঠে দাঁড়াবে। এ অবস্থায় তাদের সন্নিকটে জান্নাত আনা হবে। তখন তারা আদম আলাইহিস্‌ সালামের কাছে গিয়ে বলবে, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য জান্নতের দরজা খুলে দিন। তিনি বলবেন ঃ তোমাদের পিতার অপরাধই তো তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছে। আমি এর দরজা খোলার উপযুক্ত নই। তোমরা আমার ছেলে ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহর কাছে যাও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ অতঃপর তারা ইব্‌রাহীমের (আ) কাছে আসবে। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। আমি তো শুধু বিনয়ী খলীল ছিলাম। তোমরা বরং মূসার (আ) কাছে যাও। মহান আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বলেছেন। তারা ছুটে হযরত মূসার (আ) কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি এর উপযুক্ত নই। তোমরা ঈসার (আ) কাছে যাও। তিনি তো আল্লাহর কালেমা এবং রূহুল্লাহ। হযরত ঈসা (আ) বলবেন, জান্নাতের দরজা খোলার মত যোগ্যতা আমার নেই। পরিশেষে তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছুটে আসবে। তিনি উঠে দাঁড়াবেন। তাঁকে (শাফা'আত করার) অনুমতি দেয়া হবে। আমানত এবং দয়া-অনুগ্রহকেও ছেড়ে দেয়া হবে। এরা পুল-সিরাতের ডানে-বায়ে দু'দিকে দাঁড়িয়ে যাবে। তোমাদের প্রথম দলটি বিদ্যুৎ-বেগে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। আমি (হুযায়ফা অথবা আবু হুরায়রা) বললাম, (হে আল্লাহর রাসূল) ঃ আমার পিত-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! বিদ্যুৎ -বেগে পার হওয়ার তাৎপর্য কি? তিনি বললেন ঃ তোমরা কি বিদ্যুৎ দেখনি? পলকের মধ্যে তা চলে যেতে-আসতে পারে। অতঃপর বাতাসের গতিতে, অতঃপর পাখির গতিতে এবং দ্রুত দৌড়ের গতিতে পর্যায়ক্রমে পুলসিরাত পার হবে। এ পার্থক্য তাদের কাজ-কর্মের কারণেই হবে। এ সময় তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুলসিরাতের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে থাকবেন ঃ প্রভু হে! শান্তি বর্ষণ করুন, শান্তি বর্ষণ করুন। এভাবে বান্দাদের সৎকাজের পরিমাণ কম হওয়াতে তারা অগ্রসর হতে অক্ষম হয়ে পড়বে। ফলে তার নিতম্ব হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকবে। পুল-সিরাতের উভয় দিকে কিছু লোহার আঁকড়া লট্‌কানো থাকবে। যাকে আটক করার নির্দেশ দেয়া হবে এগুলো তাকে আটক করবে। যার গায়ে শুধু আঁচড় লাগবে সে মুক্তি পাবে। আর অন্য সবগুলোকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। বর্ণনাকারী (আবু হুরায়রা) বলেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ! দোযখের গভীরতা সত্তর বছরের পথের দূরত্বের সমান। (মুসলিম)

٢٠٢- عَنْ أَبِيْ خُبَيْبٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِيْ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ يَابُنَيَّ إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ

الْيَوْمَ إِلاَّ ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُوْمٌ، وَإِنِّى أُرَانِىْ إِلاَّ سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُوْمًا وَإِنَّ أَكْبَرِ هَمِّىْ لَدَيْنِى أَفَتَرَى دِيْنَنَا يُبْقِىْ مِنْ مَالِنَا شَيْئًا ؟ ثُمَّ قَالَ : يَابُنَىَّ بِعْ مَالَنَا وَاقْضِ دَيْنِىْ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ وَثُلُثُهُ لِبَنِيْهِ (يَعْنِى لِبَنِى عَبْدِ اللّٰه بْنِ الزُّبَيْرِ ثُلُثُ الثُّلُثِ) قَالَ : فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَئٌ فَثُلُثُهُ لِبَنِيْكَ قَالَ هِشَامٌ : وَكَانَ وَلَدُ عَبْدِ اللّٰه قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِى الزُّبَيْرِ خُبَيْبٍ وَعَبَّادٍ ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِيْنَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰه : فَجَعَلَ يُوْصِيْنِىْ بِدَيْنِهِ وَيَقُوْلُ : يَابُنَىَّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَئٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِمَوْلاَىَ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ : يَا أَبَتِ مَنْ مَوْلاَكَ؟ قَالَ : اَللّٰهُ فَوَاللّٰهِ مَا وَقَعْتُ فِىْ كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلاَّ قُلْتُ : يَامَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهِ فَيَقْضِيَهِ ، قَالَ : فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ وَلَمْ يَدَعْ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِلاَّ أَرْضِيْنَ : مِنْهَا الْغَابَةُ وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ ، وَدَارَيْنَ بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْكُوْفَةِ ، وَدَارًا بِمِصْرَ قَالَ وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِىْ عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَلَ يَأْتِيْهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُوْلُ الزُّبَيْرُ : لاَ وَلَكِنْ هُوَ سَلَفٌ إِنِّىْ أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وَمَا وَلِىَ إِمَارَةً قَطٌّ وَلاَ جِبَايَةً وَلاَخَرَاجًا وَلاَ شَيْئًا إِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ فِىْ غَزْوَةٍ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَوْ مَعَ أَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : فَحَسَبْتُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُّهُ اَلْفِىْ أَلْفٍ وَمَائَتَىْ اَلْفٍ فَلَقِىَ حَكِيْمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللّٰه بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِىْ كَمْ عَلَى أَخِىْ مِنَ الدَّيْنِ ؟ فَكَتَمْتُهُ وَقُلْتُ : مِائَةُ اَلْفٍ فَقَالَ حَكِيْمٌ : وَاللّٰهِ مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تِسْعُ هَذِهِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰه : أَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَىْ أَلْفٍ وَمِائَتِىْ أَلْفٍ ؟ قَالَ مَا أَرَاكُمْ تُطِيْقُوْنَ هَذَا فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَئٍ مِنْهُ فَاسْتَعِيْنُوْا بِىْ : قَالَ وَكَانَ الزُّبَيْرُ قَدِ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِيْنَ وَمِائَةَ أَلْفَ فَبَاعَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّمِائَةَ أَلْفٍ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ شَئٌ فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ فَأَتَاهُ عَبْدُ اللّٰه ابْنُ

جَعْفَرَ وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُمِائَةَ أَلْفٍ فَقَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ ، قَالَ : فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوْهَا فِيمَا تُؤَخِّرُوْنَ إِنْ أَخَّرْتُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ قَالَ فَاقْطَعُوْا لِي قِطْعَةً : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَكَ مِنْ هٰهُنَا إِلَى هٰهُنَا فَبَاعَ عَبْدُ اللّٰهِ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ وَأَوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ ، وَالْمُنْذِرُبْنُ الزُّبَيْرِ ، وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : كَمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ؟ قَالَ : كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ أَلْفٍ قَالَ كَمْ بَقِيَ مِنْهَا ؟ قَالَ اَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ فَقَالَ الْمُنْذِرُبْنُ الزُّبَيْرِ : قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ وَقَالَ عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ : قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : كَمْ بَقِيَ مِنْهَا ؟ قَالَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ قَالَ قَدْ أَخَذْتُهُ بِخَمْسِيْنَ وَمِائَةِ أَلْفٍ ، قَالَ وَبَاعَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيْبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّمِائَةِ اَلْفٍ فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُوْا الزُّبَيْرِ " أَقْسِمْ بَيْنَنَا مِيْرَاثَنَا قَالَ وَاللّٰهِ لاَ أُقْسِمَ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيْ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِيْنَ عَلَى مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِيْ فِي الْمَوْسِمِ فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعَ سِنِيْنَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ وَرَفَعَ الثُّلُثُ وَكَانَ لِلزُّبَيْرِ اَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَصَابَ كُلَّ إِمْرَأَةٍ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ ؛ فَجَمِيْعُ مَالِهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

২০২. হযরত আবু হাবীব আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন হযরত যুবায়ের (রা) যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন আমাকে কাছে ডাকলেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, হে বৎস! আজ যালিম অথবা মযলূমের কেউ না কেউ মারা যাবেই। আমার মনে হচ্ছে আজ আমি নির্যাতিত অবস্থায় মারা যাব। আমি আমার দেনা সম্পর্কে বড়ই দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার মধ্যে আছি। তুমি কি মনে কর, আমার দেনা পরিশোধ করার পর কিছু মাল অবশিষ্ট থাকবে? অতঃপর তিনি বললেন, হে আমার সন্তান! তুমি আমার মাল-সম্পদ বিক্রি করে আমার দেনা পরিশোধ করে দিয়ো। অতঃপর তিনি এক-তৃতীয়াংশ মালের ওপর অসিয়্যত করলেন যে, এটা তার পুত্রদের জন্য। অর্থাৎ আবদুল্লাহ

ইব্‌ন যুবায়েরের পুত্রদের জন্য এক-তৃতীয়াংশের তৃতীয়াংশ। তিনি (যুবাইর) বললেন, দেনা পরিশোধ করার পর যদি কিছু মাল থেকে যায়, তবে তার এক-তৃতীয়াংশ তোমার ছেলেদের জন্য। হিশাম বলেন, আবদুল্লাহর কোন কোন ছেলে যুবাইরের পুত্র হাবীব এবং আব্বাদের সমবয়সী ছিল। এ সময় যুবাইরের ৯ পুত্র ও ৯ কন্যা বর্তমান ছিল। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তিনি (পিতা যুবাইর) বরাবরই আমাকে তাঁর ঋণের কথা বলতে থাকলেন। তিনি বলছিলেন, হে পুত্র! তুমি যদি এ ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়ো তবে তুমি আমার মনিবের (আল্লাহ্‌র) কাছে এ দেনা পরিশোধ করার জন্য প্রার্থনা করবে। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর কসম ! আমি বুঝতেই পারছিলাম না তিনি মনিব বলে কাকে বুঝাতে চেয়েছেন। তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, আব্বাজান! আপনার মনিব কে ? তিনি বললেন, মহান আল্লাহ। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি যখনই তাঁর দেনা পরিশোধ করতে অসুবিধায় পড়ে যেতাম, তখনই বলতাম, হে যুবাইরের মনিব (মহান আল্লাহ)! তাঁর দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দাও। মহান আল্লাহ এ দু'আ কবুল করলেন এবং পিতার দেনা পরিশোধ করার সুযোগ করে দিলেন। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, যুবায়ের (রা) শহীদ হলেন, কিন্তু তিনি কোন নগদ অর্থ (দীনার ও দিরহাম) রেখে যাননি। তিনি কিছু স্থাবর সম্পত্তি রেখে গেলেন। তা হল ঃ গাবা নামক স্থানের কিছু যমিন, মদীনায় এগারটি ঘর, বস্‌রায় দু'টি ঘর, কূফায় একটি ঘর এবং মিসরে একটি ঘর। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তাঁর ঋণগ্রস্থ হওয়ার কারণ ছিল ঃ কোন লোক যদি তাঁর কাছে কিছু গচ্ছিত (আমানত) রাখতে আসতো, তিনি বলতেন, আমি আমানত রাখি না, তবে এটা তোমার কাছ থেকে ঋণ হিসেবে নিয়ে নিলাম। কেননা আমানত হিসেবে রাখলে হয়ত এটা আমার হাতে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। তিনি (যুবাইর) কখনও কোন প্রশাসনিক পদে অথবা ট্যাক্স আদায়ের জন্য বা অন্য কোন পদে নিযুক্ত হননি। তিনি কোন পদ পছন্দ করতেন না। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এবং হযরত আবু বকর (রা) হযরত উমর (রা) ও হযরত উসমানের (রা) সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি তাঁর সমস্ত দেনার হিসাব করলাম। তার পরিমাণ দাঁড়াল বাইশ লক্ষ (দিরহাম)। হাকীম ইব্‌ন হিযাম আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইরের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমার ভাইয়ের ঋণের পরিমাণ কত? আমি আসল পরিমাটা গোপন করে বললাম এক লক্ষ (দিরহাম) অতঃপর হাকীম (রা) বললেন ঃ আল্লাহর কসম! তোমার এতো পরিমাণ মাল নেই যা দিয়ে এ দেনা পরিশোধ করতে পার। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, যদি ঋণের পরিমাণ বাইশ লক্ষ হয় তবে কি অবস্থা হবে ? হাকীম (রা) বললেন ঃ তাহলে আমার ধারণা অনুযায়ী এটা আদায় করতে তুমি মোটেই সক্ষম হবে না। ঋণ পরিশোধে কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হলে আমার সাহায্য চেয়ো। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যোবাইর (রা) গাবার জমিটা এক লাখ সত্তর হাজার (দিরহামে) খরিদ করেছিলেন। আবদুল্লাহ (রা) সেখানে ষোল লাখ (দিরহামে) বিক্রি করে দিলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, যুবাইরের কাছে যার পাওনা রয়েছে, সে যেন গাবা নামক স্থানে এসে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে। এ ঘোষণার পর আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) এসে বললেন, যুবাইরের কাছে আমার চার লাখ (দিরহাম) পাওনা আছে। কিন্তু যদি তোমরা চাও তবে আমি তা ছেড়ে দিতে পারি। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, না। তিনি (আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফর) বললেন,

যদি তোমরা এটা পরিশোধের জন্য সময় দাও, আমি তা দিতে প্রস্তুত। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, না (আমি সময় চাই না)। তিনি (ইব্‌ন জা'ফর) বললেন, তবে জমির একটা অংশ আমাকে পৃথক করে দাও। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তুমি এখান থেকে ঐ পর্যন্ত জমি নিয়ে নাও। তিনি জমি বিক্রি করে তার (যুবাইরের) ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। এরপরও জমির সাড়ে চারটা খণ্ড অবশিষ্ট ছিল। অতঃপর তিনি (আবদুল্লাহ) মু'আবিয়ার কাছে আসলেন। এ সময় তার কাছে আমর ইব্‌ন উসমান, মুনযের ইব্‌ন যুবাইর ও ইব্‌ন যাম'আহ (রা) উপস্থিত ছিলেন। হযরত মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন, তুমি গাবার জমির কি মূল্য নির্ধারণ করেছ ? তিনি বললেন, প্রতি খণ্ড এ লক্ষ্য (দিরহাম)। তিনি বললেন, কয় খণ্ড অবশিষ্ট আছে? তিনি বললেন, সাড়ে চার খণ্ড। মুনিযের ইব্‌ন যুবাইর বললেন, আমি এক খণ্ড এক লাখ (দিরহামে) নিয়ে নিলাম। আমর ইব্‌ন উসমান (রা) বললেন, আমি এক লক্ষ (দিরহামে) এক খণ্ড নিয়ে নিলাম। ইব্‌ন যাম'আহ (র) বললেন ঃ আমি এক লাখ (দিরহামে) এক খণ্ড নিয়ে নিলাম। মু'আবিয়া (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখন আর কতটুকু বাকি আছে ? তিনি বললেন, দেড় খণ্ড (অবশিষ্ট আছে)। তিনি বললেন, আমি তা দেড় লক্ষ (দিরহামে) নিয়ে নিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফর (রা) তার পাওনা বাবদ যে অংশটুকু কিনেছিলেন, তা পুনরায় তিনি মু'আবিয়ার কাছে ছয় লাখ (দিরহামে) বিক্রি করে ফেললেন। যুবাইরের অন্যান্য ছেলেরা তাকে বললেন, আমাদের মীরাস আমাদের মধ্যে বণ্টন করুন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! একাধারে চার বছর হজ্জের মওসুমে এই ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত আমি তোমাদের মধ্যে মীরাস বণ্টন করব না ঃ "যুবাইরের কাছে যে ব্যক্তির পাওনা রয়েছে,সে যেন আমাদের কাছে আসে। আমরা তা পরিশোধ করে দেব।" তিনি একাধারে চার বছর হজ্জের মাওসুমে এ ঘোষণা দিলেন। যখন চার বছর পূর্ণ হল, তিনি তাদের মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন করলেন এবং এক-তৃতীয়াংশ পৃথক করে রাখলেন। যুবাইরের চার স্ত্রী ছিলেন। প্রত্যেক স্ত্রীর অংশে বার লক্ষ (দিরহাম) করে পড়লো, সম্ভবত যুবাইরের ধন-সম্পদের পরিমাণ ছিল পাঁচ কোটি, দু'লক্ষ (দিরহাম)। (বুখারী)

بَابُ تَحْرِيْمِ الظُّلْمِ وَالْأَمْرِ بِرَدِّ الْمَظَالِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুলুম করা হারাম এবং যুলুমের প্রতিরোধ করার নির্দেশ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ - (المؤمن : ١٨)

"যালিমদের জন্য কেউ দরদী বন্ধু হবে না, আর না এমন কোন শাফা'আতকারী হবে যার কথা মেনে নেয়া হবে"। (সূরা মু'মিন ঃ ১৮)

وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ - (الحج : ٧١)

"যালিমদের কোন সাহায্যকারী হবে না"। (সূরা হাজ্জ ঃ ৭১)

٢٠٣- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ لظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ ، وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২০৩. হযরত যাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যুলুম করা থেকে দূরে থাক। কেননা যুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন ধোঁয়ায় পরিণত হবে। কৃপণতার কলুষতা থেকে দূরে থাক। কেননা এ কৃপণতাই তোমাদের পূর্বের অনেক লোককে (জাতিকে) ধ্বংস করে দিয়েছে। কৃপণতা তাদেরকে রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং হারামকে হালাল করতে উস্কানি দিয়েছে। (মুসলিম)

٢٠٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أن رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوْقَ إِلٰى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ وَالْقَرْنَاءِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২০৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ (মহান আল্লাহ) কিয়ামতের দিন অবশ্যই পাওনাদারের পাওনা আদায় করাবেন। এমনকি শিংযুক্ত বক্‌রী থেকে শিংবিহীন বক্‌রীর প্রতিশোধ নিয়ে নেয়া হবে। (মুসলিম)

٢٠٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَنْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ وَالنَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ اَظْهُرِنَا وَلاَ نَدْرِيْ مَا حَجَّةُ الْوِدَاعِ حَتّٰى حَمِدَ اللّٰهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَأَطْنَبَ فِيْ ذِكْرِهِ وَقَالَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِيٍّ اِلاَّ أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ أَنْذَرَه نُوحٌ وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفٰى عَلَيْكُمْ : إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّهُ اَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ ، أَلاَ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا؛ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَوْلُوْا : نَعَمْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثا وَيْلَكُمْ! أَوْ وَيْحَكُمْ أُنْظُرُوْا لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ بَعْضَهُ -

২০৫. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝেই উপস্থিত ছিলেন। আমরা জানতাম না, বিদায় হজ্জ কি বা বিদায় হজ্জ কাকে বলে? অতএব, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর মাসীহে দাজ্জাল সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন ঃ মহান আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি, যিনি নিজের উম্মাতকে দাজ্জালের ভয় দেখাননি। হযরত নূহ্ (আ) এবং তাঁর পরে আগত অন্যান্য নবীগণ নিজ নিজ উম্মাতকে এর ভয় দেখিয়েছেন, সাবধান করেছেন। সে তোমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবে। এর ব্যাপারটা তোমাদের কাছে গোপন থাকবে না। এটাও তোমাদের অজানা নয় যে, তোমাদের প্রভু এক চোখ বিশিষ্ট বা অন্ধ নন। দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে এবং তা আঙ্গুর ফলের মত ফোলা হবে। তোমরা সাবধান হও! তোমাদের পরস্পরের রক্ত (জীবন) ও ধন-সম্পদ পরস্পরের জন্য হারাম এবং সম্মানের বস্তু, যেমন তোমাদের এ দিনটি হারাম (সম্মানিত)। সাবধান! আমি কি (আল্লাহর বিধান তোমাদের কাছে) পৌঁছে দিয়েছে ? উপস্থিত সবাই বললেন, হ্যাঁ (আপনি পৌছে দিয়েছেন)। অতঃপর তিনি তিনবার বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাক। (তিনি পুনরায় বললেন) ঃ ধ্বংস হোক অথবা আফসোস হোক, খুব মনোযোগ দিয়ে শোন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা পরস্পর খুন খারাবি করে কুফরীতে লিপ্ত হয়ো না। সম্পূর্ণ হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম এর কোন কোন অংশ বর্ণনা করেছেন।

٢٠٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২০৬. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ঃ যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমিতে যুলুম করল (জবর দখল করে নিল, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ) তার গলায় সাত তবক যমীন পরিয়ে দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٠٧- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ "وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ؛ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২০৭. হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ ....“আর তোমার রব যখন কোন যালিম জনবসতিকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনিই হয়ে থাকে। তাঁর পাকড়াও বড়ই কঠিন ও নির্মম পীড়াদায়ক” – (সূরা হূদ ঃ ১০২) (বুখারী ও মুসলিম)

٢٠٨- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : إِنَّكَ تَأْتِيْ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنِّيْ

رَسُوْلُ اللّٰهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوْا فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

২০৮. হযরত মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে (ইয়ামেনের শাসক করে) পাঠানোর সময় বললেন ঃ তুমি আহলে কিতবের অন্তর্ভুক্ত এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। তুমি তাদেরকে এরূপ সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করবে ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল।" যদি তারা এ আহ্বান মেনে নেয়,তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, প্রত্যেক দিন রাতের সময়-সীমার মধ্যে মহান আল্লাহ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি তোমার এ কথাও মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, মহান আল্লাহ তাদের উপর সাদাকা (যাকাত) ফরয করেছেন। এটা তাদের ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে তাদের গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে। যদি তারা তোমার এ কথাও মেনে নেয়, তবে তাদের উত্তম মালগুলো (গ্রহণ করা) থেকে বিরত থাক। আর মযলূম-নির্যাতিতের দু'আকে ভয় কর। কেননা তার ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٠٩- وَعَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّيْ اَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِيَ اللّٰهُ فَيَأْتِيْ فَيَقُوْلُ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ ! اَفَلاَ جَلَسَ فِيْ بَيْتِ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ حَتّٰى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا! وَاللّٰهِ لاَيَأْخُذُ اَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ لَقِيَ اللّٰهَ تَعَالٰى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلاَ اَعْرِفَنَّ اَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللّٰهُ يَحْمِلُ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ ،اَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ اَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رُؤِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

২০৯. হযরত আবু হুমায়দ আবদুর রহমান ইব্ন সা'দ আস্ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আযদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত আদায়ের

আমাকে করেছেন, তার মধ্যে থেকে কোন পদে আমি তোমাদের কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করি। সে আমার কাছে ফিরে এসে বলে, এগুলো আপনাদের আর এগুলো আমাকে উপঢৌকন হিসাবে দেয়া হয়েছে। এ ব্যক্তি তার বাপ -মায়ের ঘরে বসে থাকে না কেন? যদি সে সত্যবাদী হয় তবে সেখানেই তো তার উপঢৌকন পৌঁছে দেয়া হবে! আল্লাহর কসম! তোমাদের কোন ব্যক্তি নাহক কোন কিছু গ্রহণ করলে, কিয়ামতের দিন সে তা বহন করতে করতে আল্লাহর সামনে হাযির হবে। অতএব, আমি তোমাদের কাউকে আল্লাহর দারবারে এ অবস্থায় উপস্থিত হতে দেখতে চাই না যে, সে উট বহন করবে আর তা আওয়াজ করতে থাকবে, অথবা গাভী তা হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে, অথবা বকরীর তা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করতে থাকবে। (রাবী বলেন) অতঃপর তিনি তাঁর দু'হাত এত ওপরে উঠালেন যে, তাঁর মুবারক বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হল। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি কি (তোমার হুকুম) পৌঁছে দিয়েছি? (বুখারী ও মুসলিম)

٢١٠- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২১০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তির ওপর তার অপর ভাইয়ের যদি কোন দাবী থাকে, তা যদি তার মান-ইজ্জতের ওপর অথবা অন্য কিছুর ওপর যুলুম সম্পর্কিত হয়, তবে সে যেন আজই কপর্দকহীন নিঃস্ব হওয়ার পূর্বে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে নেয়। অন্যথায় (কিয়ামতের দিন) তার যুলুমের সমপরিমাণ নেকী তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হবে। যদি তার কোন নেকী না থাকে তবে তার প্রতিপক্ষের গুনাহ থেকে (যুলুমের সমপরিমাণ) তার হিসাবের অন্তর্ভূক্ত করে দেয়া হবে। (বুখারী)

٢١١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :"الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২১১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম বলেন ঃ "মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার মুখের ও হাতের অনিষ্ট বা ক্ষতি থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিস পরিত্যাগ করে।"(বুখারী ও মুসলিম)

٢١٢- عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ فِي النَّارِ : فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

২১২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিরকিরা নামক এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাল-সামানের দেখা-শোনায় নিযুক্ত ছিল। সে মারা গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ সে দোযখে যাবে। তারা (সাহাবাগণ) তার বাড়িতে খোঁজ-খবর নিতে গেলেন (কেন সে দোযখী হল)। তারা তার ঘরে একটি আবা (এক প্রকারের উন্নত পোষাক) পেলেন। সে এটা আত্মসাৎ করেছিল। (বুখারী)

٢١٣– عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ . اَلسَّنَةُ إِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ : ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُوالْحَجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَىُّ شَهْرٍ هٰذَا؟ قُلْنَا : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ إِسْمِهِ قَالَ : أَلَيْسَ ذَالْحَجَّةِ ؟ قُلْنَا بَلٰى قَالَ : فَأَىُّ بَلَدٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهُ بِغَيْرِ إِسْمِهِ ، قَالَ : أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا بَلٰى قَالَ : فَأَىُّ يَوْمٍ هٰذَا؟ قُلْنَا : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ : فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ إِسْمِهِ فَقَالَ : أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا بَلٰى فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُّبَلِّغُهُ أَنْ يَكُوْنَ اَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ قَالَ : أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২১৩. হযরত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেন সেদিন থেকে যুগ বা কাল তার নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আবর্তন করছে। এক বছরে বার মাস, এর মধ্যে চারটি হল নিষিদ্ধ মাস, এর তিনটি পর পর আসে। যেমন, যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররম এবং মুদার গোত্রের রজব মাস যা জমাদিউস্-সানী ও শা'বান মাসের মাঝখানে অবস্থিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটি কোন মাস ? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। উত্তর শুনে তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম, তিনি হয়ত এর নতুন নামকরণ করবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি যিলহজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কোন্ শহর ? আমরা

বললাম ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। এ উত্তর শুনে তিনি চুপ থাকলেন। আমরা মনে করলাম, হয়ত তিনি এর নতুন নামকরণ করবেন। তিনি বললেন ঃ এটা কি (মক্কা) শহর নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন। এটা কোন দিন ? আমরা বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। উত্তর শুনে তিনি চুপ থাকলেন। আমরা মনে মনে ভাবলাম, হয়ত তিনি এর নতুন নামকরণ করবেন। তিনি বললেন ঃ এটা কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমাদের আজকের এ দিনটি যেমন পবিত্র, তোমাদের এ শহরটি যেমন পবিত্র এবং তোমাদের এ মাসটি যেমন পবিত্র, তেমনি তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের মান সম্মান ও পবিত্র এবং শ্রদ্ধার বস্তু। তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুর সাথে মিলিত হবে। তিনি তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সাবধান! আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা পরস্পর খুন খারাবী করে কুফরীতে লিপ্ত হয়ো না। সতর্ক হও! উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেয়। কেননা এটা অসম্ভব নয় যে, যে ব্যক্তি এটা পৌঁছে দিবে তার চেয়ে যার কাছে পৌঁছানো হবে সে অধিক সংরক্ষণকারী হতে পারে! অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি কি পৌঁছে দিয়েছি ? আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি সাক্ষী থাক। (বুখারী ও মুসলিম)

٢١٤- عَنْ أَبِى أُمَـامَـةَ إِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَـةَ الْحَـارِثِى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ : فَقَالَ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ فَقَالَ : وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২১৪. হযরত আবু উমামা আয়াস ইব্ন সা'লাবা আল-হারেসী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি (মিথ্যা) শপথের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক আত্মসাৎ করল মহান আল্লাহ তার জন্য দোযখের আগুন অনিবার্য করে দিবেন এবং জান্নাত হারাম করে দিবেন। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি সেটা তুচ্ছ জিনিস হয় ? তিনি বললেন ঃ তা পিলু গাছের একটা শাখাই হোক না কেন। (মুসলিম)

٢١٥- عَنْ عَدِىِّ بْنِ عَمِيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُوْلاً يَأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ الْأَنْصَارِ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقْبَلْ عَنِّى عَمَلَكَ قَالَ : وَمَالَكَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا : قَالَ وَأَنَا أَقُوْلُهُ الْاٰنَ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ فَمَا أُوْتِىَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِىَ عَنْهُ انْتَهَى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২১৫. হযরত ইব্‌ন উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমরা তোমাদের কোন ব্যক্তিকে কোন সরকারী পদে নিয়োগ করলাম। অতঃপর সে একটা সুঁচ পরিমাণ অথবা তার চেয়ে বেশী আমাদের থেকে গোপন করল। এক্ষেত্রে সে খেয়ানতকারী গণ্য হবে। সে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে হাযির হবে। আনসার সম্প্রদায়ের জনৈক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিন। (রাবী বলেন) আমি যেন এ দৃশ্যটা এখনও দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেনঃ তোমার কি হয়েছে ? সে বলল, আমি আপনাকে এরূপ বলতে শুনেছি। তিনি বললেন ঃ আমি এখনও তাই বলবো। আমরা কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগ করলাম। সে কম-বেশী সবকিছু নিয়ে আসবে। কাজেই তা থেকে তাকে যা দেয়া হবে তাই সে নেবে। আর যা থেকে তাকে বারণ করা হবে তা থেকে বিরত থাকবে। (মুসলিম)

٢١٦- عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا : فُلَانٌ شَهِيْدٌ وَفُلَانٌ شَهِيْدٌ حَتَّى مَرُّوْا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوْا فُلَانٌ شَهِيْدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَلاَّ إِنِّيْ رَأَيْتُهُ فِيْ النَّارِ فِيْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْعَبَاءَةٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২১৬. হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একদল সাহাবী এলেন। তারা বললেন, অমুক ব্যক্তি শহীদ, অমুক ব্যক্তি শহীদ। এভাবে তারা এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, অমুক ব্যক্তি শহীদ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ কখনও নয়, আমি তাকে একটি চাদর অথবা একটি আবার জন্য জাহান্নামী দেখতে পাচ্ছি। এটা সে আত্মসাৎ করেছিল। (মুসলিম)

٢١٧- عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْإِيْمَانَ بِاللّٰهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تُكَفَّرُ عَنِّيْ خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ وَمُقْبِلٌ غَيْرَ مُدْبِرٍ : ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّيْ خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلاَّ الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِيْ ذٰلِكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২১৭. হযরত আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝে দাঁড়ালেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহর

ওপর ঈমান আনা সবচেয়ে ভালো কাজ। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি মনে করেন, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই তাহলে আমার গুনাহ সমূহের কাফ্ফারা ক্ষতিপূরণ হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ হাঁ, যদি তুমি ধৈর্যশীল, সাওয়াবের আশা পোষণকারী ও সামনে অগ্রগামী হও এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী না হও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি আর কি বলতে চাও? লোকটি পুনরায় বললেন, আপনার কি মত, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই তবে আমার গুনাহসমূহের কাফ্ফারা ক্ষতিপূরণ হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হাঁ, যদি তুমি ধৈর্যশীল, সাওয়াবের আশা পোষণকারী ও সামনে অগ্রগামী হও এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী না হও। কিন্তু ঋণ মাফ করা হবে না। জিব্‌রীল (আ) আমাকে এ কথা বলেছেন। (মুসলিম)

٢١٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوْا : الْمُفْلِسُ فِيْنَامَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ : إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِىْ مَنْ يَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِىْ قَدْ شَتَّمَ هٰذَا؟ وَقَذَفَ هٰذَا، وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا، وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا، وَضَرَبَ هٰذَا؛ فَيُعْطَى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَا هُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি জান কোন্ ব্যক্তি নিঃস্ব গরীব? সাহাবা কেরাম (রা) বললেন, আমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি গরীব, যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। তিনি বললেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিঃস্ব -গরীব হবে, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মেরেছে (সে এসব গুনাহ ও সাথে করে নিয়ে আসবে)। এদেরকে তার নেক আমলগুলো দিয়ে দেয়া হবে। উল্লেখিত দাবী পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেক আমলও শেষ হয়ে যায় তবে দাবীদারদের গুণাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে, অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

٢١٩- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَّكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِىَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيْهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২১৯. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি একজন মানুষ। তোমরা তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য আমার কাছে এসে থাক। সম্ভবত তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অপর পক্ষের তুলনায় দলীল-প্রমাণ উত্থাপনে অধিক পারদর্শী হতে পারে। আমি তার কাছ থেকে শুনে সেই অনুযায়ী হয়ত ফয়সালা দিতে পারি। এভাবে আমি যদি (অজ্ঞাতে) তার ভাইয়ের হক তাকে দেয়ার ফয়সালা করি, তবে আমি তাকে দোযখের একটি টুক্‌রাই দিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يَّزَالَ الْمُؤْمِنُ فِىْ فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهِ مَالَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

২২০. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ মুসলমান সব সময় হিফাযত ও নিরাপত্তার মধ্যে অবস্থান করে যতক্ষণ সে অন্যায়ভাবে রক্ত প্রবাহিত না করে। (বুখারী)

٢٢١- عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ عَامِرِ الْأَنْصَارِيَّةِ وَهِىَ إِمْرَأَةَ حَمْزَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُوْنَ فِىْ مَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

২২১. হযরত খাওলা বিনতে আমির আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এমন অনেক লোক আছে যারা আল্লাহর মালের (জনগণের অর্থ-সম্পদ) অবৈধভাবে খরচ করে, অপচয় করে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তির জন্য দোযখের আগুন নির্ধারিত রয়েছে। (বুখারী)

بَابُ تَعْظِيْمُ حُرُمَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ وَبَيَانِ حُقُوْقِهِمْ وَالشَّفْقَةِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتِهِمْ

অনুচ্ছেদঃ মুসলমানদের মান-ইজ্জতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, তাদের অধিকারসমূহ এবং তাদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ ও ভালোবাসা পোষণ করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌلَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ - (الحج : ٣٠)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কায়েম করা সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করবে, এটা তার নিজের জন্যই তার প্রভুর নিকট খুবই কল্যাণকর হবে"। (সূরা হাজ্জ ঃ ৩০)

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ - (الحج : ٣٢)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান করবে, আর এটা (সম্মান প্রদর্শন) দিলের তাক্‌ওয়ার ফল।"। (সূরা হাজ্জ ঃ ৩২)

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ - (الحجر : ٨٨)

"মু'মিনদের প্রতি তোমার বিনয় ও নম্রতার ডানা সম্প্রসারিত কর।"(সূরা হিজ্‌র ঃ ৮৮)

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ـ (المائدة : ٣٢)

"যদি কেউ অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যার পরিবর্তে অথবা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করার অপরাধ ছাড়া (অন্যায়ভাবে) কাউকে হত্যা করে, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর যদি কোন ব্যক্তি কাউকে জীবন দান করে (অন্যায়ভাবে নিহত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে) তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে জীবন দান করল"। (সূরা মায়িদা ঃ ৩২)

٢٢٢ـ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২২২. হযরত আবু মূসা আশ্‌আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ এক মু'মিন অন্য মু'মিনের জন্য প্রাচীরস্বরূপ। এর এক অংশ অন্য অংশকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে। এ কথা বলার সময় তিনি এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকিয়ে দেখালেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٣ـ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا وَأَسْوَاقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ أَوْلِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২২৩. হযরত আবু মূসা আশ্‌'আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি আমাদের মসজিদ অথবা বাজারসমূহ থেকে কোন জিনিস নিয়ে যায় এবং তার সাথে যদি তীর থাকে, তবে সে যেন তার অগ্রভাগ সাবধানে রাখে অথবা হাতের মুঠোর মধ্যে রাখে। এর ফলে, কোন মুসলমানের আঘাত লাগার আশংকা থাকবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٤ـ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২২৪. হযরত নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পারস্পরিক ভালবাসা, দয়া-অনুগ্রহ ও মায়া-মমতার দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মু'মিন মুসলমান একটি দেহের সমতুল্য। যদি দেহের কোন অংশ অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগও তা অনুভব করে। সেটা জাগ্রত অবস্থায়ই হোক কিংবা জ্বরের অবস্থায় (সর্ববস্থায়)। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَبَّلَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ الْاَقْرَعُ إِنَّ لِيْ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : مَنْ لَايَرْحَمْ لَايُرْحَمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২২৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ইব্‌ন আলীকে চুমু দিলেন। এ সময় আকরা ইব্‌ন হাবিস (রা) তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। আকরা (রা) বললেন, আমার দশটি ছেলে আছে। কিন্তু আমি কখনও তাদের কউকে চুমু দেইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ "যে ব্যক্তি দয়া প্রদর্শন করে না সে দয়ার পাত্র হতে পারে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا : أَتُقَبِّلُوْنَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالَ : نَعَمْ قَالُوْا : لَكِنَّا وَاللّٰهِ مَا نُقَبِّلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَوْ أَمْلِكُ أَنْ كَانَ اللّٰهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوْبِكُمُ الرَّحْمَةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২২৬. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় আরব বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এল। তারা জিজ্ঞেস করল,আপনারা কি আপনাদের ছোট্ট শিশুদের চুমু খান ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তারা বলল, আল্লাহর কসম! আমরা কিন্তু চুমু দেই না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি কি এর মালিক বা জিম্মাদার হতে পারি, যদি মহান আল্লাহ তোমাদের অন্তর থেকে রহমত ও অনুগ্রহকে তুলে নিয়ে নেন ? (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٧- عَنْ جَرِيْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَايَرْحَمِ النَّاسَ لَايَرْحَمْهُ اللّٰهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২২৭. হযরত জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহ তাকে দয়া করেন না।" (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٨-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَاشَاءَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২২৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে লোকদের ইমামতি করে, সে যেন নামায সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন ও বৃদ্ধ লোক থাকতে পারে। যখন তোমাদের কেউ একাকী নামায পড়ে, তখন সে ইচ্ছামত নামায দীর্ঘায়িত করতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَّعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَّعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২২৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন কাজ (ইবাদত) করার ঐকান্তিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তা পরিত্যাগ করতেন এই ভয়ে যে, লোকেরা (তার দেখাদেখি) তা নিয়মিত করতে থাকবে। ফলে এটা তাদের ওপর ফরয করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٣٠- وَعَنْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوْا : إِنَّكَ تُوَاصِلَ ؟ قَالَ إِنِّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّى يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِىْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৩০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা কেরাম (রা)-এর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁদেরকে 'সাওমে বিসাল' (বিরতিহীনভাবে রোযা পালন) করতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা আবেদন করলেন, আপনি যে (সাওমে বিসাল) করেন? তিনি বললেন ঃ "আমি তোমাদের মত নই। আমি রাত্রিযাপন করি আর আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান।" (বুখারী ও মুসলিম)

٢٣١- عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّىْ لاَ أَقُوْمَ إِلَى الصَّلاَةِ وَأُرِيْدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيْهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزَ فِىْ صَلاَتِىْ كَرَاهِيَّةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

২৩১. হযরত আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমি নামাযকে দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা নিয়ে নামায পড়তে দাঁড়াই। ইতিমধ্যে আমি বাচ্চাদের কান্নার শব্দ শুনতে পাই। এ ব্যাপারটা মায়েদরকে বিচলিত করবে বলে আমি আমার নামায সংক্ষিপ্ত করে দিই। (বুখারী)

٢٣٢- عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ وَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ

فَإِنَّه مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৩২. হযরত জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকালের (ফজরের) নামায পড়ল, সে আল্লাহর জিম্মায় চলে গেল। (তোমাদের এরূপ অবস্থার মধ্যে থাকা উচিত)। মহান আল্লাহ যেন তোমাদের কাছ থেকে তাঁর যিম্মার ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব চান । কেননা তাঁর যিম্মার ব্যাপারে তিনি যাকে পাকড়াও করতে চাইবেন পাকড়াও করতে পারবেন। তারপর তাকে উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। (মুসলিম)

٢٣٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ، مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৩৩. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে না তার ওপর যুলুম করতে পারে আর না তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করতে পারে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন কষ্ট বা অসুবিধা দূর করে দেয়, এর বিনিময়ে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার কষ্ট ও বিপদ থেকে অংশ বিশেষ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন বাখবেন। (বুখারী মুসলিম)

٢٣٤-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُوْنُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ ، اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

২৩৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে না তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, না তাকে মিথ্যা বলতে পারে, আর না তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে। বস্তুত প্রত্যেক মুসলমানের মান-ইজ্জত, ধন-সম্পদ ও রক্ত অন্য সব মুসলমানের উপর হারাম। (তিনি বক্ষের দিকে ইশারা করে বললেন)ঃ তাক্‌ওয়া এখানে আছে। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করে, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে। (তিরমিযী)

٢٣٥- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَحَاسَدُوْا وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَبَيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ : لاَيَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ ،اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا (وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ) بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ " كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমরা পরস্পরের প্রতি হিংসাপোষণ করো না, নকল ক্রেতা সেজে আসল ক্রেতাকে ধোঁকা দিও না, ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর অন্যজন ক্রয়-বিক্রয় কর না। আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভাই ভাই হয়ে থাক। মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তাকে যুলুম করতে পারে না, হীন জ্ঞান করতে পারে না এবং অপমান অপদস্থও করতে পারে না। তাক্ওয়া এখানেই আছে। এ কথাটা তিনি তিনবার বলেন এবং নিজের বক্ষের দিকে ইশারা করেন। কোন ব্যক্তির খারাপ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করে, হীন মনে করে। বস্তুত প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত (জীবন), ধন-সম্পদ এবং মান-সম্মান অন্য সব মুসলমানের জন্য হারাম। (মুসলিম)

٢٣٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৩৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٣٧- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوْماً أَوْ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ : تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

২৩৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে যালিম হোক অথবা মযলূম। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে যদি মযলূম হয়, আমি তাকে সাহায্য করব এটা বুঝতে পারলাম। আপনার কি অভিমত, যদি সে যালিম-অত্যাচারী হয় তবে আমি তাকে কি করে সাহায্য করতে পারি ? তিনি বললেন ঃ তাকে যুলুম করা থেকে বিরত রাখ, বাধা দাও। এটাই তাকে সাহায্য করা। (বুখারী)

٢٣٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَإِتِّبَاعُ الْجَنَازَةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : حَقُّ الْمُسْلِمِ سِتٌّ : إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهُ فَشَمِّتْهُ ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ -

২৩৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের পাঁচটি হক (অধিকার) রয়েছে। সালামের জবাব দেয়া, রুগ্নের পরিচর্যা করা, জানাযার অনুসরণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির জবাব দেয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ মুসলমানদের পরস্পরের ওপর ছয়টি অধিকার রয়েছে। তুমি যখন তার সাথে সাক্ষাত করবে, সালাম দেবে, যখন তোমাকে দাওয়াত দেবে তা গ্রহণ করবে, যখন তোমার কাছে উপদেশ (অথবা পরামর্শ) চাইবে, উপদেশ (অথবা পরামর্শ) চাইবে, উপদেশ দেবে, হাঁচি আসলে যখন সে "আল-হামদুলিল্লাহ' বলবে, তুমি তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমায় রহম করুক) বলবে, যখন সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে তাকে দেখতে যাবে এবং যখন সে মারা যাবে তার জানাযায় শরীক হবে।

٢٣٩- عَنْ أَبِىْ عُمَارَةَ الْبَرَاءَ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِىْ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمِ أَوْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَعَنِ الْقَسِّىِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالْإِسْتَبْرَقَ وَالدِّيْبَاجِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৩৯. হযরত বারা'আ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ৭টি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং ৭টি বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ রোগীর খোঁজ-খবর নিতে, জানাযার অনুসরণ করতে, হাঁচির জবাব দিতে, শপথ বা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে, মযলূমের সাহায্য করতে, দাওয়াতাকারীর দাওয়াত কবুল করতে এবং সালামের বহুল প্রচলন করতে। তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন ঃ স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে ও তৈরী করতে, রূপার পাত্রে পান করতে, লাল রং-এর রেশমের গদিতে বসতে, কাচ্ছি (কাপড়) রেশমী বস্ত্র এবং দীবাজ (মিহি রেশমী) পরিধান করতে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ سَتْرِ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالنَّهْيُ اِشَاعَتِهَا لِغَيْرِ ضَرُوْرَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা এবং একান্ত প্রয়োজন না হয়ে পড়লে তা প্রাকাশ করা নিষেধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ (النور : ١٩)

"যে সব লোক চায়, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা-বেহায়াপনা বিস্তার লাভ করুক, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহই ভাল জানেন, তোমরা জান না" (সূরা নূর ঃ ১৯)

٢٤٠- وعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَايَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا اِلاَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

২৪০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে বান্দাই অন্য বান্দার দোষ-ত্রুটি এ পার্থিব জীবনে গোপন রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। (মুসলিম)

٢٤١- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : كُلُّ أُمَّتِيْ مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِيْنَ ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَّعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ : يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُه رَبُّهُ وَ يُصْبِحَ يَكْشِفُ سِتْرَاللّٰهِ عَلَيْهِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২৪১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ আমার উম্মাতের সকলের গুনাহ মাফ হবে। কিন্তু দোষ-ত্রুটি প্রকাশকারীদের গুনাহ মাফ হবে না। দোষ-ত্রুটি এভাবে প্রকাশ করা হয় ঃ কোন ব্যক্তি রাতের বেলা কোন কাজ করবে। অতঃপর সকাল হবে। মহান আল্লাহ তার এ কাজ গোপন রাখবেন। সে (সকাল বেলা) বলবে, হে অমুক! আমি গতরাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে রাত যাপন করেছিল এমন অবস্থায় যে মহান আল্লাহ তার কাজগুলো গোপন রেখেছিলেন আর সকাল বেলা আল্লাহর এ আড়ালকে সে সরিয়ে দিল। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٤٢- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدْهَا

الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৪২. হযরত আবু হুরায়র (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কোন দাসী যিনা করলে এবং তা প্রমাণিত হলে, তার ওপর বেত্রদন্ড কার্যকর করতে হবে। কিন্তু বাড়াবাড়ি করা যাবে না। তারপর দ্বিতীয়বার যিনা করলে তাকে বেত্রদণ্ড দেওয়া হবে কিন্তু বাড়াবাড়ি করা যাবে না। সে যদি তৃতীয়বার ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাকে বিক্রি করে দিতে হবে, তা একটি পশমের দড়ির বিনিময়ে হলেও। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٤٣- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ : اضْرِبُوْهُ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللّٰهُ قَالَ لاَتَقُوْلُوْا هٰكَذَا ؛ وَلاَ تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

২৪৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ধরে নিয়ে আসা হল। সে শরাব পান করেছিল। তিনি হুকুম দিলেন ঃ তাকে মার-ধর কর। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ তাকে হাত দিয়ে, কেউ জুতা দিয়ে এবং কেউ কাপড় দিয়ে মার-পিট করল। যখন সে ফিরে গেল, কতিপয় লোক বলল, মহান আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এরূপ বল না, শয়তানকে তার ওপর বিজয়ী কর না। (বুখারী)

بَابُ قَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -(الحج : ٧٧)

"তোমরা কল্যাণকর কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে"। (সূরা হাজ্জ ঃ ৭৭)

٢٤٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : الْمُسْلِمُ أَخُوْا الْمُسْلِمِ : لاَيَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৪৪। হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে না তার ওপর যুলুম করতে পারে, আর না তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করতে পারে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন অসুবিধা (বা বিপদ) দূর করে দেয়, আল্লাহ এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তার কষ্ট ও বিপদের অংশবিশেষ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٤٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ،وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ أَخِيْهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ تَعَالٰى يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَا رَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَبِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৪৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পার্থিব কষ্টসমূহের মধ্য থেকে একটি কষ্ট দূর করে দেয়, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটি (বড়) কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবীর অভাবের কষ্ট লাঘব করে দেয়, মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার অভাবের কষ্ট লাঘব করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে, আল্লাহও ততক্ষণ তার সাহায্য সহায়তা করতে থাকেন। যে ব্যক্তি ইলমে (জ্ঞান) অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করে, মহান আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জান্নাতে একটি পথ সহজ করে দিবেন। যখন কোন একদল লোক আল্লাহ তা'আলার ঘরসমূহের মধ্যে কোন একটি ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করতে থাকে এবং (কুরআনের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে) পরস্পর এর আলোচনা করতে থাকে, তখন তাদের ওপর শান্তি ও স্বস্তি নাযিল হতে থাকে। রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয়,ফিরিশ্‌তাগণ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নেন এবং মহান আল্লাহ তাঁর সামনে উপস্থিতদের (ফিরিশ্‌তাদের) কাছে তাদের উল্লেখ করেন। যার কার্যকলাপ তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না। (মুসলিম)

بَابُ الشَّفَاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ শাফাআ'ত বা সুপারিশ সম্পর্কে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ـ

"যে ব্যক্তি ভাল কাজের সুপারিশ করবে সে তা থেকে অংশ পাবে।"(সূরা নিসা ঃ ৮৫)।

٢٤٦- عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ فَقَالَ : اشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا وَيَقْضِي اللّٰهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২৪৬. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোন অভাবী লোক আসলে তিনি উপস্থিত লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতেন ঃ তোমরা সুপারিশ কর, প্রতিদান পাবে। আল্লাহ যা পছন্দ করেন, তাঁর নবীর মুখ দিয়ে তা প্রকাশ করান। (বুখারী ও মুসলিম)।

٢٤٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِيْ قِصَّةِ بَرِيْرَةَ وَ زَوْجِهَا قَالَ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَوْ رَاجَعْتِهِ ؟ قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَأْمُرُنِيْ؟ رَاجَعْتِهِ قَالَ : إِنَّمَا أَشْفَعُ قَالَتْ : لاَ حَاجَةَ لِيْ فِيْهِ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ـ

২৪৭. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বারীরাহ ও তার স্বামীর ঘটনা প্রসংগে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে (বারীরাকে) বললেন ঃ তুমি যদি তাকে (স্বামীকে) পুনরায় গ্রহণ করতে (তাহলে ভাল হত)। বারীরাহ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি আমার প্রতি আপনার নির্দেশ ? তিনি বললেন ঃ আমি সুপারিশ করছি, তোমাকে অনুরোধ করছি। বারীরাহ (রা) বললেন ঃ তাকে (স্বামীকে) আমার প্রয়োজন নেই। (বুখারী)

بَابُ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করে দেয়া।

আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

لاَ خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا ـ (النساء : ١١٤)

"লোকদের গোপন সলা-পরামর্শে প্রায়ই কোন কল্যাণ নিহিত থাকে না। অবশ্য কেউ যদি গোপনে কাউকে দান-খয়রাত করার জন্য উপদেশ দেয়, অথবা কোন ভাল কাজের জন্য অথবা লোকদের পরস্পরের কাজ-কর্মের সংশোধন করার জন্য কাউকে কিছু বলে তবে তা নিশ্চয়ই ভাল কথা। আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য যে কেউ এরূপ করবে তাকে আমরা বিরাট প্রতিদান দেব" (সূরা নিসা ঃ ১১৪)

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ (النساء : ١٢٨)

"সন্ধি সর্বাবস্থায়ই উত্তম।"(সূরা নিসা ঃ ১২৮)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ۔ (الأنفال : ١)

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিকরূপে গড়ে নাও। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক"। (সূরা আনফাল ঃ১)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۔ (الحجرات : ١٠)

"মু'মিনরা পরস্পরের ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে পুনর্গঠিত করে দাও। আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি রহম করা হবে"(সূরা হুজুরাত ঃ ১০)।

٢٤٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ سُلَامَىْ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ فِىْ دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ يَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيْطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ ۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۔

২৪৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক দিন, যেদিন সূর্য উদিত হয়, মানব-দেহের প্রতিটি গ্রন্থির (জোড়া) সাদাকা আদায় করা প্রয়োজন। (এটা আদায় করার পদ্ধতি হল)ঃ দু'ব্যক্তির মাঝখানে ইনসাফ সহকারে সমঝোতা স্থাপন করে দেয়া সাদাকা হিসেবে গণ্য। কোন ব্যক্তির সাওয়ারীতে অন্য ব্যক্তিকে আরোহণ করতে দেয়া অথবা তার মাল-সামানা ঐ ব্যক্তির সাওয়ারীর পিঠে রাখতে দেয়া সাদাকারূপে গণ্য। পবিত্র ও উত্তম কথাবার্তা সাদাকা হিসেবে পরিগণিত। নামাযে যাওয়ার জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ সাদাকা হিসেবে গণ্য। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করাও সাদাকারূপে গণ্য। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٤٩- عَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِيْ مُعَيْطٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِيْ خَيْرًا أَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৪৯. হযরত উম্মে কুলসূম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কল্যাণ লাভ করার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি মিথ্যা কথার মাধ্যমে পরস্পর বিরোধী দু'ব্যক্তির মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে সে মিথ্যুক নয়। (বুখারী)

٢٥٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَوْتَ خُصُوْمٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْاٰخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِيْ شَيْءٍ وَهُوَ يَقُوْلُ : وَاللّٰهِ لاَ أَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : أَيْنَ الْمُتَأَلِّيْ عَلَى اللّٰهِ لاَيَفْعَلُ الْمَعْرُوْفَ فَقَالَ : أَنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَهُ أَيُّ ذٰلِكَ أَحَبَّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৫০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরের দরজার বাইরে ঝগড়া-বিবাদের শব্দ শুনতে পেলেন। তাদের গলার শব্দ চরমে উঠেছিল। তাদের একজন (ধার গ্রহণকারী) ঋণের কিছু অংশ মওকূফ করার জন্য এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য অনুনয়-বিনয় করছিল। অপরজন (ঋণদাতা) বলছিল, আল্লাহর কসম! আমি তা করতে পারব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন ঃ আল্লাহর নামে কসমকারী কে, যে কল্যাণের কথা বলতে রাযী নয়? সে বলল, আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে যেমন পছন্দ করবে তেমনই করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٥١- عَنْ أَبِيْ الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَلَغَه أَنَّ بَنِيْ عَمْرِوبْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرٌّ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِيْ أُنَاسٍ مَعَهُ ، فَحُبِسَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ ، فَجَاءَ بِلاَلٌ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِلاَلٌ وَتَقَدَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسَ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِيْ فِيْ الصُّفُوْفِ حَتّٰى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيْقِ وَكَانَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَيَلْتَفِتُ فِيْ صَلاَتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ

النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَفَعَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهُ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَأَيُّهَا النَّاسُ مَالَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيْقِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللّٰهِ: فَإِنَّهُ لَايَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِيْنَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ إِلاَّ الْتَفَتَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيْ بِالنَّاسِ حِيْنَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟ فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لِإِبْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৫১. হযরত সাহল ইব্ন সাদ আস্-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে খবর পৌঁছল, বনী আওফ ইব্ন আম্রের লোকদের মধ্যে ঝগড়া-সংঘর্ষ চলছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতিপয় সাহাবীকে নিয়ে তাদের বিবাদ মীমাংসা করার জন্য সেখানে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেখানে বিলম্ব হয়ে গেল। এদিকে নামাযের সময়ও ঘনিয়ে এল। হযরত বিলাল (রা) হযরত আবু বকরের (রা) কাছে এসে বললেন, হে আবু বকর! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তো (ফিরতে) দেরী হয়ে গেল। এদিকে নামাযের সময়ও হয়ে গেল। আপনি কি লোকদের ইমামতি করে নামাযটা পড়াবেন? তিনি বললেন, ঠিক আছে, যদি তুমি চাও। হযরত বিলাল (রা) নামাযের জন্য ইকামত দিলে এবং হযরত আবু বকর (রা) সামনে অগ্রসর হলেন। তিনি তাকবীরে তাহরীমা বাঁধলেন। অতঃপর মোক্তাদিরাও তাঁর অনুসরণ করলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এসে গেলেন। তিনি কাতার ভেদ করে একেবারে সামনের সারিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। মোক্তাদীরা তালি বাজিয়ে সংকেত দিতে লাগলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা) এদিকে কোন খেয়াল নেই কারণ, তিনি নামাযের মধ্যে কোন দিকে মন দিতেন না। তারা যখন আরো জোরে তালি বাজাতে লাগলেন, হযরত আবু বকর দৃষ্টিপাত করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেলেন। তিনি ইশারা করে তাকে (আবু বকরকে) নিজ স্থানে থাকতে বললেন। হযরত আবু বকর (রা) নিজের দু'হাত উঁচু করে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, পায়ের গোড়ালি ঘুরিয়ে পিছনে চলে আসলেন এবং প্রথম কাতারে এসে দাঁড়ালেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে এগিয়ে লোকদের নামায পড়ালেন। নামায শেষ করে তিনি সাহাবাদের দিকে মুখ করে বললেন ঃ হে লোকেরা! তোমাদের কি হল। যখন নামাযের মধ্যে কোন কিছু ঘটতে যায় তখন তোমরা তালি বাজাতে শুরু করে দাও। উরুতে হাত মেরে তালি বাজানো তো মেয়েদের বেলায় প্রযোজ্য। কাজেই যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে কোন কিছু ঘটতে দেখে সে যেন "সুবহানাল্লাহ" বলে। কেননা কোন ব্যক্তি যখনই "সুব্হানাল্লাহ" বলে তা শোনামাত্র লোকেরা তার প্রতি মনোনিবেশ করে। হে আবু বকর! আমি ইশারা করা সত্ত্বেও কোন জিনিস তোমাকে লোকদের

নামায পড়াতে বাধা দিল? হযরত আবু বকর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে আবু কোহাফার পুত্র (আবু বকর) লোকদের নামাযে ইমামতি করার মোটেই উপযুক্ত নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ ضَعَفَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْفُقَرَاءِ وَالْخَامِلِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ দুর্বল ও নিঃস্ব-গরীব মুসলমানদের ফযীলত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ، وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ـ (الكهف : ٢٨)

"তোমার হৃদয়কে এমন লোকদের সংস্পর্শে স্থিতিশীল রাখো যারা নিজেদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে। আর তাঁদের দিক থেকে কখনও অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর না"। (সূরা কাহফ ঃ ২৮)

٢٥٢ـ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৫২. হযরত হারিস ইব্ন ওহব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ধরনের লোক জান্নাতী হবে আমি কি তা তোমাদের বলব না? প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি যাকে লোকেরা শক্তিহীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করে। সে যদি আল্লাহর ওপর ভরসা করে কসম করে, তবে আল্লাহ তা পূর্ণ করার সুযোগ দিবেন। কোন প্রকৃতির লোক দোযখে যাবে তা আমি কি তোমাদের বলব না? প্রত্যেক নাদান-মূর্খ, উদ্ধত-অবাধ্য ও অহংকারী ব্যক্তি দোযখে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٥٣ـ عَنْ أَبِيْ الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ : مَا رَأْيُكَ فِيْ هٰذَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ هٰذَا وَاللّٰهُ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا رَأْيُكَ فِيْ هٰذَا ؟ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ، هٰذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لاَيُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ وَأَنْ لاَيُشَفَّعَ ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لاَيُسْمَعَ لِقَوْلِهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلِ هٰذَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২৫৩. হযরত সাহল ইব্‌ন সা'দ আস্‌-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাঁর নিকটে বসা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ (চলে যাও) এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি মত? সে উত্তরে বলল, ইনি তো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য। আল্লাহর কসম! তিনি খুবই যোগ্য লোক, বিবাহের প্রস্তাব দিলে তা কবুল করা হয় এবং কোন ব্যাপারে সুপারিশ করলে তা গ্রহণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব থাকলেন। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি তাঁর সামনে দিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে (বসা লোকটিকে) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? সে উত্তরে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতো নিঃস্ব-গরীব মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। সে এতটুকু উপযুক্ত যে, বিবাহের প্রস্তাব দিলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়, তার সুপারিশ কবুল করা হয় না এবং কোন কথা বললে তাতে কেউ আমল দেয় না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এ (নিঃস্ব মুসলমান) ব্যক্তি দুনিয়াভর ঐসব ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٥٤- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ فِىَّ الْجَبَّارُوْنَ وَالْمُتَكَبِّرُوْنَ ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فِىَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِيْنُهُمْ فَقَضَى اللّٰهُ بَيْنَهُمَا : إِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِىْ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِىْ أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكِلَيْكُمَا عَلَىَّ مِلْؤُهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৫৪. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ জান্নাত এবং জাহান্নাম উভয়ের মধ্যে বিতর্ক হল। দোযখ বলল, আমার অভ্যন্তরে বড়বড় স্বৈরাচারী, দাম্ভিক ও অহংকারী ব্যক্তিরা রয়েছে। জান্নাত বলল, আমার মাঝে অসহায়, দরিদ্র ও দুর্বল লোকেরা রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা উভয়ের মধ্যে ফয়সালা দিলেন ঃ জান্নাত তুমি আমার রহমতের আধার। তোমার সাহায্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। হে দোযখ! তুমি আমার আযাবের আধার। তোমার মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা আমি শাস্তি দিব। তোমাদের উভয়কে পরিপূর্ণ করা আমারই দায়িত্ব। (মুসলিম)

٢٥٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ لَيَأْتِى الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَايَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৫৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের দিন এক মোটা-তাজা ও দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা ও মূল্য একটি মাছির ডানার সমানও হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٥٦- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ إِمْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًا فَفَقَدَهَا أَوْ فَقَدَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوْا مَاتَ قَالَ : أَفَلاَ كُنْتُمْ اذ نْتُمُوْنِيْ بِهِ ، فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوْا أَوْ أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ فَدُلُّوْنِيْ عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوْهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا ، وَإِنَّ اللّٰهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِيْ عَلَيْهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৫৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা অথবা (রাবীর সন্দেহ) এক যুবক মসজিদে নববীতে ঝাড়ু ইত্যাদি দিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে না দেখতে পেয়ে (সাহাবা কেরামকে) তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললেন, সে মারা গেছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে খবর দাওনি কেন ? সম্ভবত তারা এটাকে মামুলি ব্যাপার মনে করেছিলেন। তিনি বললেন ঃ আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। তারা তাঁকে কবরের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি তার জানাযা পড়লেন এবং বললেন ঃ এই কবরবাসীদের কবরগুলো অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকত। তাদের জন্য আমার নামায পড়ার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তাদের কবরগুলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٥٧-وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَدْفُوْعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৫৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "এরূপ অনেক লোক আছে যাদের (মাথার চুল) উস্‌কো খুস্‌কো এবং (পা দুটি) ধুলি ধুসরিত, তাদেরকে (মানুষের) দরওয়াজাসমূহ থেকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়। যদি তারা আল্লাহর নামে কসম করে তবে আল্লাহ তাদের কসম পূর্ণ করার তাওফিক দেন"। (মুসলিম)

٢٥٨- عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنَ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ غَيْرَ أَنْ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ، وَقُمْتُ عَلَى بَابَ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةٌ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৫৮. হযরত উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি (মিরাজের রাতে) জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম। (দেখলাম) জান্নাতে প্রবেশকারী অধিকাংশ লোকই হচ্ছে নিঃস্ব-দরিদ্র। ধনী লোকদের জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধা দেয়া হলো। দোযখীদের দোযখে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ ইতিমধ্যেই দেয়া হয়েছিল। আমি দোযখের দরজায় দাঁড়ালাম। (দেখলাম) দোযখে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই হচ্ছে স্ত্রীলোক। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٥٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلاَثَةَ : عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ وَكَانَ جُرَيْجُ رَجُلاً عَابِدًا فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيْهَا ، فَأَتَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّيْ صَلاَتِيْ فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ فَانْصَرَفَتْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَقَالَتْ يَا جُرَيْجٍ فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلاَتِيْ فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَقَالَتْ يَا جُرَيْجٍ فَقَالَ : أَيْ رَبِّ أُمِّيْ وَصَلاَتِيْ فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ فَقَالَتْ : اَللّٰهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوْهِ الْمُوْمِسَاتِ ! فَتَذَ اكَرَ بَنُوْا إِسْرَائِيْلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ وَكَانَتْ إِمْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا فَقَالَتْ : إِنْ شِئْتُمْ لأَ فْتِنَنَّهُ فَتَعَوَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا . فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِيْ إِلَى صَوْمَعَتِهِ فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجَ فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوْهُ وَهَدَمُوْا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَهُ فَقَالَ : مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَالُوْا : زَنَيْتَ بِهٰذِهِ الْبَغِيْ فَوَلَدَتْ مِنْكَ : قَالَ أَيْنَ الصَّبِيُّ ؟ فَجَاؤُوْابِهِ فَقَالَ : دَعُوْنِيْ حَتّى أُصَلِّيْ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِّى فَطَعَنَ فِيْ بَطْنِهِ وَقَالَ : يَا غُلاَمُ مَنْ أَبُوْكَ؟ قَالَ " فُلاَنُ الرَّاعِيْ فَأَقْبَلُوْا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُوْنَهُ وَيَتَمَسَّحُوْنَ بِهِ وَقَالَوْا نَبِيْ لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ : لاَ أَعِيْدُوْهَا مِنْ طِيْنٍ كَمَا كَانَتْ ، فَفَعَلُوْا وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَتْ أُمُّهُ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ ابْنِيْ مِثْلَ هَذَا فَتَرَكَ الثَّدْىَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ لاَتَجْعَلْنِيْ مِثْلَهُ ! ثُمَّ أَقْبَلَ ثَدْيِهِ فَجَعَلَ يَرْضَعُ فَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَحْكِيْ ارْتِضَاعَهُ بِأُصْبُعِهِ السَّبَابَةِ فِيْ فِيْهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا ثُمَّ قَالَ : ،وَمَرُّوْا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُوْنَهَا وَيَقُوْلُوْنَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ وَهِيَ تَقُوْلُ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَقَالَتْ أُمُّهُ : اَللّٰهُمَّ لاَتَجْعَلِ ابْنِيْ مِثْلَهَا! فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِثْلَهَا

! فَهُنَالِكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيْثَ فَقَالَتْ : مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ فَقُلْتُ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ ابْنِىْ مِثْلَهُ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِىْ مِثْلَهُ وَمَرُّوْا بِهَذِهِ الْأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُوْنَهَا وَيَقُوْلُوْنَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ لاَتَجْعَلِ ابْنِىْ مِثْلَهَا فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِثْلَهَا ؟ قَالَ : وَإِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ جَبَّارٌ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ لاَتَجْعَلْنِىْ مِثْلَهُ ، وَإِنَّ هَذِهِ يَقُوْلُوْنَ زَنَيْتِ وَلَمْ تَزْنِ وَسَرَقْتِ وَلَمْ تَسْرِقْ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِثْلَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৫৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ (বনী ইসরাঈলদের মধ্যে) তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই দোলনায় কথা বলেনি। (এক) হযরত ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম এবং (দুই) সাহেবে জুরাইজ। জুরাইজ একজন আবেদ বান্দা ছিলেন। তিনি নিজের জন্য একটি ইবাদত ঘর তৈরী করে সেখানেই অবস্থান করছিলেন। সেখানে তার মা আসলেন। এ সময় তিনি নামাযে রত ছিলেন। তার মা বললেন, হে জুরাইজ! তখন তিনি (মনে মনে) বললেন, হে প্রভু! আমার নামায ও আমার মা। জুরাইজ! তখন জুরাইজ নামাযেই রত থাকলেন। তার মা চলে গেলেন। পরবর্তী দিন তার মা আসলেন, এবারও তিনি নামাযে মগ্ন ছিলেন। তার মা তাকে ডাকলেন, হে জুরাইজ! তিনি (মনে মনে) বললেন, হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায। তিনি নামাযেই রত থাকলেন। পরবর্তী দিন এসেও মা তাকে নামাযে রত অবস্থায় দেখলেন। তিনি ডাকলেন, হে জুরাইজ! জুরাইজ বললেন, হে প্রভু! আমার মা ও নামায। তিনি তার নামাযেই ব্যস্ত থাকলেন। তার মা বললেন, হে আল্লাহ! একে তুমি যিনাকারী নারীর মুখ না দেখা পর্যন্ত মৃত্যু দিয়ো না। বনী ইসরাঈলদের মধ্যে জুরাইজ ও তার ইবাদতের চর্চা হতে লাগল। এক অসতী নারী ছিল। সে উল্লেখযোগ্য রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারিণী ছিল। সে বলল, তোমরা যদি চাও আমি তাকে (জুরাইজকে) বিভ্রান্ত করতে পারি। সে তাকে ফুসলাতে লাগল, কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করলেন না। অতঃপর সে তার ইবাদত ঘরের কাছাকাছি এলাকায় এক রাখালের কাছে আসল। সে নিজের ওপর তাকে অধিকার দিল এবং উভয়ে যেনায় লিপ্ত হল। এতে সে গর্ভবতী হল। যখন সে বাচ্চা প্রসব করল তখন বলল, এটা জুরাইজের ফসল। বনী ইসরাঈলেরা (ক্ষিপ্ত হয়ে) তাঁর কাছে এসে তাঁকে খানকা থেকে বের করে আনল, খানকাটি ধুলিস্মাৎ করে দিল এবং তাঁকে মারধর করতে লাগল। জুরাইজ বললেন, তোমাদের কি হয়েছে ? তারা বলল, তুমি এই বেশ্যার সাথে কুকাজ করেছ। ফলে একটি শিশু ভূমিষ্ট হয়েছে। তিনি বললেন, শিশুটি কোথায় ? তারা বাচ্চাটিকে নিয়ে আসল। জুরাইজ বললেন, আমাকে একটু সুযোগ দাও নামায পড়ে নেই। কাজেই তিনি নামায পড়লেন। নামায শেষ করে তিনি শিশুটির কাছে আসলেন এবং তাকে নিজের কোলের ওপর বসালেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে শিশু! তোমার পিতা কে ? সে বলল, আমার পিতা অমুক রাখাল। উপস্থিত লোকেরা তখন জুরাইজের দিকে আকৃষ্ট হল এবং তাকে চুমা দিতে লাগল। তারা বলল, এখন আমরা তোমার খানকাটি সোনা দিয়ে তৈরী করে দিচ্ছি। তিনি বললেন, দরকার

নেই, বরং পূর্বের মত মাটি দিয়েই তৈরী করে দাও। অতঃপর তারা খানকাটি পুনর্নির্মাণ করে দিল। (তিন) একটি শিশু তার মায়ের দুধ পান করছিল। এমন সময় একটি লোক দ্রুতগামী ও উন্নত মানের একটি পশুতে সাওয়ার হয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তার পোষাক পরিচ্ছদও ছিল উন্নত মানের। শিশুটির মা বলল, হে আল্লাহ! আমার ছেলেটিকে এই ব্যক্তির মত যোগ্য কর। শিশুটি দুধপান ছেড়ে দিয়ে লোকটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। তাকে দেখার পর বলল, হে আল্লাহ! আমাকে এ ব্যক্তির মত কর না। (রাবী বলেন,) আমি যেন এখনও দেখছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুটিকে দুধ পানের চিত্র তুলে ধরছেন এবং নিজের তর্জনি মুখে দিয়ে চুষছেন। তিনি (নবী) বললেন ঃ লোকেরা একটি বাঁদীকে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছিল আর বলছিল ঃ তুমি যিনা করেছ এবং চুরি করেছ। আর মেয়েলোকটি বলছিল ঃ "আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমার উত্তম অভিবাবক" শিশুটির মা বলল, হে আল্লাহ! তুমি আমার সন্তানকে এ ভ্রষ্টা নারীর মত কর না। শিশুটি দুধ পান ছেড়ে দিয়ে মেয়েলোকটির দিকে তাকাল, অতঃপর বলল, হে আল্লাহ! আমাকে এই নারীর মত বানাও। এ সময় মা ও শিশুর মধ্যে কথা শুরু হয়ে গেল। মা বলল একটি সুঠাম ও সুন্দর লোক চলে যাওয়ার সময় আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে এরূপ যোগ্য করে দাও। তুমি প্রতি উত্তরে বললে, হে আল্লাহ! আমাকে এর মত করো না। আবার এই ক্রীতদাসীকে লোকেরা মারধর করতে করতে নিয়ে যাচ্ছে এবং বলছে, তুমি কুকাজ করেছ এবং চুরি করেছ। আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে এরূপ করো না। আর তুমি বললে, হে আল্লাহ! আমাকে এরূপ কর। শিশুটি এবার জবাব দিল, প্রথম ব্যক্তি ছিল স্বৈরাচারী যালিম। সেজন্যই আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমাকে এ ব্যক্তির মত করো না। আর এই মেয়েলোকটিকে তারা বলল, তুমি কুকাজ করেছ। প্রকৃতপক্ষে সে কুকাজ করেনি। তারা বলল, তুমি চুরি করেছ, আসলে সে চুরি করেনি। এজন্যই আমি বললাম হে আল্লাহ! আমাকে এই মেয়েলোকটির মত করো। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ مُلَاطَفَةِ الْيَتِيْمِ وَالْبَنَاتِ وَسَائِرِ الضَّعَفَةِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْمُنْكَرِيْنَ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَالتَّوَاضُعِ مَعَهُمْ وَخَفْضِ الْجَنَاحِ لَهُمْ-

অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীম, কন্যা সন্তান এবং দুর্বল ও নিঃস্ব লোকদের সাথে ভদ্র ও সদয় ব্যবহার করা, আদর-স্নেহ করা, অনুগ্রহ করা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ-(الحجر : ٨٨)

"তুমি এ দুনিয়ার দ্রব্য-সমগ্রীর প্রতি চোখ তুলে তাকাবে না, যা আমরা এদের মধ্যে বিভিন্ন লোকদের দিয়ে রেখেছি। আর না এদের অবস্থার জন্য নিজের হৃদয়ে কষ্ট অনুভব করবে। তাদের পরিবর্তে ঈমানদার লোকদের প্রতি তোমার অনুগ্রহের বাহু বিস্তার করে রাখবে"। (সূরা হিজ্‌র ঃ ৮৮)

وَاصْبِرُوْا نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ ، وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ (الكهف : ٢٨)

"তোমার অন্তরকে এমন লোকদের সংস্পর্শে স্থিতিশীল রাখ যারা নিজেদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে। আর তাদের দিক থেকে কখনও অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করো না! তুমি কি দুনিয়ার চাকচিক্য ও জাকজমক পসন্দ কর ? (সূরা কাহ্ফ ঃ ২৮)

فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلاَ تَقْهَرْ ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ ـ (الضحى : ٩-١٠)

"অতএব তুমি ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করো না। যাচ্‌নাকারীকে ধমক দিও না"। (সূরা দুহা ঃ ৯. ১০)

أَرَأَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ، فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ وَلاَ يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ـ (الماعون : ٣-١)

"তুমি কি তাদের দেখেছ যারা কিয়ামতের প্রতিফলকে মিথ্যা মনে করে ? তারা হল ঐসব লোক, যারা ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। তারা মিস্‌কীনকে খাবার দিতে উৎসাহ দেয় না"। (সূরা মাউন ঃ ১-৩)

٢٦٠ـ عَنْ سَعْدِبْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ سِتَّةَ نَفَرٍ . فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لِلنَّبِىِّ ﷺ أَطْرُدْ هٰؤُلاَءِ لاَيَجْتَرِئُوْنَ عَلَيْنَا وَكُنْتَ أَنَا وَابْنُ مَسْعُوْدٍ وَرَجُلٌ مِنَ هُذَيْلٍ وَبِلاَلٌ وَرَجُلاَنِ لَسْتُ أُسَمِّيْهِمَا فَوَقَعَ فِىْ نَفْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاشَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَّقَعَ : فَحَدَّثَ نَفْسَهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : "وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

২৬০. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াককাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ৬ জন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, এই লোকদেরকে আপনার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিন তাহলে তারা আমাদের ওপর বাহাদুরী করতে পারবে না। আমরা (৬জন) ছিলাম ঃ আমি, ইব্‌ন মাসউদ, হোযাইল গোত্রের একব্যক্তি, বিলাল এবং অন্য দু'ব্যক্তি যাদের নাম আমার মনে নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে আল্লাহর ইচ্ছায় কিছু (কথার) উদয় হল। তাই তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা অহী নাযিল করলেন ঃ ولا تطرد الذين .... (অর্থ) "যারা তাদের প্রতিপালককে দিন-রাত ডাকতে থাকে এবং তাঁর রেযামন্দি-

সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যস্ত থাকে তাদেরকে তোমার নিকট থেকে দূরে ঠেলে দিও না। তাদের হিসাবের কোন দায়িত্ব তোমার নেই এবং তোমার হিসাবেরও কোন বোঝা তাদের ওপর নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি তুমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দাও তবে তুমি যালিমদের মধ্যে গণ্য হবে"। (সূরা আন'আম ঃ ৫২)।

٢٦١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَائِذِبْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ فَقَالُوْا : مَا أَخَذَتْ سُيُوْفُ اللّٰهِ مِنْ عَدُوِّ اللّٰهِ مَأْخَذَهَا فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَتَقُوْلُوْنَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ يَا أَبَابَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ لَكَ يَا أَخِيْ - فَأَتَاهُمْ فَقَالَ : يَا إِخْوَاتَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ ؟ قَالُوْا لاَ يَغْفِرُ اللّٰهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৬১. হযরত আবু হুবায়রা আয়িয ইব্‌ন আ'ম্‌র আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন। একদা আবু সুফিয়ান কতিপয় লোকের সাথে হযরত সালমান ফারসী (রা) সুহায়ব রূমী (রা) ও বিলালের (রা) কাছে আসলেন। তারা বললেন, আল্লাহর তরবারী আল্লাহর দুশমনদের কাছ থেকে প্রাপ্য হক আদায় করেনি। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, তোমরা কোরায়শ শেখ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য এরূপ কথা বলছ ? তিনি (আবু বকর) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি বললেন ঃ হে আবু বকর! তুমি সম্ভবত তাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছ। যদি তুমি তাদেরকে (বিলাল, সালমান ও সুহায়বকে) অসন্তুষ্ট করে থাক তবে তুমি তোমার প্রভূকেই অসন্তুষ্ট করলে! তিনি (আবু বকর) তাদের কাছে ফিরে এসে বললেন, হে ভাইগণ! আমি কি তোমাদের অসন্তুষ্ট করেছি ? তারা বললেন, না। হে ভাই! আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন। (মুসলিম)

٢٦٢-عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

২৬২. হযরত সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমি জান্নাতে ইয়াতীমদের এভাবে দেখাশুনা করব। (এই বলে) তিনি নিজের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী দিয়ে ইশারা করলেন এবং দু'টোর মাঝখানে ফাঁক করলেন। (বুখারী)

٢٦٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ وَأَشَارَ الرَّوَاىُ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৬৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ইয়াতীমের নিকটাত্মীয় কিংবা দূরাত্মীয়দের দেখাশুনার দায়িত্ব আমার। তারা উভয়ে (ইয়াতীম এবং তার আত্মীয়) জান্নাতে এভাবে থাকবে। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হাদীসটি বর্ণনা করার সময় তাঁর নিজের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী দিয়ে ইশারা করে (বিষয়টি বুঝালেন)। (মুসলিম)

٢٦٤- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلاَ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَتَعَفَّفُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ فِى الصَّحِيْحَيْنِ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنِ الْمِسْكِيْنَ الَّذِىْ لاَيَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ -

২৬৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "এমন ব্যক্তি মিস্কীন নয় যাকে একটি অথবা দু'টি খেজুর দেয়া হয়, এক লোক্মা বা দু'লোকমা দেয়া হয় না। যে ব্যক্তি দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েও অন্যের কাছে হাত পাতে না সেই হচ্ছে মিস্কীন। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ের অপর বর্ণনায় আছে ঃ "এমন ব্যক্তি মিস্কীন নয়, যে এক-দু'মুঠো খাবারের জন্য বা দু-একটি খেজুরের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং তা দেয়া হলে সে প্রত্যাবর্তন করে। প্রকৃত মিস্কীন ঐ ব্যক্তি যার প্রয়োজন পূরণ করার মত যথেষ্ট সংগতি নেই, অথচ (তার নীরবতার কারণে) তাকে চেনাও যায় না, যাতে লোক তাকে সাদাকা দান করতে পারে এবং সে নিজে উঠে গিয়েও কারো কাছে হাত পাতে না।"

٢٦٥- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : السَّاعِىْ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأَحْسَبُهُ قَالَ : وَكَالْقَائِمِ الَّذِىْ لاَيَفْتُرُ ، وَكَالصَّائِمِ لاَيُفْطِرُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৬৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ বিধবা, বৃদ্ধ ও মিস্কীনদের (সাহায্যের)জন্য চেষ্টা-সাধনাকারী আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমতুল্য। (রাবী বলেন,) আমার ধারণা, তিনি (নবী) এ কথাও বলেছেন ঃ সে অবিরাম নামায পাঠকারী ও রোযাদার ব্যক্তির সমতুল্য। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٦٦- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ -

২৬৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এমন ওলীমা (বৌ-ভাত) হচ্ছে নিকৃষ্ট, তাতে যারা আসে তাদেরকে বাধা দেয়া হয়, আর যারা আসতে রাজী নয়, তাদেরকে দাওয়াত করা হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াত (কবুল করা) পরিত্যাগ করল, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল। (মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তক অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ "সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ওলীমা হচ্ছে সেটি যাতে ধনীদের দাওয়াত করা হয় আর গরীবদের পরিত্যাগ করা হয়।"

٢٦٧- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৬৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দু'টি মেয়েকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করল, সে কিয়ামতের দিন এরূপ অবস্থায় আসবে যে, আমি আর সে এরকম হব। তিনি তাঁর আঙ্গুল মিলিয়ে দেখালেন। (মুসলিম)

٢٦٨- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيَّ إِمْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِيْ شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا أَيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৬৮. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে এক মহিলা আসল এবং তার সাথে দু'টি মেয়েও ছিল। সে কিছু চাচ্ছিল। কিন্তু সে আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। আমি খেজুরটা তাকে দিলাম। সে খেজুরটি তার দুই কন্যার মধ্যে বন্টন করল, কিন্তু সে নিজে তা থেকে খেল না। অতঃপর সে উঠে চলে গেল। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন। আমি তাকে ব্যাপারটা অবহিত করলাম। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তিই এরূপ কন্যা সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে, তারা (কিয়ামতের দিন) তার জন্য জাহান্নামের আগুনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٦٩- عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْنِي مِسْكِيْنَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ إِلَى فِيْهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا إِبْنَتَاهَا فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِيْ كَانَتْ تُرِيْدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا ، فَأَعْجَبَنِيْ شَأْنُهَا فَذَكَرْتُ الَّذِيْ صَنَعَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৬৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দরিদ্র স্ত্রীলোক তার দু'টি কন্যাসহ আমার কাছে আসল। আমি তাদেরকে তিনটি খেজুর খেতে দিলাম। সে তার মেয়ে দু'টোকে একটি করে খেজুর দিল এবং একটি খেজুর নিজে খাওয়ার জন্য তার মুখের দিকে তুলল। কিন্তু এটিও তার মেয়েরা চাইল। যে খেজুরটি সে নিজে খাওয়ার ইচ্ছা করল তাও দু'ভাগ করে তার মেয়ে দু'টিকে দিয়ে দিল। (আয়েশা (রা) বলেন,) ব্যপারটি আমাকে অবাক করল। সে যা করল আমি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম। তিনি বললেন ঃ এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন অথবা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। (মুসলিম)

٢٧٠- وَعَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيْفَيْنِ : الْيَتِيْمِ وَالْمَرْأَةِ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ -

২৭০. হযরত আবু শুরাহ্ খুয়াইলিদ ইব্ন আ'মর আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! দুই দুর্বল অর্থাৎ ইয়াতীম ও নারীদের প্রাপ্য এবং অধিকার যে ব্যক্তি নষ্ট করে আমি তার জন্য অন্যায় ও গুনাহ নির্দিষ্ট করে দিলাম। (নাসাঈ)

٢٧١- عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِيْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُوْنَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

২৭১. হযরত মুস'আব ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ (রা) দেখলেন অন্যদের ওপর তার একটা শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "তোমরা কেবল তোমাদের দুর্বলদের ওয়াসীলায়ই সাহায্য ও রিয্কপ্রাপ্ত হও।" (বুখারী)

٢٧٢-عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ عُوَيْمَرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ أَبْغُوْنِىْ فِى الضُّعَفَاءِ فَإِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

২৭২. হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "তোমরা আমার সন্তুষ্টি নিঃস্ব-দুর্বলদের মধ্যে অন্বেষণ কর। কেননা তোমরা তাদের ওয়াসীলায় সাহায্য ও রিয্কপ্রাপ্ত হও।" (আবু দাউদ)

بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের সথে সদ্ব্যবহার করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - (النساء : ١٩)

"এবং তাদের (স্ত্রীদের) সাথে মিলেমিশে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর"। (সূরা নিসা ঃ ১৯)

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْنَ أَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - (النساء : ١٢٩)

"স্ত্রীদের মধ্যে পুরোপুরি সুবিচার ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা তোমাদের সাধ্যের অতীত। তোমরা অন্তর দিয়ে চাইলেও তা করতে সমর্থ হবে না। অতএব, একজন স্ত্রীকে একদিকে ঝুলিয়ে রেখে অপরজনের দিকে একেবারে ঝুঁকে পড়বে না। তোমরা যদি নিজেদের কাজকর্ম সঠিকরূপে সম্পন্ন কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, তবে আল্লাহ তো ক্ষমাকারী ও দয়াময়"। (সূরা নিসা ঃ ১২৯)

٢٧٣- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنْ أَعْوَجَ مَا فِى الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৭৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমার কাছ থেকে মেয়েদের সাথে সদ্ব্যহার করার শিক্ষা গ্রহণ কর। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে ওপরের হাড়টা সর্বাপেক্ষা বাঁকা। অতএব তুমি যদি সোজা করতে যাও, তবে ভেংগে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি ফেলে রাখ তবে বাঁকা হতেই থাকবে। অতএব, নারীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٧٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِىْ عَقَرَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا" انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيْزٌ، عَارِمٌ مَنِيْعٌ فِىْ رَهْطِهِ ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَ فِيْهِنَّ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنَ اخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِىْ ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৭৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুত্‌বা দিতে শুনলেন। তিনি সেই উষ্ট্রী এবং তার হত্যাকারীর কথা উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "যখন তারা তাদের হতভাগা দুষ্ট লোকটাকে পাঠালো।" (সামূদ জাতির) একজন বড় সরদার, নিকৃষ্ট, দুষ্ট ও সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি স্ফূর্তি ও উম্মত্ততার সাথে (উষ্ট্রীকে হত্যা করার জন্য) দাঁগিয়ে গেল। (নবী (স)) তাঁর বক্তৃতায়) মেয়েদের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি তাদের সম্পর্কে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেনঃ তোমাদের কেউ তার স্ত্রীকে মারতে উদ্যত হয় আর সে তাকে গোলাম-বাঁদীর মত মারে। দিনের শেষে সে আবার তার সাথে মিলিত হয়। অতঃপর তিনি বাতকর্মের কারণে তাদের হাসি সম্পর্কে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন ঃ "যে কাজ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নিজেই করে সে কাজের জন্য সে কেন হাসবে ?" (বুখারী)

٢٧٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا اخَرَ أَوْقَالَ غَيْرَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৭৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ কোন মুসলমান পুরুষ যেন কোন মুসলমান মহিলার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুত পোষণ না করে, কেননা তার কোন একটি দিক তার কাছে খারাপ লাগলেও অন্য একটি দিক তার পছন্দ হবে। অথবা তিনি (নবী) অনুরূপ কথা বলেছেন। (মুসলিম)

٢٩٦-عَنْ عَمْرِوبْنِ الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُوْلُ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللّٰهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ، ثُمَّ قَالَ : أَلاَ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ

أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِى بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِىْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

২৭৬. হযরত আমর ইব্‌ন আহ্‌ওয়াশ আল-জুসামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শুনেছেন। তিতি (রাসূলুল্লাহ সা) বিদায় হজ্জের খুত্‌বায় আল্লাহর প্রশংসা ও সানা করলেন। লোকদেরকে ওয়াজ-নসীহত করলেন এবং বললেন ঃ "তোমরা মেয়েদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। কেননা তারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। তোমরা তাদের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা লাভ করা ছাড়া অন্য কিছুর মালিক নও। কিন্তু হাঁ, যদি তারা প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়। যদি তারা এরূপ করে তবে তোমাদের বিছানা থেকে তাদেরকে পৃথক করে দাও এবং তাদেরকে মারধর কর কিন্তু কঠোরভাবে নয়। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের জন্য বিকল্প পথ অনুসন্ধান করো না। সাবধান! তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার রয়েছে এবং তোমাদের ওপরও তাদের অধিকার রয়েছে। তাদের ওপর তোমাদের যে অধিকার রয়েছে তা হলঃ তারা তোমাদের অপসন্দনীয় ব্যক্তিদের দ্বারা তোমাদের কলুষিত করবে না এবং তাদেরকে তোমাদের বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। তোমাদের ওপর তাদের যে অধিকার রয়েছে তা হল, তাদের খাওয়া-পরার ব্যাপারে তাদের প্রতি ইহ্‌সান করবে, ভাল ব্যবহার করবে।" (তিরমিযী)

٢٧٧- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاحَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَ تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحَ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِىْ الْبَيْتِ ، حَدِيْثٌ حَسَنٌ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

২৭৭. হযরত মু'আবিয়া ইব্‌ন হাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কোন ব্যক্তির ওপর তার স্ত্রীর কি অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন ঃ তুমি যখন আহার কর তাকেও আহার করাও, তুমি যখন পরিধান কর, তাকেও পরিধান করাও, কখনও চেহারা বা মুখমন্ডলে প্রহার কর না, কখনও অশ্লীল ভাষায় গালি দিও না এবং ঘরের মধ্যে ছাড়া তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (আবু দাউদ)

٢٧٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

২৭৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তির চরিত্র এবং ব্যবহার সবচেয়ে উত্তম ঈমানের দিক দিয়ে সে-ই পরিপূর্ণ মু'মিন। তোমাদের মধ্যে সেইসব লোক সবচেয়ে ভাল যারা তাদের স্ত্রীদের জন্য ভাল।" (তিরমিযী)

٢٧٩- عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَبِىْ ذُبَابٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَضْرِبُوْا إِمَاءَ اللّٰهِ فَجَاءَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِىْ ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ أَطَافَ بَالَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُوْلٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

২৭৯. হযরত আয়াস ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহর বাঁদীদেরকে (স্ত্রীলোকদের) মার-পিট করো না। একদা হযরত উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের উপর চড়াও হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি তাদেরকে মারতে অনুমতি দিলেন। ফলে অনেক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার-পরিজনদের কাছে এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগল। এ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের অনেক মহিলা এসে মুহাম্মদের পরিবারের লোকদের কাছে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। এরা (স্বামীরা) কিছুতেই ভাল লোক নয়। (আবু দাউদ)

٢٨٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ :الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৮০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "সমগ্র পৃথিবীটাই সম্পদে পরিপূর্ণ। এর মধ্যে কল্যাণকর ও উত্তম সম্পদ হল চরিত্রবান নেক্কার স্ত্রী।" (মুসলিম)

بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর উপর স্বামীর হক- অধিকার।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

"اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ" -

"পুরুষরা মেয়েদের পরিচালক-এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের মধ্যে এক দলকে অপর দলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং আরো এ জন্য যে, পুরুষরা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। অতএব সতী নারীরা আনুগত্যপরায়ণ হয়ে থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের অধীনে তাদের অধিকার রক্ষা করে"। (সূরা নিসাঃ ৩৪)

٢٨١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْا امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا -

২৮১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে। কিন্তু সে আসে না, তার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়। এ অবস্থায় ফিরিশ্‌তাগণ তাকে সকাল হওয়া পর্যন্ত অভিশাপ করতে থাকে।(বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ কোন স্ত্রীলোক যখন তার স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করে রাত কাটায়, ফিরিশতাগণ সকাল হওয়া পর্যন্তা তাকে অভিশাপ দিতে থাকে। অপর এক বর্ননায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন! কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে আর সে তা অস্বীকার করে, এ অবস্থায় তার প্রতি তার স্বামী খুশী না হওয়া পর্যন্ত যিনি আসমানে আছেন তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।

٢٨٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَيْضًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنَ فِىْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِىِّ -

২৮২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ স্বামী বাড়িতে উপস্থিত থাকাকালীন অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে (নফল) রোযা রাখা হালাল নয় এবং তার অনুমতি ছাড়া অন্য লোককে তার ঘরে আসার অনুমতি দেয়াও তার জন্য হালাল নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٨٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيْرُ رَاعٍ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ ؛ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৮৩. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্বও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। শাসক একজন রক্ষক পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের দায়িত্বশীল। স্ত্রী তার স্বামী ঘরের এবং সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٨٤- عَنْ أَبِى عَلِيٍّ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ -

২৮৪. হযরত আবু আলী তাল্‌ক ইব্‌ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "স্বামী যখন তার কোন প্রয়োজনে স্ত্রীকে ডাকে, সে যেন সাথে সাথে তার কাছে চলে আসে, এমনকি চুলার ওপর রুটি থাকলেও।" (তিরমিযী ও নাসাঈ)

٢٨٥-عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْ كُنْتُ امِرًا أَحَدًا أَنْ يَّسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

২৮৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "আমি যদি কোন ব্যক্তিকে অন্য কোন ব্যক্তির সামনে সিজ্‌দা করার নির্দেশ দান করতাম তবে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজ্‌দা করার জন্য।" (তিরমিযী)

٢٨٦- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّهَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

২৮৬. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে কোন স্ত্রীলোক এমন অবস্থায় মারা গেল, যখন তার স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট, সেক্ষেত্রে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (তিরমিযী)

٢٨٧- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَاتُؤْذِى امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِى الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ : لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

২৮৭. হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যখনই কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীকে দুনিয়ায় কষ্ট দিতে থাকে তখনই (বেহেশতের) আয়াতলোচন হূরদের মধ্যে যে তার স্ত্রী হবে সে বলে, (হে অভাগিনী) তুমি তাকে কষ্ট দিয়ো না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তিনি তোমার কাছে মেহমান। অচিরেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন। (তিরমিযী)

٢٨٨- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৮৮. হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "আমার অনুপস্থিতিতে আমি পুরুষদের জন্য মেয়েদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর ফিত্‌না ও বিপর্যয় রেখে যাইনি।" (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الشَّفْقَةِ عَلَى الْعِيَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ পরিবার-পরিজনের প্রতি ভালবাসা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -(البقرة : ٢٣٣)

"সন্তানের পিতাকে ন্যায়সংগতভাবে মায়েদের ভরণ-পোষণ করতে হবে"। (সূরা বাকারাঃ ২৩৩)

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهٖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا مَا اٰتَاهَا - (الطلاق : ٧)

"সচ্ছল লোক নিজের স্বচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয়ভার বহন করবে। আর যাকে কম রিযক দেয়া হয়েছে, সে তার সেই সম্পদ থেকে ব্যয় করবে যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে যতটা দিয়েছেন, তার বেশী ব্যয় করার দায়িত্ব তিনি তার ওপর চাপিয়ে দেন না। (সূরা তালাক ঃ ৭)

٢٨٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ ، وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهٖ عَلَى مِسْكِيْنٍ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِيْ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৮৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একটি দীনার তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছ, একটি দীনার ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্য ব্যয় করেছ, একটি দীনার মিস্‌কীনকে দান করেছ আর একটি দীনার পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় করেছ। এ দীনারগুলোর মধ্যে যেটি তুমি নিজ পরিবারের লোকদের জন্য খরচ করেছ প্রতিদান লাভের দিক দিয়ে সেটিই সর্বোত্তম। (মুসলিম)।

٢٩٠- عَنْ أَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ ثَوْبَانَ بْنِ بُجْدُدَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৯০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত গোলাম আবু আবদুল্লাহ অথবা আবু আবদুর রহমান ইব্ন সাওবান ইব্ন বুজদুদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সবচেয়ে উত্তম দীনার হল যেটা কোন ব্যক্তি তার নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে, যে দীনারটি আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে পোষা ঘোড়ার জন্য খরচ করে এবং যে দীনারটি আল্লাহর পথে নিজের বন্ধুদের জন্য খরচ করে। (মুসলিম)

٢٩١- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِىْ أَجْرٌ فِىْ بَنِىْ أَبِىْ سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا إِنَّمَاهُمْ بَنِىَّ؟ فَقَالَ نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৯১. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি আবু সালামার সন্তানদের জন্য খরচ করি তবে তাতে কি আমার কোন সাওয়াব হবে ? আমি তাদেরকে কোন রকমই পরিত্যাগ করতে পারছি না। কেননা তারা আমারও সন্তান। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তুমি তাদের যে ব্যয়ভার বহন করছ, তাতে তোমার জন্য প্রতিদান রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٩٢- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ الَّذِىْ قَدَّمْنَاهُ فِىْ أَوَّلِ الْكِتَابِ فِىْ بَابِ النِّيَّةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا لَهُ : وَإِنَّكَ اَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِىْ امْرَأَتِكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৯২. হযরত সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তুমি যে খরচই কর না কেন তোমাকে প্রতিদান দেয়া হবে, এমনকি যে গ্রাসটি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিচ্ছ তাতেও। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٩٣- عَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْبَدَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَلَهُ صَدَقَةٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৯৩. হযরত আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ কোন লোক সাওয়াব অর্জনের আশা রেখে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য যা খরচ করে তা তার জন্য সাদাকা স্বরূপ গণ্য। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٩٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاسِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَفٰى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُّضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَرَاوِهُ مُسْلِمٌ صَحِيْحِهِ بِمَعْنَاهُ قَالَ : كَفٰى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوْتَهُ ـ

২৯৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যার রিযিকের মালিক হয় তার রিযিক নষ্ট করে দেয়াই তার গুনাহগার সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

এটা সহীহ হাদীস। ইমাম আবু দাউদ ও অন্যরা এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিমও একই অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী) বলেছেন ঃ "কোন ব্যক্তির গুনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যার রিযিকের মালিক হয় তার এ রিযিক সে আটকে রাখে।"

٢٩٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا : اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ : اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২৯৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "হে আল্লাহ! খরচকারীকে তার বিনিময় দান কর। অপরজন বলেন ঃ হে আল্লাহ! কৃপণের ধন বিনষ্ট করে দাও।" (বুখারী ও মুসলিম)

٢٩٦-وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِغِنًى وَمَنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ ، وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهِ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ ـ

২৯৬. হযরত আবু হারায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত শ্রেষ্ঠ। নিকটাত্নীয়দের থেকে (দান খয়রাত) শুরু কর। উত্তম সাদাকা হল যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে দান করা হয়। যে ব্যক্তি পুণ্যবান হতে চায় মহান আল্লাহ তাকে পুণ্যবান করে দেন। যে ব্যক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর হতে চায় আল্লাহ তাকে স্বনির্ভর করে দেন। (বুখারী)

بَابُ الْإِنْفَاقِ مِمَّا يُحِبُّ وَمِنَ الْجَيِّدِ

অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম ও পসন্দনীয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ بِهِ عَلِيْمٌ ـ (ال عمران : ٩٢)

"তোমাদের প্রিয় ও পসন্দনীয় জিনিস (আল্লাহর পথে) ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। আর যা কিছুই তোমরা খরচ করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ـ (البقرة : ٢٦٧)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যে সম্পদ উপর্জন করেছ এবং আমরা যা কিছু তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে খরচ কর। তোমাদের জন্য এরূপ করা উচিত নয় আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য নিকৃষ্টতম জিনিসগুলো বেছে নিতে চেষ্টা করবে। কেননা সে জিনিসই যদি কেউ তোমাদের দেয় তবে তা গ্রহণ করতে তোমরা কিছুতেই রাযী হবে না। বরং তোমরা উপেক্ষা প্রদর্শন করবে। তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সর্বোত্তম গুণের অধিকারী"। (সূরা বাকারা ঃ ২৬৭)

২৯৭– عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءَ ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ ، قَالَ أَنَسُ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : "لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ" قَامَ أَبُوْ طَلْحَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَيْكَ "لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ" وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِيْ إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ تَعَالَى أَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَيْثُ أَرَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ :بَخٍ ! ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّيْ أَرٰى أَنْ تَجْعَلَهَا فِيْ

الْأَقْرَبِيْنَ ؛ فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَمَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ أَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمِّهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৯৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার আনসারদের মধ্যে আবু তালহা (রা) খেজুর বাগানের কারণে সবচেয়ে বেশী সম্পদশালী ছিলেন। তাঁর সমস্ত সম্পদের মধ্যে 'বায়রাহাআ' নামক বাগানটি তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় ছিল। এ বাগানটি মসজিদে নববীর সামনেই ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে যাতায়াত করতেন এবং বাগানের মিঠা পানি পান করতেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হল ঃ "তোমাদের প্রিয় এবং পসন্দনীয় জিনিস (আল্লাহর পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না।" –(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২), তখন হযরত আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আপনার ওপর নাযিল করেছেন ঃ "তোমাদের প্রিয় বস্তু (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না।" 'বায়রাহাআ' নামক বাগানটি আমার সর্বপেক্ষা প্রিয় সম্পদ। আমি এটা আল্লাহর জন্য সাদাকা করে দিলাম। এর বিনিময়ে আমি আল্লাহর কাছে সাওয়াব ও প্রতিদানের আশা রাখি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর মর্জিমাফিক আপনি এটা কাজে লাগান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আচ্ছা, আচ্ছা, এটা তো লাভজনক সম্পদ, এটা তো লাভজনক সম্পদ। তুমি কি বলেছ আমি তা শুনেছি। এটা তোমার নিকটাত্মীয়দের দেয়াটাই আমি উপযুক্ত মনে করি। হযরত আবু তালহা (রা) বললেন, আমি তাই করব, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতঃপর হযরত আবু তালহা (রা) বাগানটি তার নিকটাত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ وُجُوْبِ أَمْرِهِ أَهْلِهِ وَأَوْلَادِهِ الْمُمَيِّزِيْنَ وَسَائِرِ مَنْ فِيْ رَعِيَّتِهِ بِطَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالَى وَنَهْيِهِمْ وَمَنْعِهِمْ عَنْ إِرْتِكَابِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ -

অনুচ্ছেদ ঃ নিজের পরিবারবর্গ, সন্তান এবং অধীনস্থ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া, এর বিরুদ্ধাচরণ করতে নিষেধ করা, এবং তাদেরকে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত রাখা।

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ঃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا (طه : ١٣٢)

"তোমার পরিবার পরিজনকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং তাতে দৃঢ়পদ থাক" (সূরা তো-হা ঃ ১৩২)।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْآ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا (التحريم : ٦)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে সেই আগুন থেকে বাঁচাও যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।"(সূরা তাহরীম ঃ ৬)

٢٩٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمَرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِيْ فِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُخْ كُخْ ! اِرْمِ بِهَا أَمَا عَمِلْتَ أَنَا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ! مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৯৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হাসান ইব্‌ন আলী (রা) সাদাকার (যাকাতের) খেজুর থেকে একটি খেজুর তুলে নিয়ে তা মুখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ কোখ! কোখ! এটা ফেলে দাও। তুমি কি জান না আমরা সাদাকা খাই না ? (বুখারী ও মুসলিম)

٢٩٩- عَنْ أَبِيْ حَفْصٍ عُمَرَبْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ الأَسَدِ رَبِيْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ غُلاَمًا فِيْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِيْ تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالُوْا لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا غُلاَمُ سَمِّ اللّٰهَ ، وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِيْ بَعْدُ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৯৯. হযরত আবু হাফস উমর ইব্‌ন আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তত্ত্বাবধানে একটি শিশু ছিলাম। আমার হাত (খাবারের) পাত্রের এদিক সেদিক যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ "খোকা! আল্লাহর নাম লও, ডান হাতে খাবার গ্রহণ কর এবং নিকটস্থ খাবার খাও।" এরপর থেকে আমি সর্বদা তাঁর শিখানো পদ্ধতিতেই খাবার খেতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٠٠- عَنْ أَبِيْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : اَلْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ أَهْلِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِيْ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ؛ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩০০. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার এ দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। ইমাম একজন দায়িত্বশীল। তাকে তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ব্যক্তি তার পরিবারবর্গের দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের দায়িত্বশীল। তার

দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। খাদেম তার মনিবের ধন সম্পদের দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কাজেই তোমরা সবাই-ই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٠١- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءَ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৩০১. হযরত আমর ইব্ন শু'আইব তার পিতা ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ সাত বছরে পদার্পণ করলেই তোমাদের সন্তানদের নামায পড়ার নির্দেশ দাও। দশ বছরে পদার্পণ করলে (তখনও যদি নামায পড়ার অভ্যাস না হয়ে থাকে তবে) নামায পড়ার জন্য দৈহিক শাস্তি দাওএবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। (আবু দাউদ)

٣٠٢- عَنْ أَبِى ثُرَيَّةَ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِّى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمُوْا الصَّبِىَّ الصَّلاَةَ لِسَبْعِ سِنِيْنَ ، وَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ سِنِيْنَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَلَفْظُ أَبِىْ دَاوُدَ : مُرُوْا الصَّبِىَّ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِيْنَ -

৩০২. হযরত আবু সুরাইয়্যা সাবরা ইব্ন মা'বাদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "সাত বছর বয়সেই শিশুদের নামায শিক্ষা দাও। দশ বছর বয়সে (যদি নামায না পড়ে তবে) এজন্য শাসন কর।"

এটি হাসান হাদীস। ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদের শাব্দিক বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ "শিশু যখন সাত বছরে পদার্পন করে তখন তাকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও।"

بَابُ حَقِّ الْجَارِ وَالْوَصِيَّةِ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীর অধিকার এবং তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .... (النساء : ٣٦)

"তোমরা সবাই আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিস্কীনদের প্রতিও এবং

প্রতিবেশী আত্মীয়ের প্রতি, আত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, পথ চলার সাথী ও পথিকদের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্থ ক্রীতদাস ও দাসীদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন কর ....” (সূরা নিসা ঃ ৩৬)।

٣٠٣–عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩০৩. হযরত ইব্‌ন উমর ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হযরত জিব্‌রীল (আ) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকলেন। এমনকি আমার মনে হল, হয়ত তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।(বুখারী ও মুসলিম)

٣٠٤– عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ ، وَرَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ إِنَّ خَلِيْلِيْ ﷺ أَوْصَانِيْ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيْرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوْفٍ -

৩০৪. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ “হে আবু যার যখন তুমি তরকারী পাকাও, তাতে একটু বেশী পানি দিয়ে ঝোল বাড়াও এবং তোমার প্রতিবেশীকে পৌছাও।” (মুসলিম)

মুসলিমের অপর বর্ণনায় হযরত আবু যার (রা) বলেন, আমার বন্ধু (মহানবী) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে উপদেশ দিলেন ঃ যখন তুমি ঝোল পাকাও তাতে বেশী পানি দাও। অতঃপর নিজের প্রতিবেশীর ঘরের খোঁজ খবর নাও এবং তাদেরকে এই ঝোল থেকে ভালভাবে দাও।

٣٠٥– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ! قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : الَّذِيْ لَايَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَايَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ -

৩০৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়, আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়, আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে সেই ব্যক্তি ? তিনি বললেন ঃ যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের বর্ণনায় আছে ঃ “যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।”

٣٠٦- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَاتَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩০৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশিনী যেন অপর প্রতিবেশিনীকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে। এমন কি বক্‌রীর পায়ের একটি ক্ষুর উপঢৌকন পাঠালেও নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٠٧- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَايَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَن يَّغْرِزَ خَشَبَةً فِيْ جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : مَالِيْ أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ! وَاللّٰهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩০৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এক প্রতিবেশী যেন নিজের দেয়ালের সাথে অপর প্রতিবেশীকে খুঁটি গাড়তে নিষেধ না করে। অতঃপর আবু হুরায়রা (রা) বলতেন, আমি তোমাদেরকে এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখছি। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সামনে এ হাদীসটি অবশ্যই প্রকাশ করব। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٠٨- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِيْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩০৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানের ইজ্জত করে আদর-আপ্যায়ন করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, অথবা নীরব থাকে।"(বুখারী ও মুসলিম)

٣٠٩- عَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ،وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩০৯. হযরত আবু শুরাইহ্ আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী সে যেন প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন মেহ্মানের সম্মান করে আদর-আপ্যায়ন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা অন্যথায় চুপ থাকে। (মুসলিম)

٣١٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِيْ جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِيْ ؟ قَالَ :إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৩১০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দুই ঘর প্রতিবেশী রয়েছে। এদের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়া দিব ? তিনি বললেন ঃ উভয়ের মধ্যে যার ঘর তোমার বেশী কাছে হয় তাকে। (বুখারী)

٣١١- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৩১১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ বন্ধুদের মধ্যে আল্লাহর কাছে উত্তম বন্ধু ঐ ব্যক্তি যে তার সংগীর কল্যাণকামী। প্রতিবেশীদের মধ্যে আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিবেশী ঐ ব্যক্তি যে তার প্রতিবেশীর কল্যাণকামী। (তিরমিযী)

بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةُ الْأَرْحَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .[النساء : ٣٦]

"তোমরা সবাই আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিস্কীনদের সাথেও ভাল ব্যবহার কর। নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, চলার সাথী, পথিক-মুসাফির এবং তোমাদের অধীনস্থ্ দাস-দাসীদের প্রতি অনুগ্রহ কর।" (সূরা নিসা ঃ ৩৬)

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ـ

"সেই আল্লাহকে ভয় কর যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট থেকে যার যার হক দাবী কর এবং আত্মীয় সূত্র ও নিকটত্বের সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাক। আল্লাহ তোমাদের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখছেন"। (সূরা নিসা ঃ ১)

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَن يُّوْصَلَ .... الاية ـ

"(বুদ্ধিমান লোক তারাই) যারা আল্লাহ যে সব সম্পর্কে বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন - তা বহাল রাখে, ... (সূরা রাদ ঃ ২১)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ....الاية

"আমরা মানুষকে নিজেদের পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি।" (সূরা আনকাবূত ঃ ৮)

وَقَضٰى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْٓا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَآ أُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا ـ(بنى اسرائيل : ٢٣-٢٤)

"তোমাদের প্রতিপালক নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা কেবলমাত্র তাঁরাই ইবাদত করবে এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তোমাদের কাছে যদি তাদের কোন একজন অথবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে তবে তোমরা তাদেরকে উহ পর্যন্ত বলবে না, তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না। বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে ভদ্রভাবে কথা বলবে। বিনয় ও নম্রতা বাহু তাদের জন্য সম্প্রসারিত করবে। আর এ দু'আ করতে থাকবে ঃ প্রভূ হে! এদের প্রতি রহম কর, যেমন করে তারা স্নেহ-বাৎসল্য সহকারে বাল্যকালে আমাকে লালন-পালন করেছেন।" (সুরা বনী ঈসরাঈল ঃ ২৩ ও ২৪)।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِىْ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَىَّ الْمَصِيْرُ ـ(لقمان : ١٤)

"আমরা মানুষকে তাদের পিতা-মাতার অধিকার বুঝবার জন্য নিজ থেকেই তাকিদ করেছি। তার মা কষ্ট ও দুর্বলতার ওপর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের পেটে বহন করেছে। অতঃপর তাকে একাধারে দু'বছর দুধ পান করিয়েছে। অতএব, আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক এবং সাথেসাথে পিতা-মাতার প্রতিও। আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে"। (সূরা লুক্‌মান ঃ ১৪)

٣١٢- عَنْ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ.قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قُلْتُ : ثُمَّ أَىٌّ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ "قُلْتُ" ثُمَّ أَىٌّ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৩১২. হযরত আবু আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজটি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ? তিনি বললেন ঃ ঠিক সময়ে নামায পড়া। আমি আবার বললাম, অতঃপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কোন্ কাজটি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

٣١٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَجْزِىْ وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَّجِدَه مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَه فَيُعْتِقَه ـ وَرَاهُ مُسْلِمٌ ـ

৩১৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ কোন সন্তানই তার পিতার প্রতিদান আদায় করতে সক্ষম নয়। কিন্তু সে যদি তাকে (পিতাকে) দাস অবস্থায় দেখে এবং ক্রয় করে আযাদ করে দেয় (তবে কিছুটা প্রতিদান আদায় হবে)। (মুসলিম)

٣١٤- وَعَنْهُ أَيْضًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৩১৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের জীবনে বিশ্বাসী সে যেন ভাল কথা বলে, অন্যথায় চুপ থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣١٥- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ : نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ بَلَى قَالَ : فَذَلِكَ لَكِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَءُوْا إِنْ

شِئْتُمْ : "فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمٰى أَبْصَارَهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِىِّ : فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ -

৩১৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকূলের সৃষ্টির কাজ শেষ করে যখন অবসর হলেন, তখন রাহেম (আত্নীয়তার সম্পর্কে) দাঁড়িয়ে বলল, এ স্থানটি কি ঐ ব্যক্তির জন্য যে আত্নীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বাঁচার জন্য আপনার কাছে আশ্রয় চায়? তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ হ্যাঁ। তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট হবে যে তোমাকে বজায় রাখবে আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করব এবং যে তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে আমিও তার সথে সম্পর্কচ্ছেদ করব ? 'রাহেম' বলল, হ্যাঁ আমি সন্তুষ্ট হব। মহান আল্লাহ বললেন ঃ এ স্থানটি তোমার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সাহাবাগণকে) বললেন ঃ যদি তোমরা চাও তবে এই আয়াত পাঠ কর ঃ "এখানে তোমাদের থেকে এ অপেক্ষা আরো কিছুর আশা করা যায় কি, তোমরা যদি উল্টো মুখে ফিরে যাও, তবে পৃথিবীতে আবার তোমরা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে এবং পরস্পর একজন অপরজনের গলা কাটবে ? এরা এমন লোক যাদের ওপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন এবং তাদেরকে অন্ধ ও বধির করে দিয়েছেন"। (সুরা মুহাম্মদ ঃ ২২, ২৩)। (বুখারী ও মুসলিম) বুখারীর আর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ "যে তোমাকে বজায় রাখবে আমি তাকে অনুগ্রহ করব, যে তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে আমিও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করব।"

٣١٦- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ؟ قَالَ" أُمُّكَ قَالَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : أُمُّكَ قَالَ " ثُمَّ مَنْ : قَالَ : أُمُّكَ قَالَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : أَبُوْكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ؟ قَالَ : أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ، ثُمَّ أُمُّكَ ، ثُمَّ أُمُّكَ ، ثُمَّ أَبَاكَ ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ -

৩১৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে থেকে সদ্ব্যবহার ও সৎসংগ পাওয়ার সবচেয়ে বেশী অধিকারী কে ? তিনি বললেন ঃ তোমার মাতা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মাতা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার আম্মা। সে বলল, অতঃপর কে ? তিনি বললেন তোমার পিতা। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছেঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার ও সৎসংগ পাওয়ার সবচেয়ে বেশী হক্দার কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার আম্মা, অতঃপর তোমার পিতা, অতঃপর তোমার নিকটাত্নীয়, অতঃপর তোমার নিকটাত্নীয়।

٣١٧- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ - وَرَاهُ مُسْلِمٌ -

৩১৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক, যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা উভয়ের একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েও (তাদের সেবা করে) জান্নাতে যেতে পারল না। (মুসলিম)

٣١٨- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِيْ قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِيْ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَيَّ فَقَالَ : لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلَى ذٰلِكَ - وَرَاهُ مُسْلِمٌ -

৩১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এরূপ আত্মীয় রয়েছে, আমি তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করি, কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, কিন্তু তারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। আমি তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করি, কিন্তু তারা সর্বদাই মূর্খতার পরিচয় দেয়। তিনি (নবী) বললেন ঃ তুমি যেমন বলেছ সত্যিই যদি তেমনটি হয়ে থাকে, তবে তুমি যেন তাদেরকে গরম ছাই খাওয়াচ্ছ। তুমি যতক্ষণ তোমার উল্লেখিত কর্মনীতির ওপর থাকবে, আল্লাহর সাহায্য সর্বদা তোমার সাথে থাকবে এবং তিনি তাদের ক্ষতি থেকে তোমাকে বাঁচাবেন। (মুসলিম)

٣١٩- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ وَيُنْسَأَلَهُ فِيْ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩১৯. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের রিযিক প্রশস্ত হওয়া এবং নিজের আয়ুষ্কালবৃদ্ধি হওয়া পসন্দ করে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٢٠- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءُ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ "لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ" قَامَ أَبُوْ طَلْحَةَ

إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ : "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ" وَإِنَّ أَحَبُّ مَالِيْ إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ وَأَنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ تَعَالَى أَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْوَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللّٰهُ،فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَخٍ! ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذٰلِكَ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَاقُلْتُ وَإِنِّيْ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِيْ الْأَقْرَبِيْنَ . فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَمَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ أَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمِّهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেজুর সম্পদে সমৃদ্ধ হযরত আবু তালহা (রা) মদীনার আনসারদের মধ্যে সর্বাধিক ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সমস্ত মালের মধ্যে "বায়রাহাআ" নামক বাগানটি তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ছিল। বাগানটি মসজিদে নববীর সামনেই ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে প্রবেশ করে বাগানের মধ্যস্থিত মিঠা পানি পান করতেন (হযরত আনাস (রা) বলেন) যখন এই আয়াত নাযিল হল ঃ "তোমাদের প্রিয় জিনিস (আল্লাহর পথে) ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না" −(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২), তখন হযরত আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহান কল্যাণময় আল্লাহ তা'আলা আপনার ওপর নাযিল করেছেন ঃ "তোমাদের পসন্দনীয় বস্তু (আল্লাহর পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে রাবে না।" বায়রাহাআ নামক বাগানটি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় সম্পদ। আমি এটা আল্লাহর জন্য সাদাকা করে দিলাম, বিনিময়ে আমি আল্লাহর কাছে সাওয়াব ও প্রতিদানের আশা করি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর মর্জি মাফিক আপনি এটা কাজে লাগান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আচ্ছা! এটাতো লাভজনক সম্পদ, এটাতো লাভজনক সম্পদ। আর তুমি কি বলেছ আমি তাও শুনেছি। এটা তোমার নিকটাত্মীয়দের দান করাটাই আমি উপযুক্ত মনে করি। হযরত আবু তালহা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাই করব। অতঃপর হযরত আবু তালহা (রা) বাগানটি তাঁর নিকটাত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٢١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِيْ الْأَجْرَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى فَقَالَ : فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ : قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلَاهُمَا " قَالَ فَتَبْتَغِيْ الْأَجْرَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩২১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এসে বলল, আমি আপনার কাছে জিহাদ ও হিজরাত করার বায়'আত কবুল করতে চাই এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রতিদানের আশা রাখি। তিনি বললেনঃ তোমার পিতামাতার কেউ কি জীবিত আছে? সে বলল, হ্যাঁ, বরং উভয়ই তিনি বললেনঃ এরপরও তুমি আল্লাহর কাছে প্রতিদান আশা কর? সে বলল, হ্যাঁ, তিনি বললেনঃ পিতামাতার কাছে ফিরে যাও, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং তাদের খেদমত কর। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٢٢- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيءِ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৩২২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ইহসানের পরিবর্তে ইহসানকারী আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী নয়। বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী ঐ ব্যক্তি, যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর সে পুনরায় তা স্থাপন করল। (বুখারী)

٣٢٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللّٰهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩২৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'রাহেম' (আত্মীয়তার সম্পর্ক) আরশের সাথে ঝুলানো রয়েছে। সে বলে, যে আমাকে জুড়ে দিবে আল্লাহ তাকে জুড়ে দিবেন যে আমাকে ছিন্ন করবে আল্লাহ তাকে ছিন্ন করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٢٤- عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اعْتَقَتْ وَلِيْدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِيْ يَدُوْرُ عَلَيْهَا فِيْهِ قَالَتْ أَشَعَرْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنِّيْ أَعْتَقْتُ وَلِيْدَتِيْ ؟ قَالَ : أَوْ فَعَلْتِ ؟ قَالَتْ؟نَعَمْ أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩২৪. হযরত উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনা বিনতে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি ক্রীতদাসী আযাদ করলেন, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি নিলেন না। তিনি পালাক্রমে যেদিন তার (মাইমুনার) ঘরে গেলেন, সেদিন তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি জানেন, আমি আমার বাঁদীটা আযাদ করে দিয়েছি ? তিনি বললেন ঃ তুমি কি তাকে আযাদ করে দিয়েছ ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি এ বাঁদীটা তোমার মামাদের দিয়ে দিতে তবে আরো অধিক সাওয়াবের অধিকারী হতে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٢٥- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّيْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّيْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّيْ؟ قَالَ: نَعَمْ صِلِيْ أُمَّكِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩২৫. হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আমার মা আমার কাছে কিছু চাওয়ার জন্য (মক্কা থেকে মদীনায়) আসলেন। তখন তিনি মুশরিক ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মা আমার কাছে কিছু চাওয়ার জন্য এসেছে, আমি কি আমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করব ? তিনি বললেন ঃ হাঁ, তার সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার কর। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٢٦- عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ "قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيْفُ ذَاتِ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ يُجْزِيْ عَنِّيْ وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ: بَلْ ائْتِيْهِ أَنْتِ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُوْلِ للّٰهِ ﷺ حَاجَتِيْ حَاجَتُهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ أَئْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ: أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِيْ حُجُوْرِهِمَا؟ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هُمَا؟ قَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩২৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের স্ত্রী এবং সাকীফা গোত্রের কণ্যা হযরত যায়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে মহিলা! তোমরা সাদাকা কর, এমনকি গহনাপত্র দিয়ে হলেও। তিনি (যায়নব) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের (স্বামী) কাছে ফিরে এসে তাকে বললাম, আপনি গরীব এবং সামান্য

ধন-সম্পদের অধিকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে (স্ত্রীলোকদেরকে) সাদাকা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, আমার সাদাকা-খয়রাত আপনাকে দিলে যথার্থ হবে কি না ? অন্যথায় অন্য লোকদের দিয়ে দেব। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বললেন ঃ বরং তুমি গিয়েই তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করে এস। তাই আমি বের হয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরজায় আরো একজন আনসার মহিলা অপেক্ষা করছে। তার এবং আমার একই প্রসংগ। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এক মহান ও অলৌকিক অবস্থা বিরাজ করছিল। হযরত বিলাল (রা) আমাদের কাছে বেরিয়ে আসলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গিয়ে খবর দিন, দু'জন মহিলা দরজায় অপেক্ষা করছে। তারা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছে, "আমরা যদি আমাদের স্বামীদের ও আমাদের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত ইয়া'তীমদের দান খয়রাত করি তবে তা কি আমাদের জন্য যথার্থ হবে ?" কিন্তু আমরা কে, এ সম্পর্কে আপনি তাঁকে অবহিত করবেন না। হযরত বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ স্ত্রীলোক দু'টি কে ? তিনি বললেন, এক আনসার মহিলা আর যয়নব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এ কোন যায়ানাব ? হযরত বিলাল (রা) বললেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাদের উভয়ের জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে। (এক) নিকটাত্মীয়তার সাওয়াব, (দুই) দান খয়রাতের সাওয়াব। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٢٧- وَعَنْ أَبِىْ سُفْيَانَ صَخْرِبْنِ حَرْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ فِىْ قِصَّةِ هِرَقْلَ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لأَبِىْ سُفْيَانَ : فَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ (يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ) قَالَ قُلْتُ يَقُوْلُ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَحْدَهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوْا مَا يَقُوْلُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩২৭. হযরত আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করল, তিনি (নবী সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের কি হুকুম করেন? আবু সুফিয়ান (রা) বলেন, আমি বললাম, তিনি বলেন ঃ তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে অন্য কিছু শরীক কর না এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা যা বলেছে তা পরিত্যাগ কর। তিনি আমাদেরকে নামায, সত্যবাদীতা, পবিত্র জীবন যাপন এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা ইত্যাদি কাজের নির্দেশ দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٢٨- عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُوْنَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيْهَا الْقِيْرَاطُ - وَفِىْ رِوَايَةٍ : سَتَفْتَحُوْنَ مِصْرَ

وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيْهَا الْقِيْرَاطُ فَاسْتَوْصُوْا بِأَهْلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَإِذَا فَتَحْتُمُوْهَا فَأَحْسِنُوْا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا أَوْ قَالَ ذِمَّةً وَصِهْرًا - وَرَاهُ مُسْلِمٌ -

৩২৮. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সাহাবা কেরামকে) বললেন ঃ অচিরেই তোমরা এমন এক ভূ-খন্ড জয় করবে, যেখানে কীরাতের আলোচনা হতে থাকবে। অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ অচিরেই তোমরা মিসর জয় করবে, যেখানে কীরাতের নাম করা হয়। অতএব সেখানকার বাসিন্দাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। কেননা তাদের জন্য যিম্মাদারী এবং আত্নীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ যখন এটা তোমরা জয় করবে তখন সেখানকার অধিবাসীদের প্রতি ইহ্সান কর। কেননা তাদের মধ্যে যিম্মাদারী এবং আত্নীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। অথবা তিনি "ذمة ورحما" এর স্থলে "ذمة وصهرا" শব্দ বলেছেন। অর্থাৎ যিম্মাদারী ও শ্বশুর পক্ষীয় আত্নীয়তা রয়েছে। (মুসলিম)

٣٢٩-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ "وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ" دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوْا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ : يَابَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ ، يَابَنِيْ كَعْبِ بْنِ لُوَيٍّ انْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ،يَابَنِيْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَابَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِيْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ ؛ فَإِنِّيْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا - وَرَاهُ مُسْلِمٌ -

৩২৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলঃ "নিজের নিকটতম আত্নীয়-স্বজনকে (মহান আল্লাহর) ভীতি প্রদর্শন কর" –(সূরা শু'আরাঃ ২১৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের ডাকলেন। সাধারণ-বিশেষ সবাই একত্রিত হল। তিনি বললেন ঃ হে আবদ শামসের বংশধর, হে কা'ব ইব্ন লুয়াইর বংশধর, নিজেদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা কর। হে আ'বদ মান্নাফের বংশধর, নিজেদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা কর। হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর, নিজেদেরকে আগুন থেকে বাঁচাও। হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ (স.) নিজেকে আগুনের শাস্তি থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা কর। আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমাদের রক্ষা করার মালিক আমি নই। শুধু এটুকুই যে, তোমাদের সাথে (আমার) আত্নীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। আমি (দুনিয়াতে) এর হক আদায় করতে চেষ্টা করব। (মুসলিম)

٣٣٠- عَنْ أَبِى عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُوْلُ : إِنَّ الَ بَنِى فُلاَنٍ لَيْسُوْا بِأَوْلِيَائِىْ ، إِنَّمَا وَلِيِّىَ اللّٰهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَلٰكِنَّ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৩০. হযরত আম্‌র ইব্‌নুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গোপনে নয়, প্রকাশ্যে বলতে শুনেছি ঃ অমুকের বংশধররা আমার বন্ধু বা পৃষ্ঠপোষক নয়। আমার বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হলেন মহান আল্লাহ এবং নেক্‌কার মু'মিনগণ। তবে তাদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, আমি তা অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করব। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٣١- عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِى بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ،مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৩১. হযরত আবু আইউব খালিদ ইব্‌ন যায়িদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি কাজ সম্পর্কে অবহিত করুন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর ইবাদত করতে থাক, তাঁর সাথে কোন কিছুর শরীক করো না, নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখো। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٣٢- عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ وَقَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ حَدِيْثٌ حَسَنٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৩৩২. হযরত সালমান ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ইফ্‌তার করে, সে যেন খেজুর দিয়ে ইফ্‌তার করে। কেননা এতে বরকত আছে। যদি সে খেজুর না পায়, তবে পানি দিয়ে ইফ্‌তার করবে। কেননা এটা পবিত্র বা পবিত্রকারী। তিনি আরো বলেন ঃ মিস্‌কীনকে দান-খয়রাত করা সাদাকা হিসাবে গণ্য। আত্মীয়-স্বজনের জন্য দু'টো কথা-এক, দান-খয়রাত করা এবং দুই, আত্মীয়তার সম্পর্ককে বজায় রাখা। (তিরমিযী)

٣٣٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِي طَلِّقْهَا فَأَبَيْتُ فَأَتَى عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ طَلِّقْهَا - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

৩৩৩. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার এক স্ত্রী ছিল। আমি তাকে খুবই ভালবাসতাম। কিন্তু হযরত উমার (রা) তাকে পছন্দ করতেন না। তিনি আমাকে বললেন, তাকে তালাক দিয়ে বিদায় দাও। আমি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। হযরত উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁকে এটা জানালেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আমাকে) বললেন ঃ তাকে তালাক দিয়ে দাও। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٣٣٤- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৩৩৪. হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, আমার একটি স্ত্রী আছে। কিন্তু আমার মা তাকে তালাক দেয়ার জন্য আমাকে হুকুম করছেন। তিনি (আবু দারদা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পিতামাতা জান্নাতের দরজাগুলোর মধ্যে একটি মজবুত দরজা। এখন তুমি ইচ্ছা করলে দরজাটি ভেংগেও দিতে পার অথবা হিফাযতও করতে পার। (তিরমিযী)

٣٣٥- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৩৩৫. হযরত বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত। (তিরমিযী)

بَابُ تَحْرِيْمِ الْعُقُوْقِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া, তাদের অবাধ্য হওয়া এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمٰى أَبْصَارَهُمْ - (محمد : ٢٢-٢٣)

"এখানে তোমাদের থেকে এ অপেক্ষা আরও কিছুর আশা করা যায় কি, তোমরা যদি উল্টো মুখে ফিরে যাও, তবে পৃথিবীতে আবার তোমরা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে এবং পরস্পরের রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করবে ? এরা এমন লোক, যাদের ওপর আল্লাহ্ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন এবং তাদেরকে অন্ধ ও বধির করে দিয়েছেন"। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ২২-২৩)।

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ، وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ أَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْأَرْضِ أُولٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ ـ (الرعد: ٢٥)

"যে সব লোক আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতিকে শক্ত করে বেঁধে নেয়ার পর ভংগ করে, যারা এমন সব সম্পর্ক ছিন্ন করে যা অটুট রাখার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, আর যারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে তারা অভিশাপ লাভের উপযুক্ত। তাদের জন্য পরকালে থাকবে অত্যন্ত খারাপ জায়গা।" (সূরা রা'দ ঃ ২৫)।

وَقَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا ـ (بنى اسرائيل: ٢٣ - ٢٤)

"তোমাদের প্রতিপালক ফয়সালা করে দিয়েছেন, তোমরা কারো ইবাদত করবে না কেবল তাঁরই ইবাদত করবে। পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তোমাদের কাছে যদি তাদের কোন একজন কিংবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে, তবে তুমি তাদেরকে উহ্ পর্যন্ত বলবে না। তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না, বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে ভদ্রভাবে কথা বলবে। বিনয় ও নম্রতা বাহু তাদের জন্য সম্প্রসারিত করবে। আর এই দু'আ করতে থাকবে ঃ "হে আল্লাহ্! তাদের প্রতি রহম কর, যেমন করে তারা স্নেহমায়া দিয়ে ছোটবেলা আমাকে লালন-পালন করেছেন" (সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ২৩ ও ২৪)।

٣٣٦- عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلَاثًا قُلْنَا: بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ: اَلْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩৬. হযরত আবু বাকরাহ নুফাই ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আমাদেরকে)বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সর্বপেক্ষা বড় গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব ? কথাটা তিনি তিনবার বললেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলে দিন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, পিতামাতাকে কষ্ট

দেয়া। তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় কথাগুলো বললেন। সোজা হয়ে বসে আবার বললেন ঃ সাবধান, মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াও (সবচেয়ে বড় গুনাহ)। তিনি কথাগুলো বারবার বলছিলেন, এমনকি আমরা (মনেমনে) বলতে লাগলাম,তিনি যদি চুপ থাকতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٣٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : الْكَبَائِرُ اْلإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغُمُوْسَ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৩৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কবীরা গুনাহসমূহ হল– আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, কোন মানুষকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা। (বুখারী)

٣٣٨- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ! قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ : إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَلِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْنَ ؟ قَالَ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَّاهُ ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ -

৩৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র ইব্ন আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ বড় গুনাহ সমূহের মধ্যে একটি হল, পিতামাতাকে গালি দেয়া, সাহাবাগণ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন লোক কি তার পিতামাতাকে গালি দিতে পারে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। একজন অন্যজনের পিতাকে গালি দেয়, আর সে প্রতি উত্তরে তার পিতাকে গালি দেয়। একজন অন্যজনের মাকে গালি দেয় আর (জবাবে) দ্বিতীয়জন প্রথমজনের মাকে গালি দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর বর্ণনায় আছে ঃ সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহের মধ্যে একটি হল,কোন ব্যক্তির তার পিতামাতাকে অভিশাপ করতে পারে! তিনি বললেন ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়, আর সে আবার তার পিতাকে গালি দেয়। এ ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মাকে গালি দেয়, প্রতিউত্তরে ঐ ব্যক্তি এ ব্যক্তির মাকে গালি দেয়।

٣٣٩-عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ قَالَ سُفْيَانُ فِىْ رِوَايَةٍ يَعْنِىْ قَاطِعُ رِحِمٍ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৩৯. হযরত আবু মুহাম্মদ জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ছেদনকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আবু সুফিয়ান (রা) তার বর্ণনায় বলেন, অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্কে ছেদনকারী। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٤٠- عَنْ أَبِيْ عِيْسَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ إِضَاعَةَ الْمَالِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৪০. হযরত মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা পিতামাতাকে কষ্ট দেয়া, কৃপণতা করা, অবৈধভাবে অন্যের মাল দাবী করা এবং কন্যা সন্তানের জীবন্ত প্রেথিত করা তোমাদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন। নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, অধিক চাওয়া এবং সম্পদ বিনষ্ট করা তিনি তোমাদের জন্য অপসন্দ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ بِرِّ أَصْدِقَاءِ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأَقَارِبِ وَالزَّوْجَةِ وَسَائِرِ مَنْ يَنْدُبُ اِكْرَامِهِ -

অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী ও অন্যান্য লোক যাদেরকে সম্মান করা মুস্তাহাব, তাদের সাথে সদাচারণ করার ফযীলত।

٣٤١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَبَرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيْهِ - وَرَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৪১. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "সৎকাজ সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় সৎকাজ হল ঃ কোন ব্যক্তির তার পিতার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।"(মুসলিম)

٣٤٢- وَعَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ ، قَالَ ابْنُ دِيْنَارٍ : فَقُلْنَا لَهُ : أَصْلَحَكَ اللّٰهُ إِنَّهُمُ الْأَعْرَابُ وَهُوَ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : إِنَّ أَبَا هٰذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ أَبَرَّالْبِرِّ صِلَةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدَّ أَبِيْهِ -

৩৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমারের (রা) কাছ থেকে বর্ণনা করেন ঃ জনৈক বেদুঈন তাঁর সাথে মক্কার পথে মিলিত হল। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) তাকে সালাম করলেন এবং যে গাধার পিঠে তিনি সাওয়ার ছিলেন তাকেও তাতে তুলে নিলেন। তিনি নিজের মাথার পাগড়ীটা তাকে দিয়ে দিলেন। ইব্‌ন দীনার (র) বলেন, আমরা তাঁকে বললাম, আল্লাহ আপনাকে কল্যাণ দান করুন, বেদুঈনরা তো অল্প কিছু পেলেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) বললেন, এই ব্যক্তির পিতা উমরের বন্ধু ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "সৎকাজগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় সৎকাজ হল, পিতার বন্ধুদের সাথে সুম্পর্ক বজায় রাখা।" (মুসলিম)

٣٤٣- وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوْبَ الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ إِذْ مَرَّبِهِ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ أَلَسْتَ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ؟ قَالَ : بَلَى فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ وَقَالَ ارْكَبْ وَالْعِمَامَةَ وَقَالَ اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا الْأَعْرَابِىَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّبِهَا رَأْسَكَ : فَقَالَ : إِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ أَنْ يَّصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّىَ : وَإِنْ أَبَاهُ كَانَ صَدِيْقًا لِعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَوى هَذِهِ الرِّوَايَاتِ كُلَّهَا مُسْلِمٌ -

৩৪৩. হযরত ইব্‌ন দীনার (র) হযরত ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ তাঁর একটি গাধা ছিল। তিনি যখন মক্কায় যেতেন এবং উটে আরোহণ করতে বিরক্তি বোধ করতেন তখন বিশ্রামের জন্য এ গাধার পিঠে সাওয়ার হতেন এবং নিজের পাগড়ীটা মাথায় বেঁধে নিতেন। চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী তিনি একদিন এ গাধার পিঠে সাওয়ার ছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন আসল। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, তুমি কি অমুকের ছেলে অমুক না ? সে বলল, হাঁ। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) তাকে গাধাটা দিয়ে দিলেন এবং বললেন, এর পিঠে সাওয়ার হও। তিনি তার পাগড়ীটা তাকে দিয়ে বললেন, এটা মাথায় বাঁধো। তার অপর সংগীরা তাকে বললেন, মহান আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। গাধাটা এ বেদুঈনকে দিয়ে দিলেন অথচ এটার ওপর আপনি সাওয়ার হতেন এবং পাগড়ীটাও তাকে দিয়ে দিলেন অথচ এটা আপনি মাথায় বাঁধতেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সৎকাজগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় সৎকাজ হল ঃ "পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুর পরিবারবর্গের লোকদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। এ ব্যক্তির পিতা উমরের (রা) বন্ধু ছিল"। (মুসলিম)

٣٤٤- عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيْعَةَ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ جَاءَه رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ فَقَالَ : نَعَمِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا ، وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا ، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَاتُوْصَلُ إِلَّا بِهِمَا ، وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৩৪৪. হযরত আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় বনী সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার দায়িত্ব আমার ওপর রয়েছে কি ? তা কিভাবে করতে হবে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তাদের জন্য দু'আ কর, তাদের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করা, তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, এ কারণে যে এরা তাদেরই আত্মীয় এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। (আবু দাঊদ)

٣٤٥- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ وَلَكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ : كَأَنْ لَّمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِمْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيْجَةُ ! فَيَقُوْلُ : أَنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِيْ مِنْهَا وَلَدٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ : وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِيْ فِيْ خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ وَفِي رِوَايَةٍ : كَانَ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ يَقُوْلُ : أَرْسِلُوْابِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيْجَةَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ : اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيْجَةَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيْجَةَ فَارْتَاحَ لِذٰلِكَ ، فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ -

৩৪৫. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে খাদীজা (রা) প্রতি আমার যে পরিমাণ ঈর্ষা হত অন্য কারো প্রতি তদ্রুপ হত না। অথচ আমি তাঁকে কখনও দেখিনি। কিন্তু তিনি (নবী) তাঁর কথা প্রায়ই স্মরণ করতেন। যখনই তিনি বকরী যবেহ্ করতেন এবং এর গোশ্‌ত টুকরা টুকরা করতেন, অতঃপর তা খাদীজার বান্ধবীদের নিকট পাঠাতেন। আমি মাঝে-মধ্যে তাঁকে বলতাম, খুব সম্ভব খাদীজার মত মহিলা দুনিয়াতে দ্বিতীয়টি ছিল না। তিনি বলতেন ঃ সে এরূপ ছিল (প্রশংসা করতেন)। তাঁর গর্ভে আমার কয়েকটি সন্তান জন্মেছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর বর্ণনায় আছে ঃ যখনই তিনি বক্‌রী যবেহ্ করতেন তার গোশ্‌ত খাদীজার বান্ধবীদের কাছে যথাসাধ্য পাঠাতে চেষ্টা করতেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ যখন তিনি বকরী যবেহ্ করতেন তখন বলতেন ঃ খাদীজার বান্ধবীদের বাড়িতে গোশ্‌ত পাঠাও। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ হযরত আয়েশা (রা) বললেন, খোয়াইলিদের কন্যা এবং খাদীজার বোন হালাহ্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাইলেন। তখন খাদিজার অনুমতি চাওয়ার কথা তাঁর মনে পড়ল। তিনি আবেগে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! হালাহ বিনতে খোয়াইলিদ (এসেছে)।

٣٤٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ جَرِيْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ سَفَرٍ فَكَانَ يَخْدُمُنِيْ فَقُلْتُ لَهُ : لاَتَفْعَلْ فَقَالَ : إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا اَلَيْتُ عَلَى نَفْسِيْ أَنْ لاَّ أَصْحَبَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ خَدَيْجَةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৪৬. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহর (রা) সাথে কোন এক সফরে বের হলাম। তিনি আমার সেবা-যত্ন করতে লাগলেন। আমি তাকে বললাম, আপনি এরূপ করবেন না তিনি (জারীর) বললেন, আমি আনসারদের দেখতাম তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক কিছু করে দিতেন। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি তাদের মধ্যে যারই সাথে থাকি না কেন তার সেবা যত্ন করব। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ إِكْرَامِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَبَيَانِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের মর্যাদা।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا -

"আল্লাহ ঐটাই চান যে, তোমাদের নবীর ঘরের লোকেদের থেকে অপরিচ্ছন্নত দূর করে দিবেন এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করে দিবেন"। (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৩৩)।

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ (الحج: ٣٢)

"যে লোক আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে, কারণ এটা অন্তরের তাক্‌ওয়ার ব্যাপার"। (সূরা হাজ্জ ঃ ৩২)

٣٤٧- عَنْ يَزِيْدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَ حُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ

حُصَيْنٌ : لَقَدْ لَقِيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيْرًا : رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَمِعْتَ حَدِيْثَهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ لَقَدْ لَقِيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيْرًا حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِيْ وَاللّٰهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّيْ وَقَدُمَ عَهْدِيْ وَنَسِيْتُ بَعْضَ الَّذِيْ كُنْتُ أَعِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوْا، وَمَالاَ فَلاَ تُكَلِّفُوْنِيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فِيْنَا خَطِيْبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ :أَمَّا بَعْدُ ، أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُوْلُ رَبِّيْ فَأُجِيْبَ ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ : أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ الْهُدٰى وَالنُّوْرِ ، فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاسْتَمْسِكُوْا بِهِ .فَحَثَّ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ وَرَغَّبَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ : وَأَهْلُ بَيْتِيْ أُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِيْ أَهْلِ بَيْتِيْ أُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِيْ أَهْلِ بَيْتِيْ : فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ : وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ ، أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ : نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ،وَلٰكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ قَالَ : وَمَنْ هُمْ؟ هُمْ اٰلُ عَلِيٍّ ، وَاٰلُ عَقِيْلٍ ، وَاٰلُ جَعْفَرٍ وَاٰلُ عَبَّاسٍ قَالَ : كُلُّ هٰؤُلاَءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৪৭. হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন হাইয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি, হুসাইন ইব্‌ন সাবরা এবং আমর ইব্‌ন মুসলিম (র) যায়িদ ইব্‌ন আরকাম (রা) কাছে গেলাম। আমরা যখন তাঁর কাছে, বসলাম, হুসাইন (র) তাঁকে বললেন, হে যায়িদ, আপনি অশেষ কল্যাণ লাভ করেছেন। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন, তাঁর হাদীস শুনেছেন, যুদ্ধে তাঁর সাথী হয়েছেন এবং তাঁর পিছনে নামায পড়েছেন। হে যায়িদ! আপনি অশেষ কল্যাণ লাভ করেছেন। হে যায়িদ! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যা শুনেছেন তা আমদেরকে বলুন। তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র আল্লাহর শপথ! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমার যুগ পুরাতন হয়ে গেছে এবং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যা মুখস্ত করেছিলাম তার কোন কোন অংশ ভুলে গেছি। কাজেই আমি তোমাদের যা বলব তা গ্রহণ করবে আর যা না বলব তার জন্য আমাকে বাধ্য করবে না। অতঃপর তিনি বললেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'খুমা' নামক কূপের কাছে আমাদের সামনে বক্তৃতা করতে দাঁড়ালেন। স্থানটি মক্কা এবং মদীনার মাঝামাঝি এলাকায় অবস্থিত। তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন, লোকদের নসীহত করলেন এবং (শান্তি ও শাস্তির কথা) স্মরণ করালেন, অতঃপর তিনি বললেন ঃ "হে লোকেরা সতর্ক হয়ে যাও। আমি একজন মানুষ, হয়ত অচিরেই আমার প্রতিপালকের দূত এসে যাবে এবং আমাকে

আল্লাহর ফয়সালা মেনে নিতে হবে। আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি হল আল্লাহর কিতাব, এর মধ্যে রয়েছে হিদায়াত ও নূর। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে অবলম্বন কর এবং তাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখ।" (যায়িদ বলেন) তিনি আল্লাহর কিতাবের প্রতি আমাদের অনুপ্রাণিত করলেন এবং তদনুযায়ী কাজ করার জন্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ (দ্বিতীয়টি হল), আমার আহলে বাইত (পরিবারবর্গ)। আমি তোমাদেরকে আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি (তাঁদেরকে ভুলে যাবে না)। হুসাইন (র) তাঁকে বললেন, হে যায়িদ! তাঁর আহলে বাইত কারা ? তাঁর স্ত্রীগণ কি তাঁর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নয় ? তিনি বললেন, তাঁর স্ত্রীগণও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, তাঁর ইন্তিকালের পর যাঁদের প্রতি সাদাকা খাওয়া হারাম করা হয়েছে তারাও তাঁর পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত। তিনি (হুসাইন) বললেন, তাঁরা কে কে ? তিনি (যায়িদ) বললেন, তাঁরা হলেন, হযরত আলী (রা), হযরত আকীল (রা), হযরত জাফর (রা) ও হযরত আব্বাসের (রা) বংশধরগণ। তিনি বলেন, এদের সবার প্রতি সাদাকা হারাম ছিল? তিনি (যায়িদ) বললেন, হ্যাঁ। (মুসলিম)

٣٤٨–عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَوْقُوْفًا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : ارْقُبُوْا مُحَمَّدًا ﷺ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৩৪৮. হযরত ইব্‌ন উমর ও আবু বকর সিদ্দীকের (রা) কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (আবু বকর) বলেন ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার-পরিজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তার শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্মরণ রাখ। (বুখারী)

بَابُ تَوْقِيْرِ الْعُلَمَاءِ وَالْكِبَارِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ وَتَقْدِيْمِهِمْ عَلَى غَيْرِهِمْ وَرَفْعِ مَجَالِسِهِمْ وَإِظْهَارِ مَرْتَبَتِهِمْ -

অনুচ্ছেদ ঃ আলেম, বয়স্ক ও সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, অন্যান্যদের ওপর তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া, তাঁদের মজলিস ও বৈঠকাদির গুরুত্ব এবং তাঁদের সম্মান ও প্রতিপত্তি বর্ণনা করা।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ - (الزمر : ٩)

"এদেরকে জিজ্ঞেস কর, যে জানে এবং যে জানে না, এরা উভয়ই কি কখনও সমান হতে পারে ? বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন লোকেরাই তো উপদেশ গ্রহণ করে থাকে"। (সূরা যুমার ঃ ৯)।

٣٤٩-عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْبَدْرِيِّ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ ، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ،فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًا وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِيْ بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ :فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا بَدَلَ سِنًا أَيْ إِسْلاَمًا وَفِيْ رِوَايَةٍ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًا ـ

৩৪৯. হযরত আবু মাসউদ উক্‌বা ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন ভাল পড়ে সে লোকদের ইমামতি করবে। যদি কুরআন পড়ায় সবাই সমান হয় তবে যে সুন্নাহ অধিক জানে। যদি সুন্নায়ও সমান হয় তবে যে প্রথমে হিজরত করেছে। যদি হিজরতেও সমান হয় তবে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক ব্যক্তি। কোন লোক যেন অপর কোন লোকের অধিকার ও ক্ষমতাস্থলে (প্রভাবাধীন এলাকায়) ইমামতি না করে এবং তাঁর বাড়িতে তাঁর অনুমতি ছাড়া যেন সে তাঁর সম্মানের স্থলে (নির্দিষ্ট চেয়ার বা গদীতে) না বসে। (মুসলিম) তাঁর অপর বর্ণনায় বয়সের দিক থেকে অগ্রগামী কথার স্থলে ইসলাম গ্রহণের দিক থেকে অগ্রগামী কথাটির উল্লেখ আছে। অপর বর্ণনায় আছে ঃ যে আল্লাহর কিতাব ভাল পড়ে এবং কিরা'আতের দিক থেকেও অগ্রগামী সে লোকদের ইমামতি করবে। যদি কিরা'আতের দিক থেকে সমান হয়, তবে হিজরাতের দিক থেকে অগ্রগামী ব্যক্তি তাদের ইমামতি করবে। যদি হিজরাতেরও সমান হয়, তবে বয়সে বড় ব্যক্তি তাদের ইমামতি করবে।

٣٥٠- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ وَيَقُوْلُ : اسْتَوُوْا وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ أُوْلُو الْأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

৩৫০. হযরত আবু মাসউদ উক্‌বা ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের কাতারে আমাদের কাঁধে হাত রাখতেন এবং বলতেন ঃ সোজা হয়ে দাঁড়াও, বিভিন্ন হয়ে (কাতার বাঁকা করে) দাঁড়াবে না, তাতে তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক ও বুদ্ধিমান তারাই যেন আমার কাছে (প্রথম কাতারে) থাকে। অতঃপর যারা (বয়স ও বুদ্ধিতে) তাদের কাছাকাছি তারা অতঃপর (উভয় বিষয়ে) যারা তাদের নিকটবর্তী তারা (দাঁড়াবে)। (মুসলিম)

٣٥١– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَلِنِىْ مِنْكُمْ أُوْلُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثَلَاثًا وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক ও বুদ্ধিমান তারা যেন আমার কাছে (প্রথম কাতারে) থাকে। অতঃপর যারা (বয়স ও বুদ্ধিতে) তাদের কাছাকাছি তারা দাঁড়াবে। তিনি তিনবার এ কথা বলেছেন। তোমরা মসজিদকে বাজারে পরিণত করা থেকে দূরে থাক। (বাজারের মত মসজিদে শোরগোল করো না)। (মুসলিম)

٣٥٢–عَنْ أَبِىْ يَحْيى وَقِيْلَ : أَبِىْ مُحَمَّدٍ سَهْلِ بْنِ أَبِىْ حَثْمَةَ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : انْطَلَقَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ وَ مُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِىَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ دَمِهِ قَتِيْلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُوْدٍ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ : كَبِّرْ كَبِّرْ وَهُوَأَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ : أَتَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ قَاتِلَكُمْ؟ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৫২. হযরত আবু ইয়াহইয়া অথবা আবু মুহাম্মদ সাহল ইব্‌ন হাসমা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাহল এবং মুহাইয়্যাসা ইব্‌ন মাসউদ (রা) খাইবার এলাকায় গেলেন। এ সময় খাইবারবাসীরা মুসলমানদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল। অতঃপর দু'জনে যার যার কাজে পৃথক হয়ে গেলেন। পরে হযরত মুহাইয়্যাসা (রা) আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাহলের কাছে এসে দেখেন তিনি সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে রক্তাক্ত শরীরে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। মৃত্যুর পর তিনি তাঁকে দাফন করলেন, অতঃপর মদীনায় ফিরে এলেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহল (রা) এবং মাসউদের দুই পুত্র মুহাইয়্যাসা ও হুয়াইয়্যাসা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) কথা বলতে উদ্যত হলেন। তখন তিনি (মহানবী) বললেন ঃ বড়কে বলতে দাও, বড়কে বলতে দাও। আবদুর রহমান (রা) ছিলেন দলের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ। তাই তিনি চুপ করলেন। অতঃপর তাঁরা (মুহাইয়্যাসা ও হুয়াইয়্যাসা) উভয়ে কথা বললেন। তিনি (মহানবী) বললেন ঃ তোমরা কি কসম করে বলতে পারবে হত্যাকারী কে ? তাহলে তোমরা (রক্তপণের) হক্‌দার হবে। অতঃপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٥٣- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ (يَعْنِيْ فِي الْقَبْرِ) ثُمَّ يَقُوْلُ : أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৩৫৩. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহোদের যুদ্ধে নিহত দু'দুজন শহীদের একই কবরে একত্রিত করছিলেন। অতঃপর জিজ্ঞাস করছিলেন এ দু'জনের মধ্যে কে অধিক কুরআনে হাফেয ? যখন তাদের কোন একজনের প্রতি ইশারা করা হত, তিনি তাকে কবরে আগে (ডান পাশে) রাখতেন। (বুখারী)

٣٥٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : أَرَانِيْ فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِيْ رُجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ فَقِيْلَ لِيْ كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৫৪. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, মিস্‌ওয়াক করছি। দুই ব্যক্তি আমার কাছে এল। তাদের মধ্যে একজন বয়সে অপরজনের বড় ছিল। আমি (বয়সে) ছোট ব্যক্তিকে মিস্‌ওয়াকটি দিলাম। আমাকে বলা হল, বড়কে দিন। অতএব আমি তাদের উভয়ের মধ্যে বয়স্ক ব্যক্তিকে মিস্‌ওয়াকটি দিলাম। (মুসলিম)

٣٥٥- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللّٰهِ تَعَالَى إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِيْ فِيْهِ وَالْجَافِيْ عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৩৫৫. হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বৃদ্ধ মুসলমানকে সম্মান করা, কুরআনের বাহক যদি তাতে অতিরঞ্জিত কিছু না করে তাকে সম্মান করা এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করারই অন্তর্ভুক্ত। এটা হাসান হাদীস। ইমাম আবু দাঊদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٥٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيْرِنَا - حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৩৫৬. হযরত আ'ম্‌র আব্‌ন শু'আইব, পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে আমাদের ছোটদের স্নেহ ও অনুগ্রহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত নয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়"। এটা সহীহ হাদীস। ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী এটা বর্ণনা করেছেন।

٣٥٧- عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ أَبِىْ شَبِيْبٍ أَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا مَرَّبِهَا سَائِلٌ فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةً ، مَرَّبِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ فَأَقْعَدَتْهُ فَأَكَلَ ، فَقِيْلَ لَهَا فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْزِلُوْا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ لٰكِنْ قَالَ مَيْمُوْنَ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِىْ أَوَّلِ صَحِيْحِهِ تَعْلِيْقًا فَقَالَ : وَذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ "وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ فِىْ كِتَابِهِ مَعْرِفَةُ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ ـ

৩৫৭. হযরত মাইমুন ইব্‌ন আবু শু'আইব (র) থেকে বর্ণিত। একদা হযরত আয়েশার (রা) সামনে দিয়ে একটি ভিক্ষুক যাচ্ছিল। তিনি তাকে এক টুক্‌রা রুটি দিলেন। তার সামনে দিয়ে সুসজ্জিত পোষাকে একটি লোক যাচ্ছিল। তিনি তকে বসালেন এবং আহার করালেন। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের পদমর্যাদা অনুযায়ী তার সাথে ব্যবহার কর।

ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ইমাম নববী বলেন) ইমাম আবু দাউদ (র) বলেছেন, আয়েশার (রা) সাথে মাইমুনের কিন্তু সাক্ষাৎ হয়নি। ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ হাদীস গ্রন্থে এটাকে মু'আল্লাক হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (আয়েশা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "মানুষের পদমর্যাদা অনুযায়ী তার সাথে ব্যবহার করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।" ইমাম হাফিয আবু আবদুল্লাহ (র) এ হাদীসটি তার "মারিফাতু উ'লূমিল হাদীস" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

٣٥٨- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيْهِ الْحُرِّبْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِيْنَ يُدْنِيْهِمْ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُوْلاً كَانُوْا أَوْشُبَّانًا فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِإِبْنِ أَخِيْهِ يَا ابْنَ أَخِىْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هٰذَا الْأَمِيْرِ فَاسْتَأْذِنْ لِىْ عَلَيْهِ فَأَسْتَأْذَنَ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ : هِىَ يَا ابْنَ

الْخَطَّبِ ! فَوَاللّٰهِ مَا تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ وَلاَ تَحْكُمُ فِيْنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتّٰى هَمَّ أَنْ يُوْقِعَ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ وَإِنَّ هٰذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ وَاللّٰهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلاَهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৩৫৮. হযতর আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উয়াইনা ইব্‌ন হিস্‌ন (মদীনায়) আসল। সে তার ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইব্‌ন কায়েসের মেহমান হল। হুর ইব্‌ন কায়েস (রা) হযরত উমরের (রা) নিকটতম ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গণ্য ছিলেন। কুরআনবিদগণও (কুরআন) উমরের পরিষদবর্গের এবং পরামর্শ সভার অন্তর্ভুক্ত হতেন, চাই তিনি যুবক হোন অথবা বৃদ্ধ। উয়াইনা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলল, হে ভাইপো! এই আমীর (উমর) পর্যন্ত তোমার অবাধ প্রবেশাধিকার আছে। তাঁর সাথে দেখা করার জন্য আমাকে একটু অনুমতি নিয়ে দাও। সে তাঁর কাছে অনুমতি চাইল। হযরত উমর (রা) তাঁকে অনুমতি দিলেন। সে (উয়াইনা) তাঁর কাছে প্রবেশ করে বলল, হে খাত্তাবের পুত্র, আল্লাহর কসম! তুমি না আমাদের অতিরিক্ত দাও আর না আমাদের মধ্যে ইনসাফ সহকারে ফয়সালা কর। হযরত উমর (রা) খুব রাগান্বিত হলেন, এমনকি তাঁকে কিছু উত্তম-মাধ্যম দেয়ারও ইচ্ছা করলেন। হুর (রা) তাঁকে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ "হে নবী! নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন করুন ; সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং মূর্খ লোকদের সাথে জড়িয়ে পড়বেন না বা তাদেরকে এড়িয়ে চলুন" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৯৯)। (হুর (রা) বলেন,) এ ব্যক্তি মূর্খ লোকদেরই একজন। আল্লাহর কসম! উমর (রা) এ আয়াত শুনে তাঁর স্থান ছেড়ে মোটেই অগ্রসর হননি। তিনি আল্লাহর কিতাবের সর্বাপেক্ষা বেশী অনুসরণকারী ছিলেন। (বুখারী)

٣٥٩- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَقَدْ كُنْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُلاَمًا فَكُنْتُ اَحْفَظُ عَنْهُ فَمَا يَمْنَعُنِيْ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ أَنْ هٰهُنَا رِجَالاً هُمْ أَسَنُّ مِنِّيْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৫৯. হযরত সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে অল্প বয়স্ক বালক ছিলাম আমি তাঁর কাছে হাদীস মুখস্ত করতাম। এসব হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে আমার কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। শুধু একটি প্রতিবন্ধকই ছিল, আর তা হল, এখানে এমন কতক লোক ছিলেন যারা বয়সে আমার চেয়ে বড় ছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٦٠- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلاَّ قَيَّضَ اللّٰهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৩৬০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যদি কোন যুবক কোন বৃদ্ধকে তার বাধ্যর্কের কারণে সম্মান প্রদর্শন করে, তবে আল্লাহ্ তার বৃদ্ধাবস্থায় এমন লোক নির্দিষ্ট করে দেবেন, যে তাকে সম্মান করবে"। (তিরমিযী)

بَابُ زِيَارَةِ أَهْلِ الْخَيْرِ وَمَجَالِسَتِهِمْ وَصُحْبَتِهِمْ وَمُحَبَّتِهِمْ وَطَلَبِ زِيَارَتِهِمْ وَالدُّعَاءِ مِنْهُمْ وَزِيَارَةِ الْمَوَاضِعِ الْفَاضِلَةِ ـ

অনুচ্ছেদ ঃ নেক্‌কার লোকদের সাথে দেখা করা, তাদের বৈঠকসমূহে বসা, তাঁদের সংস্পর্শে থাকা, তাদেরকে ভালবাসা। তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাওয়া, তাঁদেরকে দিয়ে দু'আ করানো এবং বরকতময় ও মর্যাদা সম্পন্ন স্থানসমূহ দর্শন করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتّٰى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا : قَالَ لَهُ مُوسٰى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلٰى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ـ

"যখন মূসা তার সফর সংগীকে বলেছিল, আমি আমার সফর শেষ করব না যতক্ষণ না দুই নদীর সঙ্গমস্থলে পৌঁছব। অন্যথায় আমি এক দীর্ঘকাল পর্যন্তই চলতে থাকব। আপনার সংগে থাকতে পারি, যেন আপনি আমাকেও সেই জ্ঞান শিক্ষা দেন যা আপনাকে শিখানো হয়েছে"। (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ৬০-৬৬)।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ ـ (الكهف : ٢٨)

"আর তোমার হৃদয়কে ঐসব লোকের সংস্পর্শে স্থিতিশীল রাখ যারা নিজেদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভে সন্ধানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে।" (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ২৮)।

٣٦١ـ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ لِعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُوْرُهَا كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزُوْرُهَا فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالَا لَهَا : مَا يُبْكِيْكِ ؟ أَمَا تَعْلَمِيْنَ أَنَّ مَاعِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَقَالَتْ : إِنِّي أَبْكِيْ أَنِّيْ لَا أَعْلَمُ أَنَّ مَاعِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى خَيْرٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنْ أَبْكِيْ أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

৩৬১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর (রা) বললেন, আমাদের সাথে উম্মে আইমানের কাছে চলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে তাঁর সাথে দেখা করতেন, আমরাও সেভাবে তার সাথে দেখা করব। তারা উভয়ে যখন তাঁর কাছে পৌছলেন, তিনি (উম্মে আইমান) কাঁদতে লাগলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, আপনি কাঁদছেন কেন ? আপনি কি জানেন না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আল্লাহর কাছে অফুরন্ত কল্যাণ মওজুদ রয়েছে ? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য যে কল্যাণ মওজুদ রয়েছে তা তো আমার জানা আছে আমি এজন্য কাঁদছি না। বরং আমি এজন্য কাঁদছি যে, আসমান থেকে আর কখনও অহী অবতীর্ণ হবে না। তার এ কথায় তাঁরা উভয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং তার সাথে তাঁরাও কাঁদতে লাগলেন। (মুসলিম)

٣٦٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخَالَهُ فِىْ قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ : أُرِيْدُ أَخًالِىْ فِىْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا ؟ قَالَ : لاَ غَيْرَ أَنِّى أَحْبَبْتُهُ فِى اللّٰهِ قَالَ : فَإِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

৩৬২. হযরত আবু হুরায়র (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি অন্য শহরে বসবাসরত তার ভাইকে দেখতে গেল। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য রাস্তায় একজন ফিরিশ্‌তা নির্দিষ্ট করে দিলেন। যখন সে এ রাস্তায় আসল, ফিরিশ্‌তা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখেন ? লোকটি বলল, এ শহরে আমার ভাই থাকে তাঁকে দেখার জন্য এসেছি। ফিরিশ্‌তা বলল, তার কাছে আপনার কি কোন আকর্ষণীয় প্রাপ্য আছে, যার জন্য আপনি চেষ্টা করছেন ? সে বলল, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই আমি তাকে ভালবাসি, অন্য কোন স্বার্থ নেই। ফিরিশ্‌তা বলল, আমি আল্লাহর দূত হয়ে আপনার কাছে এসেছি এটুকু জানানোর জন্য যে, আপনি যেভাবে আল্লাহকে ভালবাসেন তিনিও আপনাকে ভালবাসেন। (বুখারী)

٣٦٣- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ زَارَأَخَالَهُ فِى اللّٰهِ نَادَاهُ مُنَادٍ بِأَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزَلاً - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ-

৩৬৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রুগ্নকে দেখতে যায় অথবা নিজের ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়, একজন ঘোষক তাকে ডেকে বলে, তুমি আনন্দিত হও, তোমার পথ চলা কল্যাণময় হোক এবং জান্নাতে তোমার উচ্চ মর্যাদা হোক।(তিরমিযী)

٣٦٤–عَنْ أَبِىْ مُوْسى الْأَشْعَرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : إِنَّمَا مَثَلَ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَجَلِيْسِ السُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا مُنْتَنِةً ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৩৬৪. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সৎ সহকর্মী ও পাপী সহযোগীর দৃষ্টান্ত হল ঃ একজন কস্তুরীর ব্যবসায়ী, অপরজন হাপর চালনাকারী (কামার) কস্তরীর ব্যবসায়ী হয় তোমাকে বিনামূল্যে কস্তরী দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে তা কিনে নেবে। যদি এর দু'টোর একটিও না হয়, তবে অন্তত তুমি তার কাছে এর সুঘ্রাণ পাবে। আর হাপর চালনাকারী হয় তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٦٥– عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৩৬৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ চারটি বিষয়কে সামনে রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা যেতে পারে ঃ তার ধন-সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য ও তার ধর্মপরায়ণতা। এক্ষেত্রে ধর্মপরায়ণ স্ত্রী লাভে বিজয়ী হও, তোমার হাত কল্যাণে ভরে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٦٦– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِجِبْرِيْلَ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُوْرَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا؟ فَنَزَلَتْ : وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ ـ

৩৬৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিব্‌রীলকে (আ) বললেন ঃ যতবার আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করছেন তার চেয়ে অধিকার সাক্ষাৎ করতে আপনাকে কোন জিনিস বাধা দেয় ? তখন এ আয়াত নাযিল হল ঃ "হে মুহাম্মদ! আমরা তোমার প্রতিপালকের হুকুম ছাড়া অবতীর্ণ হতে পারি না। যা কিছু আমাদের সামনে রয়েছে, যা কিছু পেছনে রয়েছে, আর যা কিছু এর মাঝখানে রয়েছে, সবকিছুর মালিক তিনিই। তোমার প্রতিপালক কখনও ভুলে যান না"। (সূরা মারইয়ম ঃ ৬৪) (বুখারী)

٣٦٧–عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَتُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِىٌّ ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ ـ

৩৬৭. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "মু'মিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সংগী হয়ো না এবং তোমার খাবাব মুত্তাকী ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ যেন না খায়।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٣٦٨– عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : الرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِه فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ -

৩৬৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার বন্ধুর দীনের অনুসারী হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেরই খেয়াল রাখা উচিত সে কি ধরনের বন্ধু গ্রহণ করছে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٣٦٩– عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِىِّ ﷺ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ ؟ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ -

৩৬৯. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কোন লোক যে ব্যক্তিকে পছন্দ করে সে তার সাথের বলেই গণ্য হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, একব্যক্তি কোন এক সম্প্রদায়কে ভালবাসে। কিন্তু তাদের পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। তিনি বললেন ঃ "কোন ব্যক্তির হাশ্‌র হবে সেই ব্যক্তির সাথে, যাকে সে পছন্দ করে"।

٣٧٠– عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا أَعْدَدتَّ لَهَا ؟ قَالَ حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ، قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَّهُمَا : مَا أَعْدَدْتُهُ لَهَا مِنْ كَثِيْرِ صَوْمٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَاصَدَقَةٍ وَلٰكِنِّىْ أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ -

৩৭০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামত কবে হবে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ জন্য তুমি কি প্রস্তুত (সংগ্রহ) করেছ ? সে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা। তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই থাকবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। শব্দগুলো মুসলিমের। তাঁদের উভয়ের অপর বর্ণনায় আছে, সে বলল, "রোযা, নামায, সাদাকা ইত্যাদি খুব বেশী কিছু সংগ্রহ করতে পারিনি। কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি।"

٣٧١- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَقُوْلُ فِيْ رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৭১. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে কিন্তু তাদের সাথে মিলিত হতে পারছে না, এ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কি অভিমত ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি যাকে ভালবাসে যে (কিয়ামতের দিন) তার সাথেই থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٧٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا وَالْأَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৭২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সোনা-রূপার খনির মত মানুষও এক ধরনের খনি। তোমাদের মধ্যে যারা অজ্ঞতার যুগে শ্রেষ্ঠ ছিল ইসলামী যুগেও তারাই হবে শ্রেষ্ঠ, যখন তারা (ইসলাম সম্পর্কে) সম্যক জ্ঞান লাভ করবে। রূহ্ সমূহ সম্মিলিত সেনাবাহিনী। এদের মধ্যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যারা পরস্পরের কাছাকাছি ছিল তারা একত্রিত হয়ে গেল। আর যেসব রূহ্ গুণ-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে একে অপরের থেকে পৃথক ছিল তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। (মুসলিম)

٣٧٣- عَنْ أُسَيْرِبْنِ عَمْرٍو وَيُقَالُ ابْنُ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ : أَفِيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ لَه : أَنْتَ أُوَيْسُ ابْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : لَكَ وَالِدَةٌ؟ قَالَ : نَعَمْ : قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يَأْتِيْ عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ

يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلَ - فَاسْتَغْفِرْ لِي فَا سْتَغْفَرَ لَهُ" فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ الْكُوْفَةَ قَالَ أَلاَ أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا ؟ قَالَ : أَكُوْنَ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَي فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ فَوَافَقَ عُمَرَ فَسَأَلَه عَنْ أُوَيْسٍ فَقَالَ : تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيْلَ الْمَتَاعِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يَأْتِيْ عَلَيْكُمْ أُوَيْس بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَص فَبَرَأَمِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَبِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ " فَأَتَى أُوَيْسًا فَقَالَ اسْتَغْفِرْلِيْ قَالَ : أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْلِيْ قَالَ :لَقِيْتَ عُمَرَ؟ قَالَ : نَعَمْ فَاسْتَغْفَرَلَهُ فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ أَهْلَ الْكُوْفَةِ وَفَدُوْا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَفِيْهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ فَقَالَ عُمَرُ : هَلْ هٰهُنَا أَحَدَ مِنَ الْقَرَنِيِّيْنَ؟ فَجَاءَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ : فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَالَ : إِنَّ رَجُلاً يَأْتِيْكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَه أُوَيْسُ لاَيَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمٍّ لَهُ قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللّٰهَ تَعَالَى فَأَذْهَبَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ الدِّيْنَارِ أَوِالدِّرْهَمِ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْلَكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ لَه عَنْ عُمَرَ قَالَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِيْنَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسُ وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمُرُوْهُ فَلْيَسْتَغْفِرْلَكُمْ -

৩৭৩. হযরত উসাইর ইব্ন আম্র (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁকে ইব্ন জাবিরও বলা হয়। তিনি বলেন, উমরের (রা) কাছে ইয়ামনের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে সাহায্যকারী দল আসলে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করতেন। তোমাদের মধ্যে উয়াইস ইব্ন আমির (রা) আছে কি? অবশেষে (একদিন) উয়াইস (রা) এসে গেলেন। তিনি (উমার) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি উয়াইস ইব্ন আমির? উয়াইস (রা) বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, আপনি কি মুরাদ গোত্রের উপগোত্র-কারণ্ -এর লোক? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, আপনার কি কুষ্ঠরোগ

হয়েছিল,তা থেকে সুস্থ হয়েছেন এবং মাত্র এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা অবশিষ্ট আছে ? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, আপনার মা বেঁচে আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি (উমার) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "ইয়ামানের সাহায্যকারী দলের সাথে উয়াইস ইব্‌ন আমির (রা) নামক এক ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসবে। সে মুরাদ গোত্রের উপগোত্র কারন্ লোক। তাঁর কুষ্ঠরোগ হবে এবং তা থেকে সে মুক্তি পাবে। শুধু এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা অবশিষ্ট থাকবে। তার মা জীবিত আছে, সে তার খুবই অনুগত। তিনি আল্লাহর ওপর ভরসা করে কোন কিছুর শপথ করলে মহান আল্লাহ তা পূরণ করে দিবেন। যদি তুমি তাকে দিয়ে তোমার গুনাহের ক্ষমার জন্য দু'আ করাবার সুযোগ পাও, তবে তাই করবে। (উমার বললেন,) কাজেই আমার অপরাধ ক্ষমার জন্য দু'আ করুন, তিনি (উয়াইস) তার (উমারের) পাপের ক্ষমা চেয়ে দু'আ করলেন। হযরত উমার (রা) তাঁকে বললেন, আপনি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখেন ? তিনি বললেন, কূফা যাওয়ার আশা আছে। তিনি বললেন, আমি সেখানকার গভর্ণরকে আপনার (সাহায্যের) জন্য লিখে দেই? তিনি বললেন, গরীব-মিস্‌কীনদের মাঝে বসবাস করাই আমার কাছে অধিক প্রিয়। পরবর্তী বছর কূফার এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হজ্জে এল। তাঁর সাথে উমরের সাক্ষাত হলে তিনি উয়াইস সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, তাকে আমি এমন অবস্থায় দেখে এসেছি, তাঁর ঘরটা অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় আছে এবং তাঁর জীবনোপকরণ খুবই নগণ্য। হযরত উমর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "ইয়ামনের সাহায্যকারী দলের সথে উয়াইস ইব্‌ন আমির (রা) নামে এক ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসবে। সে মুরাদ গোত্রের উপগোত্র কারন্ বংশের লোক। তাঁর কুষ্ঠ হবে এবং তা থেকে সে মুক্তি পাবে। শুধু এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা অবশিষ্ট থাকবে। তাঁর মা জীবিত আছেন এবং তিনি তার খুবই অনুগত। তিনি মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে কোন কিছুর শপথ করলে তিনি তা পূরণ করে দিবেন। যদি তুমি তোমার অপরাধ ক্ষমার জন্য তাকে দিয়ে দু'আ করানোর সুযোগ পাও, তবে তাই করবে।" লোকটি হেজায থেকে প্রত্যাবর্তন করে উয়াইসের কাছে গিয়ে বলল, আমার গুনাহ মাফের জন্য দু'আ করুন। তিনি (উয়াইস) বললেন, আপনি এইমাত্র কল্যাণময় সফর থেকে ফিরে এসেছেন, বরং আপনিই আমার গুনাহ মাফের জন্য দু'আ করুন। তিনি বললেন, আপনি কি উমরের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন ? সে বলল, হাঁ। উয়াইস (রা) তার জন্য দু'আ করলেন। লোকেরা উয়াইসের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হল। হযরত উয়াইস (রা) সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেলেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের অপর বর্ণনায় উসাইর ইব্‌ন জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। আছে ঃ কূফার অধিবাসীরা উমরের কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাল। দলের অন্তর্গত এক ব্যক্তি উয়াইস (রা) সম্পর্কে বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা বলত। হযরত উমর (রা) বললেন, এখানে কারন্ বংশের কেউ আছে কি? ঐ লোকটি উঠে আসল। হযরত উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "ইয়ামন থেকে উয়াইস (রা) নামে এক ব্যক্তি তোমার কাছে আসবেন। তিনি তার আম্মাকে ইয়ামনে একাকী রেখে আসবে।

তার কুষ্ঠরোগ হবে। তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করলে তিনি তার রোগ-মুক্তি দান করবেন। শুধু এক দীনার অথবা এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা অবশিষ্ট থাকবে। তোমাদের যে কেউ তার সাক্ষাৎ লাভ করবে, সে যেন তাঁকে দিয়ে তার গুনাহ ক্ষমার জন্য দু'আ করায়।"

মুসলিমের অপর বর্ণনায় হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "পরবর্তীদের (তাবিঈ) মধ্যে উয়াইস (রা) নামে একজন নেক্কার ব্যক্তি হবে। তাঁর আম্মা জীবিত আছে। তাঁর দেহে কুষ্ঠের দাগ থাকবে। তোমরা যেন তাঁর কাছে গিয়ে নিজেদের অপরাধ ক্ষমার জন্য তাকে দিয়ে দু'আ করাও"।

٣٧٤- عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لِيْ وَقَالَ : لَاتَنْسَنَا يَا أُخَيِّ مِنْ دُعَائِكَ " فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ لِيْ بِهَا الدُّنْيَا وَفِيْ رِوَايَةٍ : قَالَ أَشْرِكْنَا يَا أُخَيِّ فِيْ دُعَائِكَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ ـ

৩৭৪. হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উমরা করার অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন এবং বললেন ঃ হে ছোট ভাই! তোমার দু'আর মধ্যে আমাদেরকে ভুলে যেও না। (উমার (রা) বললেন) তিনি এমন একটি কথা বললেন, যার পরিবর্তে সমস্ত দুনিয়াটা আমাকে দিয়ে দিলেও আমি খুশি হতাম না। অপর বর্ণনায় আছে , তিনি বললেন ঃ হে কনিষ্ঠ ভাই! তোমার দু'আর মধ্যে আমাদেরকেও শরীক করবে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٣٧٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَزُوْرُ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّيْ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِيْ مَسْجِدَ قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ ـ

৩৭৫. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাওয়ারীর পিঠে চড়ে অথবা পদব্রজে কুবা পল্লীতে যেতেন এবং এখানকার মসজিদে দু'রাকা'আত নামায পড়তেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর বর্ণনায় আছে, "প্রত্যেক শনিবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহনে করে অথবা পদব্রজে কুবা মসজিদে আসতেন। ইব্‌ন উমরও (রা) এরূপ করতেন।"

بَابُ فَضْلِ الْحُبِّ فِي اللهِ وَالْحِثُّ عَلَيْهِ وَإِعْلَامِ الرَّجُلَ مَنْ يُّحِبُّهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ وَمَاذَا يَقُوْلُ إِذَا أَعْلَمَه ـ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র ওয়াস্তে ভালোবাসার ফযীলত ও এ কাজে প্রেরণা দান এবং কেউ কাউকে ভালোবাসলে তাকে তা জানানোর জন্য কি বলতে হবে।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا، سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوْهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَاٰزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا ـ (الفتح : ٢٩)

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর যারা তার সাথে থাকেন (সাহাবী) তাঁরা কাফিরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর, (কিন্তু) নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত সদয়। তুমি তাদের দেখতে পাবে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় কখনো রুকু করছে, কখনো সিজ্দা করছে। সিজ্দার কারণে এর প্রভা তাদের মুখমন্ডলে পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। তাদের গুণাবলীর কথা তাওরাতে ও ইন্জীলে বিদ্যমান। তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন শস্য, প্রথমে সে তার অংকুর বের করলো, অতঃপর তাকে শক্তিশালী করলো, অতঃপর হৃষ্টপুষ্ট হলো। এরপর তা নিজ কান্ডের ওপর দাঁড়ালো, ফলে কৃষকের মনে আনন্দের সঞ্চার করলো, যেন তাদের (এই উন্নতির) দ্বারা কাফিরদের (হিংসার আগুনে) পুড়িয়ে দেয়। যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা ও মহান প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।"(সূরা ফাতহ্ ঃ ২৯)

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ـ

"আর যারা দারুল ইসলামে (মদীনায়) ও ঈমানের মধ্যে তাদের (মুহাজিরদের আসার) পূর্ব থেকেই অটল রয়েছে, যারা তাদের কাছে হিজরত করে আসে তাদের তারা ভালোবাসে।"(সূরা হাশ্র ঃ ৯)

٣٧٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ أَنْ يَكُوْنَ رَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ

يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلّهِ وَأَنْ يَّكْرَهَ أَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৭৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যার মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান, সে ঈমানের স্বাদ পাবে। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সবচাইতে বেশী ভালোবাসে, যে কোন ব্যক্তিকে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে, আর আল্লাহ যাকে কুফরীর অন্ধকার থেকে বের করেছেন, সে কুফরীর মধ্যে ফিরে যাওয়াকে এরূপ মনে করে, যেরূপ খারাপ মনে করে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٧٧- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِى عِبَادَةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِىْ الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ رَجُلٌ دَعَتْهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّىْ أَخَافُ اللّهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَاتُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৭৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এরূপ ৭জন লোককে সেদিন আল্লাহ তাঁর সুশীতল ছায়াতলে স্থান দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া আর কোনো ছায়াই থাকবে নাঃ ১. সুবিচারক ইমাম বা নেতা, ২.মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর ইবাদতে মশগুল যুবক, ৩. মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি, ৪. দু'জন লোক একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই একে অপরকে ভালবাসে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ৫. এরূপ লোক, যাকে কোনো রূপসী সুন্দরী নারী কুকাজে প্রতি আহ্বান করেছে, কিন্তু সে এই বলে (তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে) আমি তো আল্লাহকে ভয় করি, ৬. যে ব্যক্তি অত্যন্ত গোপনভাবে দান খয়রাত করে, এমনকি তার ডান হাতে যা কিছু দান করে, তার বাম হাতও তা জানতে পারে না ও ৭. এরূপ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং দু'চোখের অশ্রু ঝরাতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٧٨- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلاَلِىْ ؟ اَلْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِى ظِلِّىْ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّىْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৭৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন ঃ ওহে! যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করেছিলে, আজ আমি তাদে সুশীতল ছায়াতলে স্থান দেব। আর এদিনে আমার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়াই নেই। (মুসলিম)

٣٧٩- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَاتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৭৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম করে বলছি ঃ তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে যেতে পারবে না, আর পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি কাজের কথা বলে দেবো না যা করলে তোমরা পরস্পর ভালোবাসতে পারবে? (তা হলো) তোমরা পরস্পর সালাম প্রথা চালু করো। (মুসলিম)

٣٨٠- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخَالَهُ فِيْ قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللّٰهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا ؛ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ إِلَى قَوْلِهِ " إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৮০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি তার এক (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য অন্য গ্রামে রওয়ানা হয়, পথে আল্লাহ তার জন্য অপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে একজন ফিরিশ্‌তা বসিয়ে দেন। অতঃপর তিনি এই কথা পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেন" (ফিরিশ্‌তা তাকে বলেন) "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে এরূপ ভালোবাসেন, যেরূপ তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাস।" এ হাদীস পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। (মুসলিম)

٣٨١- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَنْصَارِ "لَايُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللّٰهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৮১. হযরত বারা'আ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের সম্পর্কে বলেন ঃ ঈমানদাররাই তাদের (আনসারদের) ভালোবাসেন, আর মুনাফিকরাই তাদের ঈর্ষা করে। যে ব্যক্তি তাদের ভালোবাসে, মহান আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন, আর যে ব্যক্তি তাদের ঈর্ষা করে, বা দুশমনী রাখে আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٨٢- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : الْمُتَحَابُّوْنَ فِيْ جَلَالِيْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৩৮২. হযরত মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহা সম্মানিত পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ "আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য (পরকালে) থাকবে নূরের মিম্বর (মঞ্চ) আর নবীগণ ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন।" (তিরমিযী)

٣٨٣- عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ رَحِمَةُ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا فَتًى بَرَّاقُ الثَّنَايَا وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ فَإِذَا اخْتَلَفُوْا فِيْ شَيْءٍ أَسْنَدُوْهُ إِلَيْهِ وَصَدَرُوْا عَنْ رَأْيِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيْلَ : هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ هَجَّرْتُ فَوَجَدْتُّهُ قَدْ سَبَقَنِيْ بِالتَّهْجِيْرِ ، وَوَجَدْتُّهُ يُصَلِّى فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ : وَاللّٰهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ لِلّٰهِ ! فَقَالَ : اللّٰهِ ؟ فَقُلْتُ : اللّٰهِ فَقَالَ : اللّٰهِ ؟ فَقُلْتُ اللّٰهِ فَأَخَذَنِيْ بِحَبْوَهِ رِدَائِيْ فَجَبَذَنِيْ إِلَيْهِ فَقَالَ أَبْشِرْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَجَبَتْ مَحَبَّتِيْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيْحِ -

৩৮৩. হযরত আবু ইদ্‌রীস খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি দামেশ্‌কের মসজিদে প্রবেশ করে দেখি চক্‌চকে দাঁতের অধিকারী (হাসিমুখ) জনৈক যুবক এবং তাঁর পাশে বহু লোকের সমাবেশ। যখনি তারা কোনো ব্যাপারে মতভেদ করছে, তাঁর দিকে(সমাধানের জন্য) রুজু করছে এবং তাঁর রায় অনুযায়ী কাজ করছে। আমি তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে উত্তরে বলা হলো, তিনি হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)। পরদিন সকালে আমি খুব তাড়াতাড়ি (মসজিদে) উপস্থিত হলাম এবং তিনি আমার পূর্বেই উপস্থিত হয়েছেন দেখতে পেলাম। তাঁকে নামায পড়তে দেখে তাঁর অপেক্ষা করতে লাগলাম, অবশেষে তাঁর নামায শেষ হলে আমি তাঁর সামনে হাযির হয়ে সালাম করে বললাম, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ভালোবাসি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা কি আল্লাহর জন্যে? আমি বললাম ঃ হাঁ, আল্লাহর জন্যে, অর্থাৎ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। অতঃপর তিনি আমার চাদরের একপাশ ধরে তাঁর কাছে টেনে নিয়ে বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করুন, কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ "যারা আমার সন্তুষ্টি কামনায় পরস্পর দেখা-সাক্ষাত করে এবং আমার জন্যই নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের ভালোবাসা আমার ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়, অর্থাৎ আমি তাদের ভালোবাসি"। (মুয়াত্তা)

٣٨٤-عَنْ أَبِىْ كَرِيْمَةَ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِ يْكَرِبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّه يُحِبُّهُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৩৮৪. হযরত আবু কারীমাহ মিকদাদ ইব্‌ন মা'দীকারব্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যখন কোনো ব্যক্তি তার এক মুসলমান ভাইকে ভালোবাসে, তখন তাকে অবহিত করা উচিত যে, সে তাকে ভালোবাসে। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)।

٣٨٥- عَنْ مُعَاذ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ يَامُعَاذُ وَاللّٰهِ إِنِّى لَأُحِبُّكَ ، ثُمَّ أُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ : لاَ تَدَعَّنَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ أَعِنِّىْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِىُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ -

৩৮৫. হযরত মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে বললেনঃ হে মু'আয! আল্লাহর কসম করে বলছি, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ভালোবাসি। অতঃপর তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি হে মু'আয! প্রত্যেক নামাযের পর এ দু'আ না পড়ে ছেড়ো না "আল্লাহুম্মা আইন্নি আ'লা যিকরিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি ইবাদাতিকা- "হে আল্লাহ! তোমার স্মরণে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে ও সুন্দরভাবে তোমার ইবাদাত করতে আমাকে সাহায্য করো।" (আবু দাঊদ ও নাসাঈ)

٣٨٦-عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّى لَأُحِبُّ هٰذَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَعْلَمْتَهُ ؟ قَالَ : لاَ قَالَ : أَعْلِمْهُ " فَلَحِقَهُ فَقَالَ : إِنِّى أُحِبُّكَ فِى اللّٰهِ فَقَالَ " أَحَبَّكَ الَّذِىْ أَحْبَبْتَنِىْ لَهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ -

৩৮৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে উপস্থিত ছিল। এমন সময় আর এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি লোকটাকে ভালোবাসি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করেছো ? সে বললো, না। তিনি বললেন ঃ তাকে অবহিত করে দিয়ো। সুতরাং সে তার সাথে সাক্ষাত করে বললো নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় ভালোবাসি। সে বললো, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন, যার জন্যে তুমি আমাকে ভালোবেসেছে। (আবু দাঊদ)

بَابُ عَلاَمَاتُ حُبُّ اللّٰهِ تَعَالَى اَلْعَبْدُ وَالْحِثُّ عَلَى التَخَلُّقِ بِهَا وَالسَّعِىُ فِىْ تَحْصِيْلِهَا -

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার নিজের বান্দাদের ভালোবাসার নিদর্শন এবং এগুলো সৃষ্টি করায় উৎসাহ দান ও অর্জন করার সাধনা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - (ال عمران : ٣١)

("হে মুহাম্মদ) আপনি বলে দিন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ মহাক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১)

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِه فَسَوْفَ يَأْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَه ، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ، وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ - (المائدة : ٥٤)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের দীন ত্যাগ করে, (তার জেনে রাখা উচিত) অতি সত্ত্বর আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে, তারা ঈমানদারদের প্রতি থাকবে অত্যন্ত সদয় ও মেহেরবান আর কাফিরদের প্রতি থাকবে অত্যন্ত কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, আর তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না। এটা আল্লাহর রহমত, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। বস্তুত আল্লাহ ব্যাপকতার অধিকারী ও মহাজ্ঞানী। (সূরা মায়িদা ঃ ৫৪)

٣٨٧-عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ،وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ؛ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُهُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِىْ أَعْطَيْتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِىْ لأُعِيْذَنَّهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ-

৩৮৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার অলীর-বন্ধুর সাথে দুশমনি রাখে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমি আমার বান্দাদের ওপর যা ফরয করেছি, এর চাইতে বেশী প্রিয় কোনো কিছু নিয়ে সে আমার নিকটবর্তী হয় না। আর আমার বান্দা সব সময় নফলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। আর আমি যখন তাকে ভালোবেসে ফেলি। তখন সে যে কানে শ্রবণ করে আমিই তার সেই কান হয়ে যাই, সে যে চোখ দিয়ে দেখে, আমিই সেই চোখ হয়ে যাই, সে যে হাতে ধরে আমিই সেই হাত হয়ে যাই এবং সে যে পায়ে হাঁটে, আমিই সে পা হয়ে যাই। সে যখন আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে তা প্রদান করি আর সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে আশ্রয় দান করি। (বুখারী)

٣٨٨- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ تَعَالَى الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيْلَ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ فَيُحِبُّه جِبْرِيْلُ فَيُنَادِيْ فِيْ أَهْلِ السَّمَاءِ : إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِي الْأَرْضِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَقَالَ : إِنِّيْ أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِيْ فِي السَّمَاءِ فَيَقُوْلُ : إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَيَقُوْلُ : إِنِّيْ أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِيْ فِيْ أَهْلِ السَّمَاءِ : إِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوْهُ ثُمَّ تُوْضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ -

৩৮৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাস। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) তাকে ভালোবাসেন এবং আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা করেন যে, মহান আল্লাহ তো অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। অতঃপর পৃথিবীতে তা গৃহীত হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের আর একটি বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখনই কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখনই হযরত জিবরীলকে ডেকে বলেন ঃ আমি তো অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাস। অতঃপর হযরত

জিব্‌রীলও তাঁকে ভালোবাসেন এবং আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা করে বলতে থাকেন, "আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, কাজেই তোমরাও তাকে ভালোবাস। অতঃপর আসমানবাসীরাও তাকে ভালোবাসে এবং পৃথিবীতে তা গৃহীত হয়ে যায়।" আর যখন তিনি (আল্লাহ) কোনো বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন হযরত জিব্‌রীলকে ডেকে বলেন, আমি তো অমুককে ঘৃণা করি, সুতরাং তুমিও তাকে ঘৃণা করো। অতঃপর হযরত জিব্‌রীল (আ) তাকে ঘৃণা করেন এবং আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা করে বলেন ঃ "আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, কাজেই তোমরাও তাকে ঘৃণা করো, অতঃপর আসমানবাসীরা তাকে ঘৃণা করতে থাকে, আর পৃথিবীতেও তাকে ঘৃণিত লাঞ্ছিত বানিয়ে দেয়া হয়।"

٣٨٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ فَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِيْ صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ "قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ" فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ :سَلُوْهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ؟ فَسَأَلُوْهُ فَقَالَ : لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَبِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَخْبِرُوْهُ أَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُحِبُّه - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৮৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে একটি ছোট সেনাবাহিনীর নেতা বানিয়ে পাঠান। সে তার সাথীদের নিয়ে নামাযে কিরা'আত পড়তো আর প্রতিটি কিরা'আতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ অর্থাৎ সূরা ইখলাস পড়ে শেষ করতো। অতঃপর তারা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ব্যাপারটা আলোচনা করলো। তিনি বললেন ঃ তাঁকে জিজ্ঞেস করো, কেন সে এরূপ করতো? অতঃপর তারা তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো। উত্তরে সে বললো, এ সূরাতে আল্লাহর গুণগান ও মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে, কাজেই আমি তা পড়তে ভালোবাসি। (তা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাকে জানিয়ে দাও, নিঃসন্দেহে আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ التَّحْذِيْرِ مِنْ اِيْذَاءِ الصَّالِحِيْنَ وَالضَّعْفَةِ وَالْمَسَاكِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ সৎলোক, দুর্বল ও মিস্‌কীনদের কষ্ট দেয়ার বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا -(الأحزاب :٥٨)

"আর যারা ঈমানদার নর-নারীদের কষ্ট দেয়, এমন কোনো কাজের দ্বারা যা তারা করেনি তারা মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।"(সূরা আহ্‌যাব ঃ ৫৮)

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ - (الضحى : ٩-١٠)

"কাজেই আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না আর ভিক্ষুককে ভর্ৎসনা করবেন না।" (সূরা দোহা ঃ ৯-১০)

٣٩٠- عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَّطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৯০. হযরত জুন্দুব ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়লো, সে আল্লাহ্‌র দায়িত্বে এসে গেলো। অতঃপর মহান আল্লাহ যেনো তাঁর দায়িত্বের ব্যাপারে তোমাদের কোনো কিছুর (অসদ্ব্যবহারের) জন্যে অনুসন্ধান না করেন। কেননা তিনি যখন কাউকে তাঁর দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাকে এর বিপরীত কাজে নিয়োজিত পান, তখন তাকে উপুড় করে জাহান্নামের আগুনে ফেলে দেন।(মুসলিম)

بَابُ إِجْرَاءِ أَحْكَامِ النَّاسِ عَلَى الظَّاهِرِ وَسَرَائِرِهِمْ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى

অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের বাহ্যিক কাজের ওপর ধর্মীয় নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে আর তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা মহান আল্লাহর উপর সমর্পিত।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ (التوبة : ٥)

"অতঃপর তারা যদি তাওবা করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।"(সূরা তাওবা ঃ ৫)

٣٩٠- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الْإِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৯০. হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) আদিষ্ট, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ

আল্লাহর রাসূল আর তারা নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। তারা এগুলো করলে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার কাছ থেকে নিরাপদ করে নেবে। তবে ইসলামের হক তাদের ওপর থাকবে। (যেমন যিনা, হত্যা ইত্যাদির শাস্তিস্বরূপ প্রাণদন্ড বা কেসাস নেয়া)। আর তাদের প্রকৃত ফয়সালা আল্লাহ তা'আলার ওপর সমর্পিত। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٩١- وَعَنْ أَبِى عَبْدِ اللّٰهِ طَارِقِ بْنِ أُشَيْمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৯১. হযরত আবূ আবদুল্লাহ তারিক ইব্‌ন উশায়েম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যেসব বস্তুর পূজা করা হয়, সে গুলোকে অস্বীকার করে, তার জান ও মাল নিরাপদ হয়ে যায়; আর তার হিসাব মহান আল্লাহর ওপর সমর্পিত হয়। (মুসলিম)

٣٩٢- وَعَنْ أَبِى مَعْبَدٍ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيْتُ رَجُلاَنِ مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَىَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاَذَ مِنِّى بِشَجَرَةٍ فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلّٰهِ أَأَقْتُلُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ : لاَ تَقْتُلْهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَطَعَ إِحْدَى يَدَىَّ ، ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا؟ فَقَالَ : لاَ تَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِى قَالَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৯২. হযরত আবু মা'বাদ মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি কি বলেন যদি কোনো কাফিরের সাথে আমার মুকাবিলা হয় এবং পারস্পরিক যুদ্ধে সে তরবারীর আঘাতে আমার একটি হাত কেটে ফেলে, অতঃপর সে আমার পাল্টা আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে একটি গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বলে, আমি আল্লাহর জন্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কথা বলার পর আমি কি তাকে হত্যা করবো? তিনি বললেন ঃ তাকে হত্যা করো না। পুনরায় আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো আমার হাত কেটেছে, অতঃপর এ কথা বলেছে। তিনি বললেন ঃ তাকে হত্যা করো না'। কেননা তুমি যদি তাকে হত্যা করো, তাহলে তুমি তাকে হত্যা করার পূর্বে যে মর্যাদায় ছিলে, সে সেই মর্যাদায় পৌঁছে যাবে; সে যে কলেমা পাঠ করেছে, এ কলেমা পাঠের পূর্বে সে যে স্তরেছিলে ; তুমি (তাকে হত্যা করলে) সে স্তরে নেমে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٩٣- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشِيْنَاهُ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِيْ حَتَّى قَتَلْتَهُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ، بَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لِيْ : يَا أُسَامَةَ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا فَقَالَ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ؟ ! فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّيْ لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৯৩. হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জুহায়না গোত্রের খেজুরের বাগানে প্রেরণ করেন। আমরা প্রত্যুষে তাদের পানির ঝরণা ঘেরাও করি। অতঃপর আমি ও জনৈক আনসারী তাদের এক ব্যক্তিকে ধরে ফেলি এবং তার ওপর চড়াও হই। অমনি সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে ওঠে। (এ কথা শুনেই) আনসারী থেমে যায় আর আমি বর্শার আঘাতে তাকে হত্যা করে ফেলি। অতঃপর যখন আমরা মদীনায় ফিরে এলাম এ সময় সেই হত্যার ঘটনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কানে পৌছল। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে উসামা! সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে? আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো জান বাঁচানোর জন্যে এরূপ বলেছে। তিনি আবার বললেন ঃ সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও তাকে হত্যা করলে? অতঃপর তিনি বারবার এ কথা বলতে লাগলেন। এমনকি আমি কামনা করতে লাগলাম যে, আমি যদি ইতিপূর্বে মুসলমান না হতাম! (বুখারী ও মুসলিম)

٣٩٤- وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَنَّهُمُ الْتَقَوْا فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ وَأَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، فَلَمَّا رَفَعَ السَّيْفَ ، قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ، فَقَتَلَهُ ، فَجَاءَ الْبَشِيْرُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ، ﷺ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَوْجَعَ فِيْ الْمُسْلِمِيْنَ ،

وَقَتَلَ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَسَمَّى لَهُ نَفَرًا وَإِنِّىْ حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَقَتَلْتَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَغْفِرْلِىْ قَالَ : وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَجَعَلَ لاَ يَزِيْدُ عَلٰى أَنْ يَقُوْلَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلٰهَ إِلاَّ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৯৪. হযরত জুন্দুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের একটি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে একটি মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করলেন। তাদের মুকাবিলা হলো। মুশরিকদের এক ব্যক্তি ছিল অত্যন্ত সাহসী। সে মুসলমানদের মধ্য থেকে যাকে চাইতো তাকেই হত্যা করে ফেলতো। মুসলমানদের মধ্যেও এক ব্যক্তি সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। আমরা' পরস্পর বলাবলি করতাম যে, তিনি তো উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা)। (সুযোগ পেয়ে) তিনি যখন তরবারী উঠালেন, সে বলে উঠলো, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। অতঃপর তিনি তাকে হত্যা করে ফেললেন। তারপর বিজয়ের সুসংবাদবাহক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পৌঁছলো। তিনি পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, সে সব অবহিত করলো; এমনকি সেই লোকটি কিরূপ করেছিল, তাও বললো। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো মুসলমানদের মাঝে সন্ত্রাস ও ভীতির সঞ্চার করেছিল এবং অমুক অমুককে হত্যাও করেছে। তিনি কয়েকজনকে নাম উল্লেখ করলেন। আমি (সুযোগ পেয়ে) যখন তাকে আক্রমণ করি আর সে তরবারী দেখে ফেলে, অমনি বলে ওঠে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি তাকে হত্যা করলে? তিনি জবাব দিলেন হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিয়ামতের দিন তুমি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর' কি উত্তর দেবে? উসামা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন ঃ কিয়ামতের দিনে তুমি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর' কি উত্তর দেবে? তিনি এর থেকে আর কোনো কিছু বাড়িয়ে বলেননি যে, "কিয়ামতের দিন তুমি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর' কি জবাব দেবে?"। (মুসলিম)

٣٩٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : إِنَّ نَاسًا كَانُوْا يُؤْخَذُوْنَ بِالْوَحِىِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَإِنَّ الْوَحِىَ قَدِ انْقَطَعَ ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمَّنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ ، وَلَيْسَ لَنَا مِنْ

سَرِيْرَتِهِ شَئٌ اللّٰهُ يُحَاسِبُهُ فِيْ سَرِيْرَتِهِ ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوْءًا ، لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ : إِنَّ سَرِيْرَتَهُ حَسَنَةٌ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৩৯৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-ক বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মানুষকে অহীর মাধ্যমে যাচাই করা হতো। আর এখন তো অহী বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং এখন থেকে তোমাদের যাচাই করবো তোমাদের বাহ্যিক কাজ কর্মের মাধ্যমে। যে ব্যক্তি আমার সামনে ভালো কাজের প্রকাশ ঘটাবে, আমরা তাতে বিশ্বাস করবো এবং তাকে নিকটবর্তী বলে গ্রহণ করে নেবো আর তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমাদের দেখার দরকার নেই। আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজের প্রকাশ ঘটাবে অর্থাৎ বাহ্যত মন্দ কাজ করবে, তবে সে যদিও বলে যে তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা খুবই ভালো, তবু আমরা তার কথা মানবো না তাকে বিশ্বাসও করবো না। (বুখারী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ -

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত